৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ১ অগ্রহায়ণ – ৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২৪ ঃ ১৮ নভেম্বর – ২৪ নভেম্বর, ২০১৭ Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 5, 18 November - 24 November, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ভারত–বাংলাদেশ ছাড়িয়ে জল বহুদূর গড়াবার পর

শেষ পর্যন্ত কুলভূষণ যাদবের স্ত্রীকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিল ভারতীয় চর বলে কুলভূষণকে অহেতুক প্রাণদণ্ড দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত পাকিস্তান। কুলভূষণের মৃত্যুদণ্ডে ইতিমধ্যে স্থগিতাদেশ জারি করেছে আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালত।

রবিবার : রেল বোর্ডের নয়া ফরমান। এবার থেকে নতুন রেল

লাইন পাততে গেলে ৭০ শতাংশ জমি পাওয়ার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। এর ফলে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রেল সম্প্রসারণের কাজ আটকে যেতে পারে বলে আশঙ্কা। এমনিতেই জমি জটে আটকে রয়েছে নানা প্রকল্প।

সোমবার : দিল্লির দূষণ নিয়ে যখন সারা দেশ তোলপাড় তখন

পরিবেশ আদালতের এজলাসে উঠে এল সুন্দরবনের দূষণের একাধিক অভিযোগ। অজস্র অনিয়মের কাঠগড়ায় অভিযুক্ত সরকারি বেসরকারি সব পক্ষই।

মঙ্গলবার : রাতের অন্ধকারে হানা দিল ভূমিকম্প। রিখটার স্কেলে তীব্রতা ৭.৩। কাঁপুনিতে লন্ডভন্ড

হয়ে গেল পশ্চিম ইরান ও ইরাকের জীবন। ইতিমধ্যে মৃত্যু ছড়িয়েছে চারশো। জখম হয় হাজার। দুটি সংখ্যাই বাড়ছে হু হু করে।

বুধবার : বিশ্বকাপে অঘটন। সুইডেনের সঙ্গে ড্র করে আগামী

রাশিয়া বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল ইতালির। প্রথম পর্বের ম্যাচেও সুইডেনের কাছে ১–৩ গোলে হেরে গিয়েছিল ইতালি। ইতালি ছাড়াই বিশ্বকাপ দেখবে বিশ্ব। কোচ জিয়ান পিয়েরো রোষের মুখে।

বৃহস্পতিবার : ফের বিতর্কে প্রেসিডেন্সি। এবার কাঠগড়ায়

উপাচার্য অনুরাধা লোহিয়া। নেতিবাচক মনোভাব দেখাতে শুরু করেছে সরকারও। সোচ্চার প্রাক্তনীরা। দাবি উপাচার্যের বদল দরকার।

শুক্রবার : মাস দেড়েক হতে চলল। ডেঙ্গুর কবল থেকে মুক্ত হতে

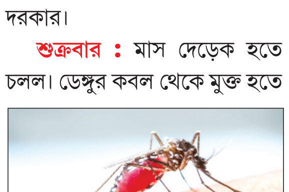

পারল না পশ্চিমবঙ্গ। বরং আরও বিষাক্ত হচ্ছে ডেঙ্গুর ছোবল। তার উপর ফের অকাল বর্ষণে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হওয়ার আশঙ্কা। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের আতঙ্ক আছে বলে মনে হচ্ছে না।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

দুই বাংলায় সম্ভাবনা সত্ত্বেও

ধুঁকছে বেকারি শিল্প

বরুণ মণ্ডল : এক বাংলায় বেকারি শিল্পের শ্রীবৃদ্ধিতে যা যা প্রয়োজন তার সমস্ত কিছুই কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি থেকে কারিগরি জ্ঞান সবই আছে। কিন্তু নেই যেটা সেটা হল, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক জনপ্রতিনিধিদের তথা সাংসদদের স্বতঃস্ফূর্ত সদিচ্ছা। আরেক বাংলায় বেকারি শিল্পের বিরাট চাহিদা আছে। আগ্রহ থেকে সদিচ্ছা আছে। প্রায় দেড় লক্ষ বর্গ কিলোমিটার ক্ষেত্রমানের বাংলায় লোক সংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। বেকারিশিল্প মাত্র চার হাজার। কিন্তু তাদের বেকারি শিল্পের শ্রীবৃদ্ধিতে নেই কাঁচামাল। নেই যন্ত্রপাতি। নেই রাসায়নিক। নেই কারিগরি জ্ঞান। আছে কারখানা নির্মাণের উপযুক্ত জায়গা ও ব্যবসায়িক চাহিদা। আছে যাতায়াতের সুব্যবস্থা। আছে বেকারি পণ্য নির্মাণের কাঁচামাল মেশিনারিস আমদানির ব্যাপক আগ্রহ। প্রতিবেশি ভারতবর্ষের সবই আছে। শুধু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবেই তার অগ্রগতি ঘটছে না। একটার পর একটা 'ইন্দো–বাংলাদেশ রিলেশনশিপ ইন বেকারি ইন্ডাস্ট্রি'র 'অ্যানুয়াল বেকার্স মিট' হয়ে যাচ্ছে। 'ইন্টারন্যাশনাল ফুড টেক এক্সিবিশনে' ও 'হোটেল টেক এক্সিবিশনে' যোগসূত্র রচনা হচ্ছে। তারপর যে কে সেই। আরেক বাংলাকে বেকারি শিল্পের যাবতীয় পণ্য সামগ্রীর জন্য উত্তরের ও দক্ষিণের দুই দেশ চিন ও কুয়ালালামপুর থেকে আমদানি করতে হচ্ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও। প্রয়োজনের স্বার্থে। প্রতিবেশি ভারতের থেকে আমদানির আগ্রহ দিনদিন বেড়েই যাচ্ছে কিন্তু সেটা কার্যকর হয়ে উঠছে না। এই আমদানি–রফতানি না হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এ বাংলার বড়ো বড়ো ব্র্যান্ডেড বিস্কুট কোম্পানিগুলির বাধা আর রাজনৈতিক অনুদ্যোগিতায় বাংলার ঐতিহ্যশালী ছোটো ছোটো বেকারি শিল্প আজ প্রতিযোগিতায় পিছু হটছে। এ বাংলার ছোটো–মাঝারি–বড়ো বেকারি শিল্পকে এক ছাতার তলায় আনার উদ্দেশ্যে এই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি থেকে পণ্য বিক্রির বাজার সংক্রান্ত সমস্যা থেকে বেকারি শিল্পের শ্রমিকদের সুবিধা–অসুবিধাগুলি দেখভালের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫–তে গড়ে ওঠে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশন'। গত ২৮ অক্টোবর এই অ্যাসোসিয়েশনের '১৬তম অ্যানুয়াল বেকার্স মিট–২০১৭' এবং এরই সঙ্গে বেকারিদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এক 'কনফারেন্স–কাম–সেমিনার'টি হয়ে গেল কলকাতার সায়েন্স সিটির অডিটোরিয়ামে। ওই কনফারেন্সে অ্যাসোসিয়েশনের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার জনাব আরিফুল ইসলাম রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম বেকারি শিল্প সম্পর্কে বলেন, 'ফুড টেক–২০১৭ ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশনটি' দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে আমরা কলকাতায় বেকারি শিল্প মেলার আয়োজন করছি। এই মেলায় দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বড়ো বড়ো মেশিনারি কোম্পানি আসে তাদের আধুনিক মেশিনপত্র নিয়ে। এ রাজ্যের বেকারি মালিকদের সেখানে সেইসব মেশিনের আধুনিক ব্যবহার জানার ও কেনার সুযোগ হয়ে যায়। এইসব মেশিন কিনতে কীভাবে কোন আর্থিক সংস্থা থেকে ঋণ পাওয়া যাবে সে সব বিষয়ে অ্যাসোসিয়েশন সহযোগিতা করে থাকে। এ রাজ্যে ছোটো–মাঝারি–বড়ো মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার বেকারি রয়েছে। প্রায় দু'লক্ষ শ্রমিক এই শিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এরই সঙ্গে দক্ষ–অদক্ষ শ্রমিক সমস্যা নিত্যদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে বড়ো বিস্কুট কোম্পানিগুলিও বেকারি ব্যবসায় নেমে পড়ায় বাংলার ছোটো বেকারি শিল্প উপর্যুপরি ক্ষতির সম্মুখীন। এছাড়া এক জানলা, এক লাইসেন্সের কথা বলা হলেও আজও একটা বেকারি চালাতে গিয়ে একজন বেকারি মালিককে ১৮ ধরনের লাইসেন্স নিতে হচ্ছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

বুদ্ধি বলে মুক্ত তরুণী

পার্থ ঘোষ, কেষ্টপুর : বুদ্ধি খাটিয়ে বন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত হলেন ভিনরাজ্যের এক তরুণী। পাঞ্জাবের বাসিন্দা এই তরুণীর অভিযোগ তাকে কেষ্টপুরের কাছে একটি বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছিল। তার চিৎকারে আশেপাশের মানুষজন প্রথমে জড়ো হয়। পরে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে। এই ঘটনায় তারক সাউ নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ওই মহিলা গত মঙ্গলবার কলকাতায় আসেন। সেদিন অভিযুক্ত তারক ওরফে তারা, কেষ্টপুরের কাছে হানাপাড়ার এএফ ৪৬/১ নম্বর বাড়িতে তাকে এনে রাখে। পুলিশ আরও জানিয়েছে খান্নাবাজার এলাকার একটি বারে ওই তরুণী নৃত্যের কাজকর্ম করেন।

এবং রাত্রে বারে কাজ করলেও দিনে ওই তরুণীকে তালাবন্ধ করে রেখে যেত তারক। এই বন্দি দশা কাটাতে রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ তারকের অবর্তমানে ওই তরুণীর হঠাৎ চিৎকার শুনতে পায় সকলে। হিন্দিভাষী ওই মহিলার উদ্ধার করানোর আর্তিতে ছুটে আসে আশেপাশের সকলে। উদ্ধার করা হয় তাকে এবং তার অভিযোগের ভিত্তিতে তারককে বাগুইআটি থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে নারী পাচার সংক্রান্ত মামলা রুজু করা হয়েছে।

ব্যাক স্ট্রোক

ওঙ্কার মিত্র

কোন পথে যে চলি!

আমি কোন পথে যে চলি, কোন কথা যে বলি/তোমায় সামনে পেয়েও খুঁজে বেড়াই মনের চোরা গলি। উত্তমকুমার অভিনীত বিখ্যাত ছবি ছদ্মবেশীর বিখ্যাত গানের এই কলি এখন তৃণমূল কর্মীদের থিম সং। একদিকে দলের সর্বময় কর্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধারণ জীবনযাপন, বাংলাকে নিয়ে

নিরন্তর ভাবনা ও উন্নয়নের জন্য দিকদিগন্ত ছুটে বেড়ানোর পথ আর অন্যদিকে ছোট–বড়–মাঝারি নেতাদের ফুলে–ফেঁপে ওঠা, গায়ে গতরে বৃদ্ধি ও অশালীন ভাষণের পথ। এক পথে বাংলার শ্রীবৃদ্ধি আর অন্য পথে নিজের শ্রীবৃদ্ধি। কোন পথে গেলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে সেকথা ভেবে দলের নিচুতলার কর্মীরা দিশাহারা। বিভ্রান্তি আরও বেড়েছে গত বুধবার বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের বক্তব্যের পর। প্রকাশ্যে পুলিশকে ও সম্মানীয় বিরোধী নেতাদের হুমকি এবং সন্ত্রাসের বার্তা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসে যেমন মমতা আছেন তেমন আছেন অনুব্রত। তার বক্তব্য দলে অসমর্থিত হয়েও এখনও যখন তিনি জেলা সভাপতির পদে রয়েছেন তখন বুঝতে হবে এই দলে দুটি পথই খোলা। মনের চোরা গলি বেয়ে নিজেকেই সঠিক পথ বেছে নিতে হবে কর্মীদের।

অনুব্রতকে আমরা চিনি। তাঁর অগণতান্ত্রিক বক্তব্যে তিনি তৃণমূলের 'মাসল পাওয়ার' বলেই বাংলাবাসীর কাছে পরিচিত। কিন্তু বীরভূম জেলার পর্যবেক্ষক হাকিম সাহেব? তিনি অনুব্রতর হুমকিকে উত্তেজনার মাথায় বলা ছোটখাটো ব্যাপার বলে উড়িয়েই দিলেন। মহাসচিব চাটুজ্জে সাহেব আবার সেই কথাকেই বড় করে ধরে নিন্দা করলেন। দলের অসমর্থনের কথা জানালেন। কিন্তু এই নিন্দনীয় দলবিরোধী কাজের জন্য অনুব্রতকে দল থেকে তাড়ালেন না। ফলে এক বিষাক্ত পথের মুখ খুলেই রাখলেন দলের অন্দরে। ভবিষ্যতে এই পথে কর্মীদের যাওয়ার পথও খোলা। দলের কর্মীরাই বলছেন কত বড় সর্বনাশ যে করে রাখলেন চাটুজ্জে সাহেব তা নিজেরা সম্ভবত বুঝবেন ভবিষ্যতে।

একজন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক হিসাবে মনে হয় তৃণমূল দলের সকলেই সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। অপেক্ষা করছেন দলনেত্রীর বিদেশ থেকে ফেরার। পর্যবেক্ষক, মহাসচিবপদধারী তৃণমূলের এইসব নেতারা আসলে সাজানো পুতুলের মতো স্থবির। তা না হলে বীরভূমে যেখানে শিল্পের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন কৃষকরা সেখানে বিরোধী নেতাদের আগে তাঁরাই পৌঁছে যেতেন। কিন্তু তাঁরা তা পরেননি। দেখে মনে হয় তৃণমূল দলটার সকলেই কঠিন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ। কি অদ্ভুত পরিস্থিতি। দলনেত্রী লন্ডন–স্কটল্যান্ড করছেন শিল্প আনার জন্য আর তাঁরই এক জেলা সৈনিক শিল্পের দাবিকে দাবিয়ে রাখছেন গুন্ডামির বার্তা দিয়ে।

সম্প্রতি আরও এক পথ তৈরি করেছেন তৃণমূল দলের কোর কমিটির প্রাক্তন নেতা তথা একসময়ের সেকেন্ড ইন কমান্ড মুকুল রায়। দল ছেড়ে, সাংসদ পদ ছেড়ে মাঠে নেমে পড়েছেন পুরনো দলের ত্রুটি বিচ্যুতি জনসমক্ষে আনতে। মমতা, অনুব্রত আর মুকুলের তিন পথের তেমাথায় দাঁড়িয়ে তৃণমূলের কর্মীরা। ফলে মমতার মতো এক চরিত্র সামনে পেয়েও মনের চোরা গলিতে অন্য হাতছানি।

তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা বড় চ্যালেঞ্জ রাজ্যের

কুনাল মালিক : সাফল্যের সঙ্গে দুর্গাপুজো শেষ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। মাসখানেক পরেই পশ্চিমবঙ্গের সাগরদ্বীপে মিনি ভারতবর্ষ উঠে আসবে মকর সংক্রান্তির পুণ্য লগ্নে কপিল মুনির মন্দির সংলগ্ন বেলাভূমিতে। এ বছর ভারতবর্ষের কোথাও কুম্ভমেলা না থাকায়, পুণ্যার্থীর সংখ্যা বাড়বে বলেই প্রশাসন মনে করছে। সামগ্রিক মেলার মূল দায়িত্বে থাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন একাধিক সভা করেছে আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে। মূলত মুড়িগঙ্গার পলি প্রতিবছর মেলার ভিলেন হয়ে দাঁড়ায়। ভাঁটার সময় ঘন্টার পর ঘন্টা যাত্রী ভেসেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এবার জেলা প্রশাসন মুড়িগঙ্গায় অনেক আগেই ড্রেজিং করেছে। লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা দেওয়াই সরকারের কাছে মূল চ্যালেঞ্জ। সম্প্রতি আইএস জঙ্গি সংগঠন জঙ্গি হামলার একটি অডিও টেপ প্রকাশ করেছে। যেখানে

কুম্ভমেলাকে টার্গেট করা হয়েছে। এই অডিও টেপ নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর রীতিমতো চিন্তিত। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিভিন্ন গোয়েন্দা এজেন্সি বিষয়টি নিয়ে দেশ জুড়ে নজরদারি শুরু করেছে। আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলায় লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর ভিড়ে জঙ্গি নাশকতা যাতে না ঘটে তার জন্য এ রাজ্যের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতরকে সতর্ক করা হয়েছে।

রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গোয়েন্দা দফতরকে কাজ করতে বলা হয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলায় পুণ্য স্নান ১৪ জানুয়ারি। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই ভিন রাজ্যের পুণ্যার্থী–সাধু–সন্ন্যাসীরা সাগর দ্বীপে ভিড় জমান। তাই এবার অনেক আগে থেকেই সড়ক ও নদীপথে নজরদারি বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর, নদীপথে উপকূল রক্ষী বাহিনী এবং সীমান্ত এলাকায় বিএসএফকে বাড়তি নজরদারি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারও জল–স্থল ও আকাশপথে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করতে নানা ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা করেছে।

ভেবে দেখুন

* শহর ও শহরতলির তুলনায় প্রত্যন্ত গ্রামে ডেঙ্গুর প্রকোপ কম গোময়–গোমূত্র কি তফাত করে দিচ্ছে গ্রাম শহরে?

* পাড়ায় পাড়ায় বাড়ি বাড়ি জমা জল খুঁজে বার করতে পুরসভার কর্মীরা হিমসিম খাচ্ছেন। অনুদান পাওয়া ক্লাবগুলিতে কি এই কাজে লাগানো যায় না?

* ডেঙ্গু ছাড়াও বহু ভাইরাস ঘটিত রোগের আক্রমণ বাড়ছে। বলা হচ্ছে অজানা জ্বর। ডাক্তার ও পতঙ্গবিদদের নিয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি করলে কেমন হয়?

ঘোষণার ব্যবস্থা না থাকায় দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছে বন্ধন

কল্যাণ রায়চৌধুরী : ভারত–বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করার জন্যে সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয় কলকাতা–খুলনা 'বন্ধন' এক্সপ্রেসের। উদ্বোধনের দিন কোনও সাধারণ যাত্রী না থাকলেও সরকারিভাবে সাধারণের জন্য ট্রেনটির চলাচল শুরু হয় ১৬ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার থেকে বলে পূর্বরেল সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রতি সপ্তাহের একমাত্র এই একটি দিনই একটি করে ট্রেন সকালে কলকাতা খুলনা আপ ও সন্ধ্যায় ডাউনে যাতায়াত করবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানানো হয়েছে। এদিকে এই বন্ধন'কে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট রেল পুলিশের অন্দরে একটা চাপা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

জিআরপির শিয়ালদহ এসআরপি'র অধীনে থাকা বনগাঁ ও হাসনাবাদ সেকশন দুটির মধ্যে বনগাঁ সেকশনটি প্রধান। এই দুটি সেকশন মিলিয়ে বারাসত জিআরপির অধীনে ২৬টি রেল স্টেশন ও বনগাঁ জিআরপির অধীনে ২০টি রেল স্টেশনের মধ্যে ১৪টি বামনগাছি থেকে বনগাঁ ও বাকি ৬টি রেল স্টেশন বনগাঁ থেকে রানাঘাট শাখার মধ্যে। বারাসত জিআরপির ২৬টি রেল স্টেশনের মধ্যে ১৬টিতে 'পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম' অর্থাৎ ঘোষণার ব্যবস্থা নেই।

স্টেশনগুলি হল দুর্গানগর, নিউব্যারাকপুর, বিশরপাড়া কোদালিয়া, কাজিপাড়া, কড়েয়া কদম্বগাছি, বহিরা কালীবাড়ি, সন্তালিয়া, বেলিয়াঘাটা, লেবুতলা হল্ট, কাঁকড়া–মির্জানগর, মালতীপুর, ঘোড়ারাশ ঘানা, ভ্যাবলা, মার্টিনিয়া অনন্তপুর, নিমদাড়িয়া ও টাকি। এগুলির মধ্যে মেন সেকশনের অন্তর্গত দুর্গানগর, নিউ ব্যারাকপুর ও বিশরপাড়া কোদালিয়া। আর বনগাঁ জিআরপি'র অন্তর্গত সংহতি ও বিভূতিভূষণ হল্ট স্টেশন দুটি। এই

স্টেশনগুলিতে ঘোষণার ব্যবস্থা না থাকাটাই রেলপুলিশের আতঙ্কের কারণ। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের যাতায়াত এই লাইনে। শিয়ালদহ ডিভিশনের মধ্যে অন্যতম ব্যস্ততম শাখা শিয়ালদহ–বনগাঁ। নিত্য–নৈমিত্তিক দুর্ঘটনা লেগেই আছে। তার উপর এই স্টেশনগুলিতে ঘোষণার ব্যবস্থা না থাকায় প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটে।

সম্প্রতি ১১ নভেম্বর এরকমই একটি দুর্ঘটনা ঘটে। এদিন সন্ধ্যা ৭–৩০ মি নাগাদ ঘোষণার ব্যবস্থা না থাকার কারণে দুর্গানগরে ঠাকুরনগর–শিয়ালদহ ডাউন গ্যালোপিং ট্রেনে স্থানীয় জাকির হোসেন (৪১) নামক এক ব্যক্তি কাটা পড়েন। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে তার বাড়ি দমদম থানাধীন নলতার মহাজাতি রোডে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজিত জনতা স্টেশন ভাঙচুর করে। অবরোধ চলে প্রায় ঘন্টা দেড়েক।

সংশ্লিষ্ট রেল স্টেশনের বুকিং সুপারভাইজার দেবাশিস কুমার দাস বলেন, 'এই স্টেশনে ঘোষণার ব্যবস্থা চালু করার জন্যে রেলকে আমরা বলেছি।' যদিও তা আজ পর্যন্ত হয়নি। সংশ্লিষ্ট যাত্রীদের অভিযোগ, ধীরগতির লোকাল ট্রেনে এই অবস্থা। সেক্ষেত্রে বন্ধনতো আন্তর্জাতিক ট্রেন। সপ্তাহে একদিন চললেও ট্রেনটাতো এক্সপ্রেস। কলকাতা থেকে ছেড়ে সোজা পেট্রাপোল। দ্রুতগতিসম্পন্ন এই ট্রেনটির মাঝখানে কোথাও থামার স্টেশন নেই। ফলে ঘন জনবসতিপূর্ণ ও ব্যস্ততম এই এলাকা দিয়ে চলার সময় সবকটি স্টেশনে ঘোষণার ব্যবস্থা না থাকার কারণে অজানা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে রেল পুলিশ সহ সংশ্লিষ্ট যাত্রী মহলে। বারাসতের সিটু'র প্ল্যাটফর্মে হকার্স ইউনিয়নের নেতা স্বপন ঘোষ বলেন 'সরকারের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

কিন্তু ঘোষণার ব্যবস্থা না থাকার কারণে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তো বিক্ষোভের আগুন জ্বলবে।' স্থানীয় যাত্রীদের অভিযোগ, রেল প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করছে। অথচ যাত্রী সুরক্ষার দিকে নজর নেই। নিদেনপক্ষে ঘোষণার ব্যবস্থা তো করা উচিত।

এ প্রসঙ্গে শিয়ালদহ এসআরপি সব্যসাচী রমন মিশ্র বলেন, 'শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা রেলকে চিঠি করেছি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছেও আবেদন জানানো হয়েছে।' দমদম, বারাসত ও বনগাঁ জিআরপির পক্ষ থেকে বলা হয়, রেলকে অনুরোধ করা হয়েছে, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্যে।

কারেকশন যে চুপি চুপি আসে, ওই শোনা যায় পায়ের আওয়াজ

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

সে যে চুপি চুপি আসে। মহানায়ক উত্তমকুমারের সুযোগ্য ভ্রাতা তরুণ কুমার অভিনীত এই সাসপেন্সে ভরপুর ছবিটার কথা নিশ্চিতভাবে মনে আছে সকল পাঠকের। শেষ লগ্নে গিয়ে সেখানে বোঝা গিয়েছিল আসল খুনি কে। সবাইকে ভুল প্রমাণ করে হিরো হয়ে উঠেছিল ভিলেন। আর যাকে সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছিল প্রথম থেকে পরে বোঝা গেল তিনিই প্রকৃত নায়ক। শেয়ার বাজার নিয়ে লেখার গোড়াতেই একেবারে সিনেমা নিয়ে আলোচনায় হয়তো বা হতবাক হচ্ছেন অসংখ্য পাঠক। তাঁদের জ্ঞাতার্থে এটুকু বলা যায় এখন ভারতের শেয়ার বাজার বা সূচকজোর এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যেখানে এই ধরনের ক্লাইম্যাক্স জনিত পরিস্থিতি না ঘটলে আবহ পালটাতে পারবে না। অর্থাৎ বুল বাজারের অভিমুখ অন্যদিকে কিছুতেই বাঁক নেবে না। যদিও চলতি সপ্তাহের প্রথম দিন এবং বিগত সপ্তাহের প্রায় পুরোটা জুড়েই কিছুটা হলেও বিক্রিবাট্টার একটা বাতাবরণ গড়ে উঠেছে বেশ ভালোভাবেই।

এখন যে জায়গায় চলে গিয়েছে ভারতের শেয়ার বাজার তাতে আড়াআড়িভাবে ভাগ হয়ে গিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। যাঁরা পথ বাতলে দেন বাজারের তাঁদের এই বিভাজনে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই তীব্র আকারের বুল–বাজারে এমন সব নানা ঘটনা–প্রতি ঘটনা ঘটতেই থাকে অহরহ, যা চমকে দেয় সাধারণ লগ্নিকারীদের। এমতাবস্থায় নিফটি সম্পর্কে চালু দুটি ভবিষ্যতবাণী হল, হয় নিফটি ১১ হাজার পেরোবে আগামী মাস খানেকের মধ্যে। আর না হলে ব্যাক গিয়ার দিয়ে বড়সড় কারেকশন বৃত্তে প্রবেশ করবে। অপর মত পোষণকারী অংশের মতে ভারতের শেয়ার বাজারে গত ৯ মাসে যা উত্থান হওয়ার সবটাই হয়ে গিয়েছে। এবার উলট পুরাণের পালা। টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আপাতত ১০ হাজার হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বড় সাপোর্ট। এই জায়গাটা ভেঙে বাজার যদি ক্রমাগত বন্ধ দিতে থাকে তবে অচিরেই সাড়ে ৯ থেকে ৯ হাজারের কাছে চলে আসতে পারে নিফটি। যদিও এক্ষেত্রে একটা কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য তা হল, ভারতীয় অর্থ বাজারের মূল স্থপতি নিফটি কিন্তু গত মাস দুই–তিনের মধ্যে বারংবার ৯৭০০–র জায়গাটাকে পরীক্ষা করেছে সাপোর্ট হিসেবে।

আসলে এই বাজারের গতিবিধি ধরে ভবিষ্যতবাণী করা আর ভগবান লাভ করা কার্যত এক। কারণ ক্ষণে ক্ষণে নিজের রং পালটে ফেলে ভারতীয় শেয়ার বাজার। কখনও অস্থিরতায় ভরপুর দাপাদাপি, আবার কখনও কনসোলিডেশনের নীরব স্তব্ধতা। সে কিছুতেই বুঝতে দেবে না কোন দিকে এগোচ্ছে সে। বাজারের অভিমুখ উর্দ্ধমুখী না নিম্নমুখী তা মাত্র কয়েকটি ট্রেডিং সেশন দেখে বোঝা যায় না। তাই অনেক রথী মহারথী মানে যাদের অন্ততপক্ষে শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে হস্তি বলে বিবেচনা করা হয় তারাও বেমালুম বোকা হয়ে যায় এর অদ্ভুত আচরণে। এই খামখেয়ালিপনার জন্য শেয়ার বাজার বিশেষ পরিচিত। এই ধরুন আপনার বা ধরুন ভারতের সার্বিক পরিস্থিতি খুব ভালো, তার মানে এখানকার সূচকের বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা এমনটাই ভাববেন আপনি। কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যাবে সারা বিশ্ব বাজার থেকে আসা খারাপ সংবাদ একে নিচের দিকে টেনে নামাচ্ছে। আবার যখন বিদেশের অবস্থা খুব চমৎকার তখন গিয়ে দেখা গেল দেশ থেকে আসা খারাপ খবরের জেরে ভারতের বাজার একেবারে চিৎপটাং হয়ে গেল। সুতরাং আবহাওয়ার মতো যদি আপনি ভাবেন শেয়ার বাজার সম্পর্কে আগাম আভাস দেওয়া যায় তা হলে আপনি বা আপনারা খুব ভুল করছেন। এখানে খানিকটা ভাগ্যের ভূমিকাও রয়েছে। ওই ব্যাপারটা হল লাগলে তুক আর না লাগলে তাক। তাও একদম আন্দাজে ঢিল ছুঁড়তে যাওয়া বা অন্ধকারে হাতড়ানোর মতো ব্যাপার হয়ে যায় দুম করে এর ওর কথায় প্রভাবিত হয়ে কিছু শেয়ার কেনাবেচা করলে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এর পরিণাম হয়ে ওঠে মারাত্মক। সেক্ষেত্রে নিজস্ব পড়াশুনাটা বিশেষ জরুরি। আজকের বিশ্বায়নের যুগে হাতের কাছে থাকা নেটওয়ার্কের হাত ধরে সেটা বাস্তবায়িত করে তোলাও খুব সহজ।

ডব্লু বিসিএস প্রিলিমিনারি ২৮ জানুয়ারি

কাজের খবর

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন সার্ভিস ও বিভাগে কয়েকশো অফিসার নিয়োগ করা হবে। ডব্লু বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করবেন পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের অ্যাডভাটাইজমেন্ট নম্বর : ২৪/২০১৭। উল্লেখ্য, ১১ নভেম্বর সংখ্যায় 'ডব্লু বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কয়েকশো গ্র্যাজুয়েট' শীর্ষক সংবাদে এই পরীক্ষা ও নিয়োগ–সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য আগাম জানানো হয়েছিল। এবার খুঁটিনাটি তথ্য জানানো হয়েছিল। এবার খুঁটিনাটি তথ্য–সহ পূর্ণাঙ্গ সংবাদ। দুই পর্যায়ের লিখিত পরীক্ষা ও পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ২৮ জানুয়ারি। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে কলকাতা–সহ রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে। দার্জিলিং জেলার তফসিলি উপজাতি প্রার্থী এবং দার্জিলিং সদর, মিরিক ও কার্শিয়াং সাব ডিভিশনের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুধুমাত্র দার্জিলিং পরীক্ষাকেন্দ্রেই হবে। কালিম্পং জেলার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে কালিম্পং কেন্দ্রে। তবে মেন পরীক্ষা সব প্রার্থীর ক্ষেত্রেই কলকাতায় হবে। পার্সোন্যালিটি টেস্ট হবে কমিশনের অফিসে।

এই পরীক্ষায় বসার জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা যে–কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। তাছাড়া বাংলা পড়তে, লিখতে, বলতে জানতে হবে। তবে নেপালি যাঁদের মাতৃভাষা, তাদের বাংলা না জানলেও চলবে। ডব্লু বি সি এস পরীক্ষা চারটি গ্রুপে বিন্যস্ত। গ্রুপগুলি হল 'এ', 'বি', 'সি' এবং 'ডি'। একজন প্রার্থী একটি আবেদনপত্রে চারটি গ্রুপের জন্যই দরখাস্ত করতে পারেন।

বয়স : সবক'টি গ্রুপের ক্ষেত্রেই বয়সের উর্ধ্বসীমা ৩২ থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩৬ বছর। তফসিলি এবং ওবিসি প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

নতুন বয়স বিধি অনুসারে ২০১৮–র ডব্লু বি সি এস পরীক্ষায় বসার জন্য ১–১–২০১৮ তারিখে বয়স থাকতে হবে গ্রুপ 'এ', 'সি' ও 'ডি'–এর ক্ষেত্রে ২১ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে এবং গ্রুপ 'বি'–এর ক্ষেত্রে ২০ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে।

'এ', 'সি' ও 'ডি' গ্রুপের সাধারণ ক্যাটেগরির প্রার্থীদের জন্মতারিখ হতে হবে ২–১–১৯৮২ থেকে ১–১–১৯৯৭ এবং গ্রুপ 'বি' গ্রুপের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২–১–১৯৮২ থেকে ১–১–১৯৯৮–এর মধ্যে।

বয়সে পশ্চিমবঙ্গের তালিকাভুক্ত তফসিলিরা ৫ এবং বি সি প্রার্থীরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা অন্তত ৪০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতা থাকলে এবং ৪৫ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন। অন্যান্য রাজ্যের সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীদের সাধারণ প্রার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে। বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে কেবলমাত্র মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার সার্টিফিকেটকেই গণ্য করা হয়। সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বয়স ছাড়ের কোনও অতিরিক্ত সুবিধা নেই।

কোন গ্রুপে কোন চাকরি

'এ' গ্রুপ : নিয়োগ হয় এইসব সার্ভিসে : ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস (এক্সিকিউটিভ), ওয়েস্ট বেঙ্গল কমার্শিয়াল ট্যাক্স সার্ভিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিস, ওয়েস্ট রেঙ্গল এক্সাইজ সার্ভিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল কো–অপারেটিভ সার্ভিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল লেবার সার্ভিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল ফুড অ্যান্ড সাপ্লাইস সার্ভিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস (এমপ্লয়মেন্ট অফিসার টেকনিক্যাল বাদে), ওয়েস্ট বেঙ্গল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড স্ট্যাম্প রেভেনিউ সার্ভিস।

'বি' গ্রুপ : ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ সার্ভিস।

'সি' গ্রুপ : সুপারিন্টেডেন্ট, ডিস্ট্রিক্ট কারেকশনাল হোম, ডেপুটি সুপারিন্টেডেন্ট, সেন্ট্রাল কারেকশনাল হোম, জয়েন্ট ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অব কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ফেয়ার বিজনেস প্র্যাক্টিসেস, ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সার্ভিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব–অর্ডিনেট অ্যান্ড রেভেনিউ সার্ভিস (গ্রেড–ওয়ান), অ্যাসিস্ট্যান্ট কমর্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যানাল রেভেনিউ অফিসার (ইরিগেশন), চিফ কন্ট্রোলার অব কারেকশনাল সার্ভিসেস।

'ডি' গ্রুপ : ইনস্পেক্টর অব কো–অপারেটিভ সোসাইটিজ, পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট অফিসার আন্ডার দ্য পঞ্চায়েত অ্যান্ড রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, রিহ্যাবিলিটেশন অফিসার আন্ডার দ্য রিভিউজি রিলিফ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট।

প্রার্থী বাছাই : ডব্লু বি সি এস পরীক্ষা মোট তিনটি পর্বে হয়। প্রথম পর্বে আছে অবজেক্টিভ টাইপ প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। মনে রাখবেন প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুধুমাত্র একটা স্ক্রিনিং টেস্ট। এতে পাওয়া নম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য গণ্য হবে না। এই পরীক্ষায় সফল হলে লিখিত মেন পরীক্ষায় বসার ছাড়পত্র মেলে। মেন পরীক্ষায় সফল হলে নেওয়া হয় তৃতীয় পর্যায়ের পার্সোন্যালিটি টেস্ট। মেন এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টে সফলতার ভিত্তিতেই চূড়ান্ত মেধাতালিকা তৈরি হয়।

কিছু শর্ত : ডব্লু বি সি এস পরীক্ষায় কতগুলি গ্রুপে আবেদন করতে হলে অতিরিক্ত যোগ্যতার প্রয়োজন : (ক) ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ সার্ভিস গ্রুপ 'বি' : আবেদনের জন্য নির্দিষ্ট শারীরিক মাপজোক চাই। পুরুষদের ক্ষেত্রে উচ্চতা হতে হবে অন্তত ১.৬৫ মিটার, মহিলাদের ক্ষেত্রে অন্তত ১.৫০ মিটার। গোর্খা ও উপজাতি প্রার্থীরা উচ্চতায় নিয়মানুসারে ছাড় পারেন। (খ) অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যানাল রেভেনিউ অফিসার (গ্রুপ 'সি') : একেবারে প্রান্তিক অঞ্চলে গ্রামেগঞ্জে ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। (গ) ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সার্ভিস (গ্রুপ 'সি') : অন্ধ, মূক ও বধির প্রতিবন্ধীদের হোমে যেহেতু কাজ করতে হবে, তাই তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উপযুক্ত ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট থাকতে হবে। যদি তা না থাকে তাহলে চাকরি পাওয়ার পর এই প্রশিক্ষণ নিতে হবে। (ঘ) ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব–অর্ডিনেট অ্যান্ড রেভিনিউ সার্ভিস, গ্রেড ওয়ান (গ্রুপ 'সি') : বাংলায় লিখতে, পড়তে ও কথা বলতে জানতে হবে। নেপালিভাষীদের ক্ষেত্রে এই শর্তে ছাড় আছে। তবে চাকরি পাওয়ার ২ বছরের মধ্যে বাংলায় একটি বিভাগীয় পরীক্ষায় সফল হতে হবে।

গ্রুপ অনুসারে বেতনক্রম : গ্রুপ 'এ' ১৫,৬০০–৪২,০০০ টাকা। গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা। গ্রুপ 'বি' : ১৫,৬০০–৪২,০০০ টাকা। গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা। গ্রুপ 'সি' : ৯,০০০–৪০,৫০০ টাকা। পদ অনুসারে গ্রেড পে ৪,৪০০–৪,৮০০ টাকা। গ্রুপ 'ডি' : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৯০০ টাকা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.pscwbonline.gov.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত করার সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফটো ও কালো কালির সই আপলোড করতে হবে।

দরখাস্ত করার আগে প্রার্থীদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে 'ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশন' করতে হবে। তবে কোনও প্রার্থী যদি আগে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন আয়োজিত কোনও চাকরির পরীক্ষার দরখাস্তের ক্ষেত্রে 'ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশন' করে থাকেন, তাঁকে আর দ্বিতীয়বার এই প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হবে না। আগেকার রেজিস্ট্রেশন আই ডি ও পাসওয়ার্ডের মাধ্যমেই অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ২১০ টাকা। সার্ভিস চার্জ অতিরিক্ত। অনলাইন এবং অফলাইন– দু'রকম ব্যবস্থাতেই ফি জমা দেওয়া যাবে। অনলাইনে ফি দেওয়া যাবে। অনলাইনে ফি দেওয়া যাবে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড অথবা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। অফলাইনে ফি জমা দিতে হবে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চালানের মাধ্যমে। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া ব্যাঙ্কের ড্যাশবোর্ড থেকে। অফলাইন ব্যবস্থায় ফি জমা দেওয়া যাবে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। তবে চালান ডাউনলোড কতে হবে ৩০ নভেম্বরের মধ্যেই। পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের কোনও ফি দিতে হবে না।

পরীক্ষার ধরনধারণ

প্রিলিমিনারি পরীক্ষা : প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় একটিই পেপারের উত্তর দিতে হবে। থাকবে 'জেনারেল স্টাডিজ' বিষয়ে ২০০টি মাল্টিপল চয়েস অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন। প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে : (১) ইংলিশ কম্পোজিশন, (২) জেনারেল সায়েন্স, (৩) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি (কারেন্ট ইভেন্টস), (৪) ভারতের ইতিহাস, (৫) ভারতের ভূগোল (এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল গুরুত্ব পাবে), (৬) ভারতের অর্থনীতি ও রাজনীতি, (৭) ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও (৮) সাধারণ মানসিক দক্ষতা। স্নাতক মানের প্রশ্ন আসবে। প্রত্যেক বিষয়ে নম্বর ২৫। মোট নম্বর ২০০। সময় আড়াই ঘন্টা।

মেন পরীক্ষা : মেন পরীক্ষায় থাকবে ৬টি কম্পালসারি পেপার এবং ১টি অপশনাল সাবজেক্ট (শুধুমাত্র গ্রুপ 'এ' এবং গ্রুপ 'বি'–র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে)। অপশনাল সাবজেক্টে থাকবে ২টি পেপার। প্রতিটি কম্পালসারি এবং অপশনাল সাবজেক্টের পেকারের পূর্ণমান ২০০। সময় ৩ ঘন্টা করে।

কম্পালসারি পেপার : ৬টি কম্পালসারি পেপারের মধ্যে পেপার–ওয়ান এবং পেপার–টু–এর ক্ষেত্রে কনভেনশনাল টাইপ লিখিত পরীক্ষা হবে। এছাড়া অন্য চারটি কম্পালসারি পেপারের ক্ষেত্রেও এম আর শিটে অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। পেপার–ওয়ানে নেওয়া হবে বাংলা, হিন্দি, উর্দু, নেপালি ও সাঁওতালির মধ্যে যে কোনও একটি ভাষায় পরীক্ষা। থাকে লেটার রাইটিং বা ড্রাফটিং অব রিপোর্ট, প্রেসি রাইটিং, কম্পোজিশন, ইংরেজি থেকে বাংলা বা হিন্দি বা উর্দু বা নেপালি বা সাঁওতালি ভাষায় ট্রানস্লেশন।

পেপার–টু–তে আছে ইংরেঝিতে লেটার রাইটিং/ড্রাফটিং অব রিপোর্ট, প্রেসি রাইটিং, কম্পোজিশন, বাংলা বা হিন্দি বা উর্দু বা নেপালি বা সাঁওতালি থেকে ইংরেজিতে ট্রানস্লেশন।

পেপার থ্রি–তে, আছে জেনারেল স্টাডিজ–ওয়ান : (১) ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি উইথ স্পেশ্যাল এমফ্যাসিস অন ন্যাশনাল মুভমেন্ট, (২) জিওগ্রাফি অব ইন্ডিয়া (এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল গুরুত্ব পাবে)।

পেপার–ফোর–এ আছে জেনারেল স্টাডিজ–টু : (১) সায়েন্স অ্যান্ড সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট, এনভায়রনমেন্ট, জেনারেল নলেজ এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স।

পেপার–ফাইভ–এ আছে দ্য কনস্টিটিউশন অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ইকোনমি ইনক্লুডিং রোল অ্যান্ড ফাংশানস অব রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া।

পেপার সিক্স–এ আছে অ্যারিথমেটিক এবং রিজনিংয়ের ওপর প্রশ্ন।

মনে রাখতে হবে 'এ' ও 'বি' গ্রুপের প্রার্থীরা ৬টি কম্পালসারি পেপার এবং একটি অপশনাল সাবজেক্টের দুটি পেপারের পরীক্ষা দেবেন। 'সি' ও 'ডি' গ্রুপের প্রার্থীরা শুধুমাত্র ৬টি কম্পালসারি পেপারের পরীক্ষা দেবেন।

ভাষার পেপার ছাড়া বাকি সমস্ত কম্পালসারি এবং অপশনাল বিষয়ের উত্তর বাংলা বা ইংরেজিতে লেখা যাবে। সংস্কৃত বিষয়ের উত্তর দেবনাগরী বা বাংলা হরফে লেখা যাবে। সাঁওতালি বিষয়ের উত্তর লিখতে হবে অলচিকি লিপিতে। তবে একই পেপারের একাধিক ভাষায় উত্তর লেখা যাবে না। মাল্টিপল চয়েস গ্রুপের ক্ষেত্রে ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে।

পার্সোন্যালিটি টেস্ট : মেন পরীক্ষার মেধাতালিকা অনুযায়ী চারটি গ্রুপেরই নির্বাচিত কিছু প্রার্থীকে ডাকা হয় পার্সোন্যালিটি টেস্টে। গ্রুপ 'এ' ও 'বি'–এর ক্ষেত্রে পার্সোন্যালিটি টেস্টে থাকবে ২০০ নম্বর। গ্রুপ 'সি'–এর ক্ষেত্রে ১৫০ নম্বর এবং গ্রুপ 'ডি'–র ক্ষেত্রে ১০০ নম্বর।

কোন গ্রুপে কত নম্বরের পরীক্ষা : গ্রুপ অনুযায়ী মেন পরীক্ষার নম্বরের বিন্যাসে এরকম : গ্রুপ 'এ' এবং 'বি'–এর জন্য ৬টি কম্পালসারি পেপারে ১,২০০ (২০০×৬), একটি অপশনাল সাবজেক্টের দু'টি পেপার ৪০০ (২০০×২) এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টে ২০০, অর্থাৎ সব মিলিয়ে মোট ১,৮০০ (১,৬০০+২০০)।

গ্রুপ 'সি'–র জন্য ৬টি কম্পালসারি পেপারে ১,২০০ (২০০×৬), এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টে ১৫০, অর্থাৎ সব মিলিয়ে মোট ১,৩৫০ (১,২০০+১৫০)।

গ্রুপ 'ডি'–র জন্য ৬টি কম্পালসারি পেপারে ১,২০০ (২০০×৬) এবং পার্সোন্যালিটি টেস্টে ১০০, অর্থাৎ সব মিলিয়ে মোট ১,৩০০ (১,২০০+১০০)।

আগ্রহীরা খুঁটিনাটি তথ্য জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.pscwb.org.in প্রয়োজনে যে–কোনও কাজের দিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে ফোন করতে পারেন এই নম্বরে : ২৪১৯–৮১৮৫ (তথ্যের জন্য), ৪০০৩–৫১০৪ (অনলাইন ফিয়ের বিষয়ে), ২২৬২–৪১৮১ (অফলাইন ফিয়ের বিষয়ে)।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৮ নভেম্বর – ২৪ নভেম্বর, ২০১৭

মেষ : মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলুন, আপনার নির্ভিক অভিব্যক্তি অন্যকে আকর্ষণ করবে। আপনি উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে মঙ্গলানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধা এলেও আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় শুভ।

বৃষ : শরীর বিশেষ ভাল যাবে না। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আপনার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য লাভ করবেন। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। ভাগ্যোন্নতির পথে সময়টি আপনার অনুকূলে।

মিথুন : গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাওয়া যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় উন্নতর যোগ রয়েছে। অর্শ ও আমাশয়ে অনেক কষ্ট পাবেন। বুঝে খরচ না করলে ক্ষতি হয়ে যাবে। কর্মস্থলে শত্রুরা তৎপর হয়ে থাকবে ক্ষতি করার জন্য।

কর্কট : প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি শুভ। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে, পিতার পক্ষে ভাল সময়। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। সন্তানের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। বিবাহ যোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট।

সিংহ : শিল্পী বা সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে শুভ সময়। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু না কিছু গোলযোগ থাকবে। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকা দরকার। মায়ের শরীর নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে থাকবেন। ভাগ্যের সুপ্রসন্নতা লাভ করবেন। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে।

কন্যা : বিবিধ চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকবে। পতি পত্নীর মধ্যে মতান্তর ঘটবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। আয় ভালই হবে। সঞ্চয়ে বাধা। পড়াশুনায় ফল ভাল হবে। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে।

তুলা : আপনার সুন্দর চিন্তাধারা কার্যে পরিরত করতে সক্ষম হবেন। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধা আসতে পারে। একটু চেষ্টা করলে সাফল্য পাওয়া যাবে। ব্যবসায় ও গৃহ ভূমি এবং জমি জমা সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। কর্মে পদোন্নতির যোগ বিদ্যমান।

বৃশ্চিক : বুদ্ধির বিভ্রম ঘটতে পারে। অতিরিক্ত রোগ তেজ দমন করার চেষ্টা করুন। ভাই–বোনের সাহায্য লাভ করবেন। গৃহ ভূমি সম্পর্কে অগ্রসর হবেন না। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। পতি–পত্নীর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটবে।

মকর : অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না। বন্ধু–বান্ধব থেকে সতর্ক থাকবেন। কর্মস্থলে গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। শিক্ষায় চঞ্চলতা হেতু ক্ষতির যোগ।

ধনু : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা দেখা দিলেও আপনি অর্থ পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ যোগ রয়েছে। শরীর নিয়ে আপনি কষ্ট পাবেন। সাবধান না হলে ক্ষতি হতে পারে।

কুম্ভ : সুন্দর বুদ্ধির জোরে জীবনে সাফল্য আসবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে মোটামুটি শুভ ফল পাবেন। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মক্ষেত্রে শুভফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতির মাধ্যমে বিবাহ যোগ লক্ষিত হয়। বাতের রোগে কষ্ট পাবেন।

মীন : গৃহ ভূমি ও জমি জমা সম্পর্কিত বিষয়ে শুভফল পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে পূর্বের তুলনায় কিছুটা শুভফল পাবেন। মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটবে। কর্মস্থলে সুনাম ও যশ বৃদ্ধি পাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন।

শব্দবার্তা ৫৪

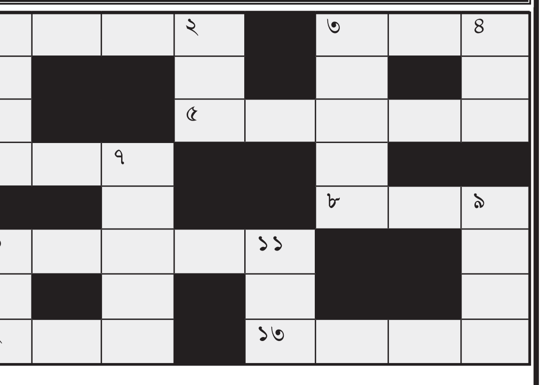

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। বিপরীত, উলটো ৩। মঠ, ভবন — ৫। অভিনেতাসুলভ কৃত্রিম হাবভাব ৬। ন্যাকামি, ছলাকলা ৮। মণিবন্ধ ১০। বাড়িয়ে বলা অত্যুক্তি ১২। সম্পাদন, অফিস ১৩। সম্পূর্ণ নষ্ট, ব্যর্থ বা পন্ড।

উপর–নীচ

১। বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত সমিতি বা সংস্থা ২। এক পাখি ৩। স্বার্থপর ৪। মুসলমানদের তীর্থস্থান ৭। শ্রীকৃষ্ণ ৯। বেঁচে থাকুক, অমর হোক, এই ধ্বনি ১০। প্রচুর ১১। বাদশাহের অধীন প্রদেশাধিপতি।

সমাধান : শব্দবার্তা ৫৩

পাশাপাশি : ১। বেতসবৃত্তি ৪। বিশ্রী ৭। হিসাব ৮। প্রলপিত ১০। বয়লার ১১। শরীর ১৩ নয়া ১৪। চিটিংবাজ।

উপর–নীচ : ১। তর্ক ৩। বৃংহিত ৫। শ্রীরামপুর ৬। অবচয় ৮। প্রতিহনন ৯। পিটিশন ১০। বরবটি ১২। বাবা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

তালদি ষ্টেশনে হকার উচ্ছেদ

সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ ক্যানিং ঃ শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিংয়ের তালদি ষ্টেশনে হকার উচ্ছেদ হল। বুধবার দুপুরে ক্যানিং, সোনারপুর, শিয়ালদহ জোনের আরপিএফ জওয়ানরা তালদি ষ্টেশনের ১ ও ২ নং প্লাটফর্মের স্থায়ী এবং অস্থায়ী হকারদেরকে হটিয়ে দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলেন। আরপিএফ সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন তালদি ষ্টেশনে হকার উচ্ছেদ অভিযানে স্থায়ী অস্থায়ী মিলিয়ে মোট ৫৫টি ষ্টল ভেঙে দেওয়া হয়। যাত্রী পরিষেবায় স্বচ্ছতা রাখতে আগামী দিনে এমন হকার উচ্ছেদ চালানো হবে বলে আরপিএফ সূত্রে জানা গেছে। তালদিতে হকার উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে গন্ডগোলে আশঙ্কায় এদিন মহিলা আরপিএফ ছিলেন পর্যাপ্ত সংখ্যক, যদিও কোন সমস্যা হয়নি।

তিরুপতি জুট মিলে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুনরায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটল একটি জুট মিলে। এবারের ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়া সালকিয়ার খুশুরির তিরুপতি জুট মিলে। আগুন লাগায় জুট মিলের কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হলেও জীবনহানির কোনও ঘটনা ঘটেনি বলেই জানা যায়। এই ঘটনায় মিল চত্বরে আতঙ্ক তৈরি হয় মিল কর্মীদের মধ্যেই। মিলের ফিনিশড বিভাগে জড়ো হয়ে থাকা পাটের ডাই এ আগুন লাগায় অবস্থার অবনতি হয় বলে জানা যায়। মিলটিতে কাজ করত প্রায় ৪ হাজার কর্মী। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। তিন ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিভিয়ে ফেলা হয় বলে মিলের পক্ষ থেকে জানা যায়। মিল এলাকায় গিয়ে দেখা গেল মিলের ভিতরে যেখানে আগুন লেগেছে সেখানের চারদিক পুড়ে কাল হয়ে গিয়েছে। পোড়া গন্ধে টেকা দায় মিল চত্বরে। আগুন লাগার কারণ জানা যায় নি।

নিবেদিতা সেতুর টোল প্লাজায় পুলিশ ও চালকদের হাতাহাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বালি নিশ্চিন্দা নিবেদিতা টোল প্লাজার কাছে ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের বাইরে বেআইনি ভাবে ভারি যানবাহন পার্কিং করাকে কেন্দ্র করে গাড়ির চালক এবং পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে হাতাহাতি শুরু হলে এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয় বলে জানা যায়। ভারি যানবাহনের চালকরা দুই পুলিশ কর্মীকে আক্রমণের চেষ্টা করায় অন্য ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা ছুটে এসে পরিস্থিতি সামাল দেন এবং দুই চালককে আটক করে বালি ট্রাফিক বিভাগে নিয়ে আসেন। পরে ঘটনার কথা জানতে পেরে চালকরা দলবল নিয়ে বালি ট্রাফিক বিভাগে এসে আটক দুই চালককে ছাড়িয়ে নিতে যাওয়ার জন্যে ভিতরে ঢুকবার চেষ্টা করলে কর্মরত এক সিভিক ভলেন্টিয়ার বাধা দিলে গাড়ির চালকরা তাকে ধাক্কা মেরে ভিতরে ঢুকে যান, এবং ডিউটিতে রত অন্য সমস্ত পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করেন। বিষয়টির কথা জানতে পেরে পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মীরা ছুটে এসে পরিস্থিতির সামল দেন বলে জানা যায়। অন্যদিকে গাড়ির চালকসহ কর্মীরা বেআইনীভাবে টাকা আদায়ের অভিযোগ তোলেন পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে। আর এই বেআইনি অর্থ তোলার প্রতিবাদ করাতেই পুলিশ কর্মীদের এত গোঁসা বলে জানান ভারি যানবাহনের চালকরা।

নার্স নিয়োগের দাবি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি : নার্স এবং চিকিৎসক নিয়োগের দাবি উঠলো বীরভূম জেলার রাজগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চারজন নার্স থাকার কথা থাকলেও আছে মাত্র দুইজন নার্স। একজন নার্স মাতৃত্বকালীন, অন্য নার্স পুজো থেকে অসুস্থতার জন্য ছুটিতে আছে। ভরসা বলতে একমাত্র চিকিৎসক অভিষেক বিশ্বাস। ৪ঠা নভেম্বর সকালে রাজগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়েছিলেন মুরারই–১ ব্লকের বিডিও তপনকুমার হালদার। সন্ধ্যা হলে মেলে না পরিষেবা বলে ক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের। ঝাড়খন্ড, বীরভূমের ৫০টি গ্রামের মানুষজন এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল।

মুকুলকে কটাক্ষ অনুব্রতর

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া মুকুল রায়কে 'কুলআটি' বলে কটাক্ষ করলো বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডল। ১০ই নভেম্বর বিকালে রাজনগর গোহাট প্রাঙ্গনে তৃণমূলের উদ্যেগে আয়োজিত জনসভায় মুকুল রায়কে 'কুলআঁটি' বলে উল্লেখ করে বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডল বলে, 'ওর জন্য দলের কোনো ক্ষতি হবে না। আমরা মানুষের সঙ্গে আছি, রাজনগরে উন্নয়ন হয়েছে। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরাই আসবো আবার ক্ষমতায়। প্রতিশ্রুতি নয় উন্নয়ন হয়েছে বাংলায়।' জনসভায় অনুব্রত মন্ডল ছাড়াও উপস্থিত ছিলো রানা সিংহ, দুই বিধায়ক নরেশচন্দ্র বাউড়ি, অশোক চ্যাটার্জি প্রমুখ। ইলামবাজার, আউশগ্রামে জনসভা করেন বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডল।

শিশুদিবসে একটি গাছ একটি প্রাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর জন্মদিন ও শিশু দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনা সোনারপুর এলাকায় বিডি ইন্টারন্যাশানাল স্কুলে ছাত্র ও ছাত্রীরা এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল

একটি গাছ ও একটি প্রাণ। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বিজয়া চৌধুরী বলেন, আমরা স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশুনা মধ্যে এই শিক্ষা দিতে চাই গাছেরও প্রাণ আছে । সুতরাং আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানে গাছের ডালপালা কাটলে যে রক্ত বেরোয় তা আমরা অনুভব করতে পারি না। তাদেরও কষ্ট হয়। সেই কারণে গাছের ডালের উপরে জড়ানো আছে একটি প্লাসটিক টেপ তার গায়ে রক্ত মাখা। এটাই প্রদর্শিত করছি গাছ কাটলে তাদের শরীর থেকে রক্ত ঝরে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ ডেপুটি কমান্ডের অধিকারিক।

পকেটমার কে ধরলো রেলযাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ এক পকেটমার কে হাতেনাতে ধরলো সাধারণ রেলযাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বিকালে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বালিগঞ্জ ষ্টেশনে। এদিন ডাউন নামখানা লোকালে পকেট মারার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় সিরাজুল বৈদ্য নামে এক যুবক। তাকে জনসাধারণ বালিগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়ে উত্তম মধ্যম দেওয়ায় পর তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ,একটি মানিব্যাগ,গাঁজা এবং কলকে পাওয়া যায়। পকেটমারের বাড়ি রায়দিঘি থানা এলাকায়। জনসাধারণ পকেটমার কে উত্তম মধ্যম দেওয়ার পর বালিগঞ্জ রেল পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

আর্সেনিক মুক্ত প্রকল্পের দূষিত জলে নষ্ট হচ্ছে কৃষিও পরিবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির বজবজ–২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত এশিয়ার বৃহত্তম আর্সেনিক মুক্ত জল প্রকল্প লাগোয়া এলাকায় প্রকল্পের দূষিত বর্জ্য জল নিষ্কাষণের ব্যবস্থা না থাকায় দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার মানুষ সমস্যায় ভুগছেন। উত্তর–দক্ষিণ ও মধ্য রায়পুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ ডোঙাড়িয়ার বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষি জমিতে সারা বছরই এক হাঁটু জল জমে থাকে। কৃষি কাজ না হওয়ায় হোগলা ভর্তি হয়ে গিয়েছে। অনেকের বাস্তু জমিতে বর্ষার সময় জল উঠে পড়ে। গত ১৫ নভেম্বর ডোঙাড়িয়া চৌরাস্তায় কৃষি ও পরিবেশ রক্ষা কমিটি বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছিল। বিষয়টি লিখিত আকারে উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্তাদেরও জানানো হয়েছিল। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টি দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রাওকে দেখতে বলেন।

গত ১৫ নভেম্বর বজবজ–২ নম্বর ব্লকের বিডিও জ্যোতি প্রকাশ হালদার, সভাপতি স্বপন রায়, জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, সাংসদের প্রতিনিধি শ্রীমন্ত বৈদ্য সহ জনস্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা প্রকল্প এলাকা ঘুরে দেখেন। এবং কৃষি ও পরিবেশ রক্ষা কমিটির সঙ্গে কথা বলেন। জনপ্রতিনিধি ও সরকারি আধিকারিকদের সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতিতে ওইদিন কোনো বিক্ষোভ সমাবেশ হয়নি। সাংসদের প্রতিনিধি শ্রীমন্ত বৈদ্য বলেন, আগামী ২৪ নভেম্বর দফতরের ইঞ্জিনিয়াররা আসছেন। প্রকল্পের দূষিত জল নিষ্কাশনের স্থায়ী সমাধানের প্রকল্প রচনা করা হবে। ইতিমধ্যেই প্রকল্প লাগোয়া খাল সংস্কার শুরু হয়েছে। বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় বলেন, খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধান করা হবে।

ফোন না মেলায় আত্মহত্যা কিশোরীর

পার্থ ঘোষ, বারাসত : বাবা মায়ের কাছে ফোন চেয়েছিল মেয়েটি কিন্তু অভাবের সংসারে নতুন ফোন না মেলায় বছর ১৭–র সঙ্গীতা ওঝা আত্মহননের পথ বেছে নেয়। মঙ্গলবার রাত্রে ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে সে। অশোকনগর থানার অন্তর্গত এজি কলোনিতে থাকতেন ভবরঞ্জন ওঝা ও তার স্ত্রী ডলি ওঝা। অভাবের সংসারে তিন কন্যা ও এক পুত্রসহ কোনওরকমে দিন গুজরান করত ভবরঞ্জন। ছোট মেয়ে এই সঙ্গীতা দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ত। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হাবড়ায় প্রাইভেট টিউশন পড়তে গিয়েছিল সঙ্গীতা। বাড়িতে ফিরে সে জানায় তার মোবাইল খোয়া গিয়েছে। অতএব নতুন ফোন কিনে দিতে হবে তাকে, এ মর্মে বাবা মার কাছে পীড়াপিড়ি করতে থাকে সে। কিন্তু পরীক্ষার কথা ভেবে তৎক্ষণাৎ ফোনের ব্যাপারে পুরোপুরি না করেন বাবা ভবরঞ্জন ওঝা। আর তার মাও মেয়েকে বোঝাতে থাকেন। কিন্তু কোনও কথাই সে বলে না। নিজের ঘরে গিয়ে শেকল তুলে দেয় সে। বাড়ির সকলে ভাবে রাগ কমে গেলে স্বাভাবিক হবে সঙ্গীতা। তাই রাত্রে তাকে কেউ বিরক্তও করে না। রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ ভবরঞ্জনের স্ত্রী ডলির ঘুম ভাঙে, জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখেন ছোট মেয়ের ঘরে আলো জ্বলছে এবং ছোটমেয়ে ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে। এ দৃশ্য দেখে চিৎকারে সকলে ছুটে আসে ও দরজা ভেঙে সঙ্গীতাকে নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা মৃত বলে ঘোষণা করে। পরদিন সকালে সঙ্গীতার বন্ধু এসে সঙ্গীতার পুরনো ফোন দিয়ে যায় এবং বলে সঙ্গীতাই সেটা রাখতে দিয়েছিল। একটি স্মার্ট ফোনের জন্য এমন আত্মহনন এলাকায় সকলে হতবাক। সঙ্গীতার ঘর খুঁজে কোনও সুইসাইড নোট না পাওয়ায় অভিযোগও দায়ের হয়নি।

বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ডেঙ্গুর লার্ভা মেলায় উদ্বিগ্ন বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া পুর নিগমের তৎপরতায় বাড়াবাড়িকে লাগাম টানতে উদ্যোগী হয়েছেন এলাকার প্রশাসনিক কর্তারা। এবারের ডেঙ্গু অভিযানের উৎস হল বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতাল ও হাসপাতালের বাইরের বিশাল এলাকা জুড়ে জলাজমিতে ভরাট জায়গা। আর সেখানেই জন্মাতে পারে ডেঙ্গুর লার্ভা। সেই অনুমানকে ভিত্তি করে মশার লার্ভা নিধন যজ্ঞে সামিল হয়েছেন এলাকার প্রশাসনিক কর্তারা। পুর আধিকারিক ভাস্কর ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয় বলে জানা যায়। ডেঙ্গুর লার্ভা সহ সহ সাধারণ লার্ভগুলিকেও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে হাসপাতাল চত্বর থেকে বলে জানা যায়। ছড়ানো হয়েছে ব্লিচিং পাউডার সহ মশা মারার তেল। ধোঁয়া মেশিন দিয়ে সমস্ত এলাকায় মশা মারা ধোঁয়া ছড়ানো হয়েছে বলেও জানা যায়। কিছুদিন আগে হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল, নবান্নর আশেপাশের এলাকাসহ হাওড়া স্টেশন চত্বরেও অনুরূপভাবে মশা মারার তেল ছেটান হয়েছে। ছড়ানো হয়েছে ব্লিচিং পাউডারও।

কোমাগাটামারু স্মরণে বজবজে ত্রিতল জাহাজ আকৃতির মিউজিয়াম

কুনাল মালিক : বজবজে কোমাগাটামারুর নৃশংস ঘটনার স্মরণে ভারত সরকার একটি ত্রিতল জাহাজ বাড়ির আকৃতির মিউজিয়াম নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিমধ্যেই কোমাগাটামারু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট গঠন করে মিউজিয়ামের নক্সা তৈরি হয়েছে। পার্লামেন্টারি কমিটি মিউজিয়াম নির্মাণের দায়িত্ব পোর্টট্রাস্টকে অর্পণ করেছে এবং মোট ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। বজবজ পুরসভা ইতিমধ্যেই এনওসি দিয়েছে দ্রুততার সঙ্গে। সূত্রের খবর ওই জাহাজবাড়িটিতে ১৪০ আসন বিশিষ্ট একটি বাতানুকূল অডিটোরিয়াম তৈরি হবে। যেখানে বজবজের নানা প্রাচীন ইতিহাস তুলে ধরা হবে। বজবজ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা আঞ্চলিক ইতিহাসে গবেষক গণেশ ঘোষ কোমাগাটামারু সম্পর্কে জানালেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কোমাগাটামারু জাহাজের শিখ যাত্রীদের কানাডা থেকে বিতাড়িত করে ভারতে তাদের ফিরিয়ে দিতে বজবজে অবতরণ করায় ১৯১৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর। পূর্বাহ্নে বজবজ রেল স্টেশনে একটি পাঞ্জাব মেল রেখে যাত্রীদের ওই ট্রেনে পাঞ্জাব বলে যাওয়ার নির্দেশ দেয় ইংরেজ সরকার। কানাডায় ওইসব যাত্রীদের প্রায় ৬ মাস জলবন্দী করে খাদ্য পানীয় না দিয়ে প্রচুর শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দিয়েছে। এমনকি যুদ্ধ জাহাজ ভিড়িয়ে দিয়ে যাত্রী সমেত জাহাজটিকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করেছে ইংরেজ সরকার। ইংরেজরা এদের ভয়ঙ্কর 'গদর' পার্টির সদস্য ভেবে বরাবরই জুলুম করে এসেছে।

এবার অনিচ্ছুক যাত্রীদের ট্রেনে না চড়ার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম থেকে গোরা সৈন্য এনে তাদের ওপর আক্রমণ করে। সরকারি মতে ২০ জন নিহত হলেও, ৫০ জনের একটি তালিকা পাওয়া গিয়েছে। এদের নেতা বাবা গুরুজিৎ সিং এবং তার সাত বছরের সন্তানকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অন্যান্য যাত্রীরা অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই সব বীর শিখ যাত্রীদের স্মরণে বজবজের সেই বদ্ধভূমিতে নির্মিত হয়েছে শিখদের প্রিয় সাথী কৃপাণ আকৃতির এক অনন্য মনুমেন্ট। যেটি তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ১৯৫২ সালের ১ জানুয়ারি সূচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, পূর্তমন্ত্রী বিজয় সিংহ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায়, বাবা গুরজিৎ সিং প্রমুখ। কোমাগাটামারুর ঘটনার শতবর্ষে পূর্বরেল ইতিমধ্যেই বজবজ রেল স্টেশনের নামকরণ করেছে

কোমাগাটামারু বজবজ।

গণেশবাবু বলেন, ভারত সরকারের উদ্যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গণেশবাবুর দাবি, কোমাগাটামারু স্মারক মিউজিয়ামে বজবজ কেল্লার প্রাচীন কিছু কামান যেন শোভা পায়। সেই সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, কাজি নজরুলের স্মৃতিতে পদধূলি ধন্য বজবজের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের সামনে যেন তুলে ধরা হয়। হেরিটেজ শহর হওয়ার বড় সম্ভাবনা আছে বজবজের।

অপহরণের গল্প ফেঁদে গ্রেফতার ২

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : সোনারপুরের এক কলেজ ছাত্র ফোন করে তার মাকে জানায় তাকে অপহরণ করা হয়েছে। অপহরণকারীরা চাইছে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। যদি দিতে না পারো তাহলে মেরে ফেলবে। পর মুহূর্তে মা রেনুকা রায় সোনারপুর থানায় অপহরণের ডায়েরি করে। পুলিশ সূত্রের খবর– সোনারপুরের গোবিন্দপুরে একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র সন্দীপ রায়। তার মোবাইল ফোনে মাকে জানিয়েছিল যে তিন জন মিলে তাকে অপহরণ করেছে। কিন্তু পুলিশ খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারে সেরকম ঘটনা ঘটেনি। বারুইপুর জেলা পুলিশের সুপার অরিজিৎ সিংহের কথায় দুটি বিষয় আমাদের সন্দেহ হয়েছিল। সাধারণত অপহরণকারীরা এই ধরনের ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা মাপ করে চায় না। এরা দু লাখ তিন লাখ বা চার লাখ টাকা চায়। এরপর সন্দীপ এক ঘন্টা বাদে ফের মাকে ফোন করে বলে অপহরণকারীরা ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা চাইছে। নরেন্দ্রপুর মিশনপল্লী বাড়ির কাছে মাকে টাকা নিয়ে আসতে বলে সন্দীপ। এইভাবে ক্রমে পুলিশের সন্দেহ বাড়ে। কারণ পেশাদার অপহরণকারীরা সাধারণত বাড়ির কাছে বা জানাশুনো জায়গা থেকে টাকা নেয় না। এরপর সোনারপুর থানা পুলিশ মোবাইল টাওয়ারের লোকেশন খুঁজতে শুরু করে দেয়। এরপর মোবাইল টাওয়ারের লোকেশনে দেখা যায় সন্দীপ পাটুলিতে আছে। পাশাপাশি সন্দীপের বন্ধু বান্ধবদের জিজ্ঞাসা করে উকিলা অঞ্চলের জুলফিকার মোল্লা নামে সন্দীপের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর খোঁজ মেলে। পুলিশ জুলফিকারের বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দেয়। জুলফিকার বলে সন্দীপ বেশ কয়েক বছর ধরে পরিচিত ও বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে টাকা ধার করে অনলাইনে জামা জুতো প্যান্ট ঘড়ি ইত্যাদি কিনছিল। এই ভাবে চলতে গিয়ে সন্দীপের লক্ষাধিক টাকা দেনা হয়ে গিয়েছে। এই টাকা শোধ করার জন্য সন্দীপ তার মায়ের কাছে পুরোপুরি ফিল্মি কায়দায় অপহরণের গল্প ফেঁদেছিল। শেষ রক্ষা হোল না। সন্দীপ যে সময় তার মাকে ফোন করে জুলফিকার পাশেই ছিল। এরপর পুলিশ টোপ দেয় জুলফিকারকে দিয়ে ফোন করিয়ে। জানা যায় সন্দীপ নিউ গড়িয়ায় এক বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। এরপর পুলিশ গিয়ে নিউ গড়িয়ায় বন্ধুর বাড়ি থেকে সন্দীপ কে পাকড়াও করে। জুলফিকার ও সন্দীপকে বহু বার জেরা করে জানা যায় বাজারের ধার ছাড়া দুই বন্ধু বাড়তি কিছু টাকা নিজেদের কাছে রাখার পরিকল্পনা ছিল। জেলা পুলিশের এক অধিকারিক জানায় মিথ্যে গল্প ফাঁদার জন্য সন্দীপ ও জুলফিকারকে গ্রেফতার করে হয়েছে।

সামান্য বৃষ্টিতেই নাজেহাল ক্যানিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিংঃ নিম্নচাপের জেরে সামান্য বৃষ্টিতেই নাজেহাল ক্যানিংবাসী। বাস, ট্রেন, অটো, ভ্যান, টোটো ধরে যাতায়াত দুর্বিসহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দশমশ্রেণির স্কুলছাত্র মৈনাক মজুমদার দুঃখের সঙ্গে জানায় শুক্রবার সকালে ট্রেন ধরার জন্য ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডে টোটো থেকে নেমে ক্যানিং ষ্টেশনে যাওয়ার সময় রাস্তায় জমা জলে স্কুল ব্যাগ পড়ে গিয়ে মুল্যবান কাগজ পত্র নষ্ট হয়ে যায়। অন্যান্য নিত্য যাত্রীদের অভিযোগ রেল কিংবা স্থানীয় রাজনৈতিক প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা এমন নাজেহাল পরিস্থিতি দেখে ও কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। অথচ ইংরেজ আমলের সুন্দরবনের অন্যতম প্রবেশদ্বার, এই ক্যানিং স্টেশন রেলদফতর মডেল ষ্টেশন ঘোষণা করলেও বদলায়নি পরিস্থিতি। অগত্যা নিরুপায় হয়ে কাদাজল মাড়িয়ে যাতায়াত করতে হয় সাধারণ মানুষজনদের। যদি ও মাতলা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তপন সাহা বলেন আমার পঞ্চায়েতের উদ্যোগে একাধিক বার জলনিকাশী নালা এবং রাস্তা পরিষ্কার করেছি।ক্যানিং ষ্টেশনে যাওয়ার প্রতিটি রাস্তা জলকাদা নোংরা আবর্জনায় ভর্তি অথচ রেলের জায়গায় রেল কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না।

খবর না করার জন্য টোপ ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ক্যানিং ঃ –করাত দিয়ে তালা কেটে ব্যাঙ্কের কর্মীদের ঢুকতে হল ব্যাঙ্কে । ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং মহকুমার বাসন্তীর ভাঙনখালি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখায়। এদিন সকাল ১০ নাগাদ ব্যাঙ্ক খুলতে গিয়ে ব্যাঙ্কের কর্মীরা অবাক

পকেটে চাবি না থাকায় । এদিকে ব্যাঙ্কের সামনে প্রচুর গ্রাহক। অগত্যা উত্তেজনা যাতে সৃষ্টি না হয় তার জন্য স্থানীয় মানুষজনের সহায়তায় ব্যাঙ্কের তালা করাত দিয়ে কেটে গ্রাহক পরিষেবা শুরু হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভাঙনখালি এসবিআই এর শাখা থেকে সঠিক ভাবে পরিষেবা পান না গ্রাহকরা। ম্যানেজারের খামখেয়ালীর জন্য অতিষ্ট গ্রাহকরা।

এ বিষয়ে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার সারনাথ ঘোষ কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, না না এসব মিথ্যা কথা। পরে চাপে পড়ে ঘটনার কথা স্বীকার করে বলেন, প্লিজ এসব খবর করবেন না। আপনার যদি কোনও ব্যাঙ্কিং সমস্যা হয় আমার কাছে আসলে সমাধান করে দেব। দয়া করে এসব খবর করবেন না। আপনি আমার ফোন নম্বর রেখে দিন আপনাকে সুযোগ করে দেব।

দীনসেবায় ডাক্তার অভ্রশ্রীর প্রাণপাত

মেহেবুব গাজী, ফ্রেজারগঞ্জঃ জন্ম বর্ধমানের কাটোয়া লাগোয়া প্রত্যন্ত গ্রামে। বেড়ে ওঠা বর্ধমান শহরের গোলাপবাগ এলাকায়। সম্পন্ন কৃষক পরিবারের সন্তান। কিন্তু ছোট বয়সে প্রিয় কাকিমার মৃত্যু হয়েছিল কার্যত বিনা চিকিৎসায়। সেই থেকে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখা শুরু ও পরে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ব্রত নেওয়া। সেই সংকল্পে এগিয়ে চলেছেন বছর তিরিশের অভ্রশ্রী কুণ্ডু। চক্ষু চিকিৎসক অভ্রশ্রী চিকিসা পরিষেবা ও বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে বেছে নিয়েছেন সুন্দরবনের ফ্রেজারগঞ্জ এলাকার জেলেপাড়াকে। এবছর স্বাধীনতা দিবসের দিন থেকে ফ্রেজারগঞ্জের মৎস্যজীবী পাড়ায় নিয়মিত চিকিৎসা

পরিষেবা দিতে আসছেন অভ্রশ্রী।

বর্ধমানের স্কুলের পাঠ শেষ করে কলকাতায় চলে আসা। তারপর ম্যানেজমেন্টের পাঠ নিয়ে হায়দ্রাবাদ চলে যান অভ্রশ্রী। সেখানে বিখ্যাত এলভি কলেজ থেকে মেডিক্যালে ব্যাচেলার ডিগ্রি অর্জন করে। পরে কলকাতায় ফিরে এসে বিখ্যাত রেটিনা সার্জেন রূপককান্তি বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করেন। তখন থেকেই যুক্ত এক বেসরকারি চোখের হাসপাতালের সঙ্গে। এখন কলকাতার বাসিন্দা অভ্রশ্রী। শহরের বাসিন্দা হয়েও অভ্রশ্রীর নজর পিছিয়ে পড়া মানুষের থেকে কখনই সরেনি । গত বছর শীতের সময় ঢাকুরিয়া ও বালিগঞ্জ এলাকার কয়েকজন নিরাশ্রয় প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়াকে শীতবস্ত্র তুলে দেন। পাশাপাশি বড়দিনের কেকও দিয়েছিলেন। এরপর পরিচিতিদের মুখ থেকে ফ্রেজারগঞ্জের জেলেপাড়ার মানুষদের দুর্দশার কথা শোনেন তিনি। সেই কথা শুনেই ফ্রেজারগঞ্জ চলে আসেন কয়েকজন চিকিৎসক বন্ধুকে নিয়ে।

ফ্রেজারগঞ্জের জেলেপাড়ার শিশু থেকে বয়স্ক সবার দুর্দশা দেখে তাদের জন্য কিছু করার ভাবনা বেড়ে যায় অভ্রশীর। স্বাধীনতা দিবসের দিন চিকিৎসক বন্ধু দিলীপ বিশ্বাস, সুব্রত মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রেজারগঞ্জে প্রথম চিকিৎসা শিবির করেন। এলাকার মানুষের আর্তি শুনে ধারাবাহিক শিবির করার ভাবনা। দুর্গাপুজোর পর আবারও শিবির করেছেন। এবার প্রচুর ওষুধও তুলে দিয়েছেন অসহায় মানুষদের হাতে। এছাড়া স্কুলছুটদের পুনরায় পড়াশোনায় ফেরানোর জন্য স্কুলব্যাগ, খাতা, রঙ পেন্সিলও তুলে দিয়েছেন শতাধিক স্কুলপড়ুয়াকে।

তথ্যপ্রযুক্তিতে কাজ করা কয়েকজন বন্ধু ও চার বছরের বিবাহিত স্ত্রী পুজা অভ্রশ্রীর সহযোগিতা করছেন। গড়ে তুলেছেন এন্টালি নিউ হোফ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। নিজের ভাবনা নিয়ে অভ্রশ্রী বলেন, এখন শুধু চিকিৎসা শিবির করছি। ভবিষ্যতে সুন্দরবন এলাকায় ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসকদল নিয়ে পরিষেবা দিতে দিতে চাই। সেখানে ছোটখাট সার্জারির ব্যবস্থা থাকবে। কারণ ওই এলাকার অনেক মানুষ শহরে এসে অপারেশন করাতে পারেন না। কিন্তু আমরা তাদের দোরগোড়ায় যাব।

দাঁতনে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা সভা

সূর্য নন্দী : গত ১১ নভেম্বর শনিবার দাঁতন টাউন লাইব্রেরিতে লোকসংস্কৃতি ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ক একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল। উদ্যোগে দন্তভুক্তি পুরাতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র। লুপ্তপ্রায় ললিতা শবর পালা নিয়ে আলোচনা করলেন তরুণ সিংহ মহাপাত্র, একটি প্রত্নমূর্তি নিয়ে শৈব ভাবনা নিয়ে আলোচনা করলেন বিশ্বজিৎ ঘোষ, এই অঞ্চলে নারী জীবনের চালচিত্র নিয়ে আলোচনা করলেন বরুণ মাইতি এবং সরশঙ্কা দীঘি সংলগ্ন মন্দির ও বাজার নিয়ে আলোচনা করলেন অতনুনন্দন মাইতি। বিশেষজ্ঞ ও মুখ্য বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়ামের সহকারী কিউরেটার লোক গবেষক ড. দীপক কুমার বড়পন্ডা। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ মিশ্র। সমগ্র অনুষ্ঠানটি/সভা সঞ্চালনা করেন সূর্য নন্দী। সংগঠনের সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ জানান, প্রায় ৪ ঘন্টা সভাটি চলেছে এবং প্রায় ৬০ জন উৎসাহী মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ১৮ নভেম্বর – ২৪

মুকেশ–লক্ষ্মীর হাত ধরে কী তবে শিল্পলাভ

বিলেত ভ্রমণ বাংলার রাজনীতিতে নতুন কিছু নয়। রাজ্যের অনেক কাণ্ডারী–ই বিদেশ সফরে গিয়েছেন বা যাচ্ছেন। তবে বিদেশ ভ্রমণে একটা সময় সিদ্ধহস্ত ছিলেন রেকর্ডকালীন সময়ের জন্য রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী থাকা জ্যোতি বসু। সর্বহারার নেতার এই বিদেশ বিলাসিতা সেসময় বিরোধীদের হাতে প্রচারের বড় অস্ত্র হয়ে উঠেছিল। তাঁরা বলতেন, জ্যোতিবাবু এতবার বিদেশ যাচ্ছেন, ইংল্যান্ড–আমেরিকা পাড়ি জমাচ্ছেন অথচ রাজ্যের শিল্পের ভাঁড়ার একরকম শূন্য। বরং বিধান রায়ের আমলে গড়ে ওঠা সোনার বাংলাকে জ্যোতি বসুর দীর্ঘদিনের শাসন শিল্প বন্ধ্যা করে তুলেছিল বলে তখন কথায় কথায় অভিযোগ তুলত বিরোধীরা। বস্তুত জ্যোতি বসুর বিলাসবহুল জীবনযাত্রা ও বিদেশ সফর তখন মিলেমিশে একাকার হয়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গটা উঠছে ঠিক তখনই যখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশ সফরে গিয়েছেন। যথারীতি সফরের সুখ্যাতি করছেন শাসক দলের কর্তাব্যাক্তিরা। আর বিরোধীদের গলায় নিন্দার সুর। রাজ্যে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবের সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর এভাবে বিদেশ যাত্রাকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছেন না কং–বাম বা বিজেপি নেতারা। বাদ যাচ্ছেন না সদ্য বিজেপিতে নাম লেখানো (এখনও ঘাসফুলের সোঁদা গন্ধ লেগে রয়েছে তার শরীরে) মুকুল রায়ও। কিন্তু বক্তব্য হল, বিরোধীরা না হয় বিরোধিতা করার জন্য বলছেন। সত্যি কী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বিদেশ যাত্রার সুফল কুড়াতে পারবে রাজ্য? আশা একটু জেগেছে এজন্যই যে ভগিনী নিবেদিতাকে ঘিরে অনুষ্ঠানের অবকাশে হঠাৎ করেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বিশ্বখ্যাত ভারতীয় শিল্পপতি লক্ষ্মী মিত্তলের বাড়ি হাজির হয়েছেন সর্পার্ষদে। তাঁকে বুঝিয়ে বাঝিয়ে কিছু কী ঝুলিতে ভরতে পারবেন রাজ্যের পালাবদলের নেত্রী? কারণ গত ৬ বছর ধরে এমন অনেক শিল্প আনার উদ্যোগ আমাদের চোখে পড়েছে। কিন্তু কাজের কাজ হয়েছে লবডঙ্কা। রাজ্যের ভাঁড়ারে গত কয়েকবছরের ট্র্যাডিশন বজায় রেখে জোটেনি কোনও নতুন শিল্প–বাণিজ্য। ন্যুনতম আশ্বাসটুকু পর্যন্ত মেলে নি। রাজ্যের বাণিজ্যিক উন্নয়নের গ্রাফ যে চড়চড় করে ওপরের দিকে উঠবে তার জো নেই মোটেই। কারণ নতুন করে কোনও কলকারখানা যেমন গড়ে ওঠেনি এই শিল্প বন্ধ্যা বাংলায় তেমনই চালু শিল্পগুলিও ওষ্ঠাগত শাসকদলের দাদা তথা সিন্ডিকেটের তাণ্ডবে। তাঁদের মধ্যে অনেকে নাকি এই রাজ্য থেকে পাততাড়ি গুটানোর কথা পর্যন্ত ভেবে বসে আছে। এরমধ্যে যে পর্যটন শিল্পের ওপর অনেক ভরসা ছিল পালাবদলের সরকারের সেই জায়গাতেও কার্যত কালিদাস হয়ে বসে পশ্চিমবঙ্গ। অথচ প্রথম থেকেই এই সরকারের জনপ্রিয় বাণী হল জঙ্গলমহল আর পাহাড় হাসছে। সেই সাধের জঙ্গলমহল নেহাত সামরিক বাহিনীর হাত ধরে শান্ত রয়েছে। অনায়াসে যাকে তুলনা করা যায় শ্মশানের স্তব্ধতার সঙ্গে। তাও ওই কথায় বলে না আশায় মরে (এক্ষেত্রে বাঁচে বলাটাই শ্রেয়) চাষা। তাই বিদেশ সফরে লক্ষ্মী মিত্তল, আর তার অব্যহিত আগে মুকেশ আম্বানির বাড়ি দিদির পদার্পণ দুটোই ভাবাচ্ছে আবেগপ্রবণ বাঙালিকে।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

এই সংস্কারগুলির হাতে সে যন্ত্রতুল্য হইবে, এগুলি তাহাকে জোর করিয়া মন্দ কার্যে প্রবৃত্ত করিবে। এইরূপে যদি কেহ ভাল বিষয়ে চিন্তা করে এবং ভাল কাজ করে, সংস্কারগুলির সমষ্টি ভালই হইবে এবং অনুরূপভাবে ঐগুলি অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঐ ব্যক্তিকে সৎকার্যে প্রবৃততে করিবে। যখন মানুষ এত বেশি ভাল কাজ করে এবং এত বেশি সৎ চিন্তা করে যে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার প্রকৃতিতে সৎ কার্য করিবার অদম্য ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তখন সে কোন অন্যায় কার্য করিতে ইচ্ছা করিলেও ঐ সকল সংস্কারের সমষ্টি স্বরূপ তাহার মন তাহাকে উহা করিতে দিবে না। সংস্কারগুলিই তাহাকে মন্দ কর্ম হইতে ফিরাইয়া আনিব, সেতখন তাহার সৎ সংস্কারগুলি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হয়। যখন এইরূপ হয়, তখনই সেই ব্যক্তির চরিত্র গঠিত হইয়াছে বলা যায়।

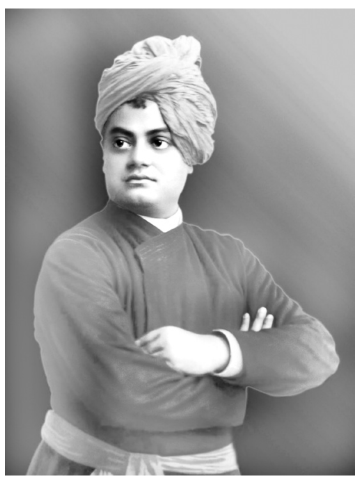

যেমন কূর্ম তাহার পা ও মাথা খোলার ভিতরে গুটাইয়া রাখে–তাহাকে মারিয়া ফেরিতে পার, খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে পার, তথাপি পা ও মাথা বাহিরে আসিবে না, তেমনি যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তিগুলি সংযত হইয়াছে, তাহার চরিত্রও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সে তাহার অন্তরিন্দ্রিয়গুলি সংযত করিয়াছে, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছুই সেগুলিকে বহির্মুখী করিতে পারে না। এরূপ নিরন্তর সচ্চিন্তার প্রতিক্রিয়া দ্বারা শুভ সংস্কারগুলি তাহার মনের উপরিভাগে সর্বদা আবর্তিত হওয়ায় সৎকর্ম করিবার প্রবণতা প্রবল হয়, তাহার ফলে এই হয় যে, আমরা ইন্দ্রিয়গুলি (জ্ঢানেন্দ্রিয়ের যত্ন ও স্নায়ুকেন্দ্র) জয় করিতে সমর্থ হই। এভাবেই চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই মানুষ সত্য লাভ করিতে পারে।

এরূপ লোকই চিরকালের জন্য নিরাপদ, তাহার দ্বারা কোন অন্যায় অশুভ কার্য সম্ভব হয় না। তাহাকে যেরূপ সঙ্গেই রাখ না কেন তাহার কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই।

ফেসবুক বার্তা

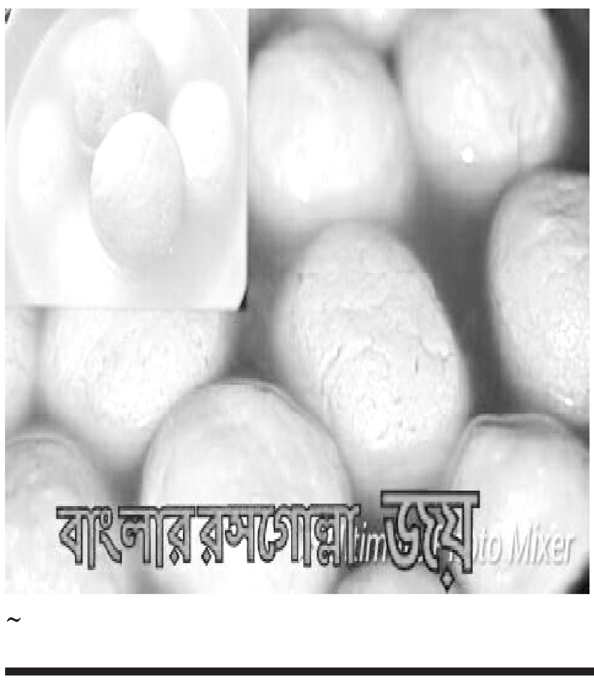

নগ্ন প্রশাসনের শেষ সান্ত্বনা অবাধ্য কার্টুনিস্টের জেল!

নির্মল গোস্বামী

তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলি জেলার এক দরিদ্র খেতমজুর মহাজনের কাছ থেকে ঋণ করেছিল। ঋণ শোধ না করতে পারার জন্য বার বার হেনস্থা হতে হয় মহাজনের হাতে। মহাজনের চাপ সহ্য সীমার বাইরে চলে গেলে ওই খেতমজুর জেলা শাসকের কাছে ছ'ছবার পিটিশন দিয়ে সুরাহা চেয়েছিল—কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। অবশেষে জেলা শাসকের অফিসের সামনে ওই দম্পতি দুটো মেয়ে নিয়ে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। এ খবর কিন্তু সারা দেশ সেদিন জানতে পারে নি। জানতে পারল কখন না যখন ফ্রিল্যান্স কার্টুনিস্ট বালা এই দুর্ঘটনায় দগ্ধ হয়ে একটি কার্টুন এঁকে ফেসবুকে ছড়িয়ে দিল। মুহূর্তে ৬০ হাজার ফলোয়ার্সের মোবাইলে তা ভাইরাল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। কার্টুনটা ছিল এই রকম একটি বাচ্ছা ছেলে রাস্তায় জ্বলছে আর ডিএম, সিএম ও পুলিশ কমিশনার উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে টাকার বাণ্ডিল দিয়ে তার লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করছে। বাঃ বাঃ ধন্যবাদ বালা ওই ঘটনার এতো ভালো অভিব্যক্তি আর হতে পারে না। যথার্থ আঙ্গিকে এতো ভালো কার্টুন আঁকার পুরস্কার পেল বালা। পুলিশ যথারীতি তাঁকে গ্রেফতার করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী থেকে পার্টির কর্মকর্তা সকলেই এর প্রতিবাদ করেছে। বলেছে সব জিনিসের একটা সীমারেখা থাকা দরকার। শিল্পের নামে সাংবাদিকতার নামে যা ইচ্ছা তাই করা যায় না। তাই প্রশাসনের তরফ থেকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০১ ধারায় মামলা করা হয়েছে কার্টুর্নিস্টের বিরুদ্ধে। কার্টুনের ছবিতে পোশাক থাকল কি না থাকল তাতে কি যায় আসে? এতে নাকি সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গের মানহানি হয়েছে। আমরা সাধারণ ভাবে তাদের সম্মান জানাই, যারা নিজের কর্তব্য কাজ যথাযথ ভাবে পালন করে। সমাজ বা রাষ্ট্র দ্বারা ন্যস্ত দায়িত্ব কেউ যদি পালন না করে তবে তাকে কর্তব্যে অবহেলা বলা হয়। কর্তব্যে অবহেলা করলে তা অপরাধ বলে পরিগণিত হয়। এবং তা শাস্তিযোগ্য। এক্ষেত্রে বিচার করে দেখা যাক বালা (কার্টুনিস্ট) অহেতুক সম্মানহানি ঘটিয়েছ কি না। একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করেন। প্রশাসনের ভালোমন্দ সব দায় সাংবিধানিকভাবে তাঁর। জেলা শাসক একটা জেলার সর্বময় কর্তা। আর পুলিশ কমিশনার রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন।

ভারতের মতো কল্যাণকামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কাউকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া আইনত অপরাধ। এবং তা শাস্তিযোগ্য। আবার এখন কেউ সুদ খাটানোর ব্যবসাও করতে পারে না। ঋণ আদায়ের জন্য মহাজন এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে না যার জন্য কেউ সপরিবারে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে তাই ঘটনা এবং এই ঘটনা রোধ করার কথা যে প্রশাসনের সেই প্রশাসনের নজরে ছ'ছবার দরখাস্ত করে জানান দিল উক্ত পরিবারটি তবুও কোনও সুরাহার পথ না পেয়ে প্রশাসনের উঠোনে গায়ে আগুন জ্বালিয়ে চারজনে আত্মহত্যা করল। ডিএম কেন কোনও ব্যবস্থা নিতে পারল না?

তার হাত কি আইন দ্বারা বাঁধা ছিল যে এক্ষেত্রে তার কিছু করার নেই। তিনি কি মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে ছিলেন? তিনি তো পুলিশ প্রশাসনকে বলে ওই মহাজনকে চাপ দেওয়া থেকে নিরস্ত করতে

পারতেন। তিনি তা করলেন না পবিত্র সংবিধান দ্বারা নাগরিকের জীবন রক্ষার দায় বর্তায় প্রশাসনের উপর। এবং সেই কাজের জন্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা মোটা টাকা বেতন পান রাষ্ট্রের কাছ থেকে। এই ঘটনার পর প্রশাসনিক আধিকারিকরা কি দাবি করতে পারে যে তারা দায়িত্ব পালন করেছে। ঘটনা বলছে তারা জেনে বুঝেই দায়িত্ব পালন করেনি।

এক্ষেত্রে তাদের শাস্তি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। আমরা জানি আইনের হাত যতই লম্বা হোক না কেন তা সর্বত্রগামী হয় না। ওই প্রান্তিক পরিবারটির প্রতি আইনের কল্যাণ স্পর্শ না পাবারই রীতি বিদ্যমান আছে দেশে। তাই তো মানুষকে সজাগ করার জন্য সংবাদ মাধ্যমের এতো গুরুত্ব। আর কার্টুন সেই সংবাদ মাধ্যমেরই একটা বিশেষ শাখা। সংবিধানের প্রতি যদি ন্যূনতম দায়বদ্ধতা থাকত তাহলে তারা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকত না। ক্ষুদ্র মানুষ প্রতিবাদের অন্য ভাষা তারা জানা নেই তাই নিজ পরিবারের জীবনের বিনিময়ে প্রশাসনকে উলঙ্গ করে দিয়ে গিয়েছেন। আমাদের দেশের তথাকথিত সংবিধান। নিরপেক্ষ আইন জনকল্যাণের প্রতিশ্রুতি সব যে কত অসার তা আমরা প্রত্যক্ষ করছি বার বার। দেশের ৯০ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে একজন লন্ডনে দিব্যি আরামে আয়েসে কাল কাটাচ্ছে। আমাদের আইন অসহায়। নীরব দর্শক মাত্র। প্রশাসন পঙ্গু।

আবার ঝাড়খন্ডের আট বছরের বেটি সন্তোষী ৮ দিন খাবার না পেয়ে খিদের জ্বালায় ছটফট করতে করতে মরে। কারণ দু টাকা কেজি দরে চালের রেশন কার্ড থাকা সত্ত্বেও তারা রেশন পায় নি। কারণ আধার কার্ড তাদের নেই। তাই আধার লিঙ্ক হয় নি। আধার কার্ড করে দেওয়ার দায়িত্ব কাদের হাতে ছিল? তারা কেন করেনি? এর জন্য কার শাস্তি হল আইনে। কারও নয়। প্রশাসন এখনও নীরব দর্শক। 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'–এর বিজ্ঞাপনের জন্য সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করছে অথচ আধার কার্ডের জন্য এক দলিত বেটি তিলতিল করে মরছে। (যদিও আধার লিঙ্ক না হলে রেশন কার্ড বাতিল, এটা আইন নয়)। ৯০ হাজার কোটি টাকা মেরে দিলেও শাস্তি হয় না। আবার সামান্য ঋণের জন্য যে মহাজন দুর্বলের গলা টিপে আদায় করতে চায় তারও শাস্তি হয় না। প্রশাসন কোথায়?

এই ঘটনায় বাহারি কেতা দুস্তর পোশাক শরীরে শোভা পায় কি প্রশাসকদের। তারা কর্তব্য পালন করবে না অথচ মোটা মাইনে নেয় মাসে মাসে। এমনিতেই প্রশাসন ন্যাংটো হয়ে গিয়েছে— বালা আর নতুন কী এঁকেছেন/ কাজের বেলায় সেই মোটা মাইনে নেওয়ার সময় তো কুণ্ঠা বোধ নেই তাই বালা দেখিয়েছে যে নোটের তাড়া নিয়ে তারা লজ্জা নিবারণ করছে। আমরা সবাই দেখছি রাজা উলঙ্গ, কিন্তু চাটুকারের দল আমরা বলতে ভয় পাই যদি রাজা রাগ করেন। কিন্তু বাচ্চা ছেলেটার ভয় ডর নেই সে প্রশ্ন করে বসে রাজা তোর কাপড় কই? বালা সেই প্রশ্ন করেছে ভারতের সমগ্র প্রশাসনের কাছে। খুব কি অন্যায় করেছে।

আবার এটাও ঠিক যে নগ্নতা মানেই অশ্লীল নয়। তাহলে হিন্দুদের মন্দির গাত্রে যে সব নগ্নতার শিল্পকর্ম আছে তা কি অশ্লীল? তাহলে দেব দেউলে তার স্থান কেন? নগ্ন কার্টুন আঁকার জন্য যদি শাস্তি হয় তবে বলতে হয় যে নগ্নতার চিহ্ন বহনকারী অনেক হিন্দু মন্দির কালাপাহাড় ওই একটি যুক্তিতে ধ্বংস করে ঠিক কাজ করেছিল। আমাদের জানা উচিত যে আর্ট কলেজে 'ন্যুড স্টাডি' বলে আলাদা সাবেজেক্ট আছে। সেখানে শিক্ষার্থীর ছাত্র ছাত্রীদের ন্যুড স্টাডির জন্য জীবন্ত ছেলে–মেয়েরা ন্যুড হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে মডেল হিসাবে বসে থাকে টাকার বিনিময়ে। ফলে নগ্নতাও শিল্পে মাধ্যম। তাই তা কার্টুনের মাধ্যমে হলেই অন্যায় হয় কি করে?

আসল কথা মানুষ নিজের সত্য স্বরূপ দেখতে ভয় পায়। আমাদের আসল চেহারা দামি পোশাকে নিচে লুকিয়ে রাখি। সেটা দেখতে, দেখাতেই আমরা অভ্যস্ত। সত্যিটা সবাই জানুক এটা প্রশাসন চায় না। তার দোষ–ত্রুটি বাইরে প্রকাশ পাক তার বিরুদ্ধে জনরোষ তৈরি হবে তা অতি বড় মুর্খও চায় না। তাই ক্ষমতা বলে প্রতিবাদের কণ্ঠ রোধ করা চিরাচরিত কৌশল মাত্র। উলঙ্গটা একটা ছেঁদো অজুহাত মাত্র।

বাসন্তীতে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব : একটি সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ

সুব্রত চট্টোপাধ্যায় : এই সেদিন পর্যন্ত বাসন্তীতে যা ঘটল তাতে বলা যায়– এখনও এখানে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের একটা চোরা স্রোত রয়ে গিয়েছে। গত ৩ নভেম্বর ভারতী মোড়ে একটা কাজিয়া হল। দুজন মহিলা আহত হলেন। পরের দিন অর্থাৎ ৪ নভেম্বর দলীয় নেতার ওপর আক্রমণ হল। অথচ কথা এমন ছিল না। রাজ্য নেতৃত্বের কড়া চোখ অনেকদিন থেকেই। গোটা বাসন্তী জুড়ে আজ ঘাসফুল। বিরোধীরা একরকম সাফ। অথচ একসময়ে এবং দীর্ঘ একটা সময় এখানে ছিল রেভলিউশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টির রমরমা বাজার। সে বাজারেও এক টুকরো পঞ্চায়েত দখল করে ঘাসফুল ছিল ডায়নামিক। সেদিন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল না একটুও। তারপর এল ২০১১, ২০১৬। তৃণমূলের গোলায় উঠল দেদার ফসল। তাহলে এবার? এবার বাসন্তীর ভালো থাকার কথা। তবু বাসন্তী ভালো নেই। বিরোধীরা সাফ হলেও ভেতরে ভেতরে নিজেদের মধ্যে কাজিয়া। জয়ন্ত নস্কর–মন্টু গাজি বনাম শওকাত মোল্লা–আমিনুল্লা লস্কর প্লাস গোবিন্দ নস্কর। মানেটা দাঁড়ালো এই কাজিয়াটা আসলে মূল বনাম যুবে। এই রকমই চলছে আজ ১ বছরেরও ওপর। চলছে বড়সড় ভাঙচুর, লুঠপাট। কিছু না কিছু পুড়েছে এবং জ্বলেছে। কান পাতলে শোনা যায় তুমি কে হে, এক পাও এগুবে না। অন্য কণ্ঠ বলছে এই এগুলাম, কি করবে শুনি, দাদাগিরি আর লম্বা হতে দেব না। জয়ন্ত বলছেন– দুর্নীতি ছাড়ো, সঙ্গে থাকো। আমিনুল্লারা বলছেন– এটা আমাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নয়, ন্যায়–অন্যায়ের লড়াই। মাজেদের মুখে ফিস ফিস কবিতা– 'এগিয়ে যাও যুবশক্তি/পাকা মাথায় থাক যত বুদ্ধি–কুমুদ্ধি'। স্পষ্ট বোঝা যায়– একই দলভুক্তদের মধ্যে বোঝাপড়ার কমতি, প্রশ্ন করলেই খরচের খাতায়, আত্মমূল্যায়ন নেই, ক্ষমতা দখলের সন্দেহ ধরে নিয়েই সংঘর্ষ। সংঘর্ষ সকালে কাঁঠালবেড়ে–শিমূলতলা, তো বিকেলে নেবুখালি, রাতে কলতলা–পানিখালি, তো পরের দিন ধুড়ি–মসজিদ বাটি –খেড়িয়া। গ্রামগুলোর গায়ে অশান্তির দগদগে ঘা হয়ে গিয়েছে।

রাজ্য নেতৃত্বের ইচ্ছেয় ২০১৬–র বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট পেয়েছিলেন প্রবীণ নেতা

গোবিন্দ নস্কর। ভূমিপুত্র না হলেও পরিচিত একটি নাম। কিন্তু ব্লক নেতৃত্বের অনেকেই চেয়েছিলেন একজন ভূমিপুত্র– অরবিন্দ নস্করকে। এ নিয়ে সম্পর্কে একটু ধস। মান্নান শেখ ছিলেন ব্লক তৃণমূলে সভাপতি। আচমকা শোনা গেল– ওঁকে ওখানে রাখা যাবে না। সভার লোকজন সেদিন অনেকেই চমকে গেল। ওই পদে প্রথম প্রথম কনভেনারের দায়িত্বে এবং করে সভাপতির দায়িত্বে এলেন মন্টু গাজি। মান্নানের সাথে জয়ন্ত গোষ্ঠীর সম্পর্ক ছিন্ন হল। দেখতে দেখতে এক সময় কাঁঠালবেড়ের গ্রাম প্রধান বুলা ম্যাডামের ওপর অনাস্থা আনল জয়ন্তগোষ্ঠী। প্রধান পদে বসলেন শাবানা ম্যাডাম। এই বুলা ম্যাডামের স্বামী হলেন ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি আমানুল্লা লস্কর। জয়ন্ত বলয়ের সাথে দম্পতির সম্পর্ক হয়ে গেল তিক্ত। ওদিকে ভরতগড় পঞ্চায়েতের মমতা ম্যাডামের প্রধান পদ চলে গেল। এলেন সঞ্চিতা ম্যাডাম। বাসন্তী পঞ্চায়েতের শ্রীদাম বাবুর উপরেও অনাস্থা এল। সেখানে এলেন কুতুব বাবু। এইভাবেই সম্পর্কে একটু একটু করে ভাঙন। প্রশ্ন অনেকেরই– কেন, কেন এসব।

আজকের অশান্তির প্রেক্ষাপটটা এইরকম। আর তাই ঘটনার পর ঘটনা বিশেষ করে ৮–৬–১৭য় আঠারোবাঁকি, ২৩–৬–১৭–য় কলতলা, ২৭–৬–১৭ ও ১০.৭.১৭–য় নেবুখালি, ২৪.৭.১৭–য় পানিখালির আফতাব মোল্লার (গ্রাম প্রধান) বাড়ি, ৯.৮.১৭য় মসজিদ বাটি, ৪.৮.১৭–য় কলতলায় ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো অশান্তির বড় রকমের সাক্ষী। কখনো বচসা হতে হতে মারামারি, কখনো অমুকের সভায় না যাওয়া, অমুক শাখায়, নাম লেখাতে চাপ দেওয়া ইত্যাদি নিয়ে একের পর এক ঘটনা। অশান্তি হতে হতে অবশেষে কথা বলেছে শুধু বোমা–পাইপগানই। গণ্ডগোলের জেরে জয়ন্ত–ঘনিষ্ঠ শাবানা পরিবারের সাত–সাতটা দোকানে তালা। সুকান্ত কলেজে ছাত্র–ভর্তিতে টাকার খেলার অভিযোগেও একদিন মারধর হল। ভাঙচুর হল একদিন যুবনেত্রীর ফটোটাও। ভাঙল কে? তাও বলে দেবে সিসিটিভি? সত্যিটা বলতে কেউ এগিয়ে আসবে না? এই ঘটনার ঠিক একবার পর ২৪.৮.১৭ কাঁঠালবেড়ের চলতি পঞ্চায়েত প্রধান শাবানা ম্যাডামের ওপর অনাস্থা আনা হল। অনাস্থা সভায় প্রধান পদে এলেন বুলা ম্যাডাম যাঁকে একদিন পদ থেকে সরতে হয়েছিল। কেউ কেউ বলছেন– অ্যাকশন চলছে, রি–অ্যাকশন চলবে না? এটা তো প্রতিরোধই। পাবলিক বলছে বোমার উত্তর তাহলে কি বোমা?

এক অনাস্থা সভার (২৪.৮.১৭) দিন চারেক আগে (২০.৮.১৭) আমঝাড়ায় এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন গোবিন্দ নস্কর, আমানুল্লা, জলধর সাঁপুই প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। আমানুল্লা বললেন– গণ্ডগোল থামানোই এখন আমাদের বড় কাজ, আমাদের দল একটাই তার নাম তৃণমূল। যুব তৃণমূল কোনও পৃথক অস্তিত্ব নয়। আমরা শান্তি চাই। কিন্তু কে কেমনভাবে শান্তি চাইছেন সেটাই দেখার। বিপরীতে জয়ন্ত গোষ্ঠীও শান্তির কথা বলছেন। মানুষ বলছে– আগ্নেয়াস্ত্রের দরকারটা তাহলে পড়ছে কেন? অমুককে সরিয়ে অমুককে কেন, দলীয়কে রেক্টিফাই করে নিয়ে সেখানে তাকে রাখা যায় না? আলোচনার টেবিলে বসা যায় না? অন্যকে প্যাসিভ করা কেন? এলাকায় 'শেষকথা' হতে চাইলে তো অন্যকে খাঁটো হতেই হবে, বাসন্তীতে ইটটা আসলে কে কার দিকে ছুঁড়ছে? মূলের হোক আর যুবের হোক, ঘর–দোকান–বাইক পুড়ছে তো তৃণমূলেরই। তাহলে আসল উদ্দেশ্য তো ক্ষমতা দখল অথবা ক্ষমতা জিইয়ে রাখা। এবং ওটা তো বামসংস্কৃতি। তাহলে কি পুরনো জুতোয় পা গলানো?

অনেকেই এখানে বলাবলি করেন– দলের দুঃসময়েও একদিন জয়ন্ত নস্কর– মানুষটি সহযোগীদের নিয়ে অন্তত পঞ্চায়েত স্তরে আলোটা জ্বেলে রেখেছিলেন। অতএব মানুষটি দাবিও করতে পারেন– যখন তোমার কেউ ছিল না/তখন ছিলাম আমি। মাথার ওপর খুনের কেস, গাঁটের পয়সা খসিয়ে রাজনীতি– এসব মিথ্যে নয়। অবশেষে বাসন্তী থেকে মানুষটি ছড়িয়ে পড়েছেন গোসাবায়। তবু প্রশ্ন জাগে– ওঁর প্রায় ৫০ বছরের রাজনীতিতে ওঁর দু–একটা 'ডানহাত' অন্যপথে কেন, এসব ভেবে দেখার দিন আজ। লড়াকু শওকত, আমানুল্লা, ইউসুফ, সাবির, জালাল–করিমরা আজকের যুবশক্তি। কেউ কেউ বাম–পরিবার থেকে উঠে এলেও এই মুহূর্তে তৃণমূলে একনিষ্ঠ। এঁরা কাজ করতে চান, এঁদেরও একটা জায়গা চাই। জায়গা তৈরির একটা প্রক্রিয়াও আছে।

এদিকে পড়ে আছে অনেক কাজ। রমরমিয়ে তাই মান–অভিমান–সংঘর্ষ নয়। ত্রিদিবনগরে নদীবাঁধের অবস্থা জুলাইয়ের ভরাকোটালে ভাল ছিল না। মাতলাটাও মাঝে মধ্যে মাতাল হয়ে উঠছে। বাঁধের যেখানে এই অবস্থা, সেখানে বাঁধ দিয়ে নোনাজল ঢুকিয়ে রামচন্দ্রখালি, চড়াবিদ্যা, ভরতগড়, চুনোখালিতে আছে ভেড়ি–ব্যবসা। লাখ লাখ টাকার খেলা। রাস্তার খানা–খন্দে বর্ষাকালে হাঁস চরেছে, রাস্তার ওপরেই ধান রুয়ে প্রতীকী প্রতিবাদ জানিয়েছে সাধারণ মানুষ, ক্ষুদে পড়ুয়ারাও। হিরন্ময়পুরের খালের সাঁকোটাও ছিল নড়বড়ে।

রাজ্য নেতৃত্ব সাফ সাফ ভাল কথাই বলেছেন– বাসন্তীর মাটিতে যেন একটা ঢিল পড়া শব্দ না ওঠে। এর পরেও ঘটে গেছে। এখনও বলা যায় না কখন কি ঘটবে। পুলিশও ভাবিত। কোনও পক্ষের লোক কজনকে ওঁরা ধরবেন। সংখ্যায় এক পক্ষের লোক বেশি ধরলে জ্বালাও আছে। কাগজে লেখার অনুপাতও কি তাহলে ফিফটি ফিফটি রাখতে হবে? রাজ্য নেতৃত্বও কি পরস্পরকে ফিফটি ফিফটি ধমকে দেবেন? তাহলেই হয়েছে। মুখ শোকাশুঁকিতে পরিস্থিতির পরিবর্তন দূর অস্ত। স্থানীয় নেতৃত্বকে আজ এসব ভাবতে হবে।

পাঠকের কলমে

কয়েন সমস্যা

গরিব ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তি সমস্যায় পড়ছে খুচরো পয়সা নিয়ে '২' টাকা '১' টাকার কয়েন এবং ছোটো '১' টাকার কয়েনটা কেউ নিচ্ছেই না। এই নিয়ে প্রচুর সমস্যার মধ্যে পড়ে আছি। মুদিখানা দোকানে, আলু দোকানে, সবজি দোকানে এই কয়েনগুলি চলছেই না, কেউ নিতেই চাইছে না, আমরা কীভাবে কোথায় কাকে জানাব স্থানীয় কোনও নেতারাও গেরাজ্জ করছে না। প্রচুর সমস্যার মধ্যে এই মানুষগুলি পড়ছে যারা 'দিন আনে দিন খাই'। দোকানদারকে আমরা অনেকবার প্রশ্ন করেছি, 'যে এই টাকাগুলো নেওয়া হচ্ছে না কেন? কিন্তু তারা উত্তরে বলে 'নেব না' তাই আমি আনন্দবাজার পত্রিকা মারফত এই অভিযোগ পাঠালাম, মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। কারণ আপনারাই আমাদের রাজ্য সরকার। সেই জন্য আপনাদের জানাচ্ছি, আপনারা যাতে শীঘ্রই কোনও কড়া স্টেপ নেন, তাহলে এই সমস্যার দ্রুত সমাধান হতে পারে।

সমর দাস
বাখরাহাট, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বেহাল বজবজ রোড

বজবজ ট্রাঙ্ক রোড দক্ষিণ ২৪ পরগনর এক প্রধান যোগাযোগ সড়ক। দুধারে বসতি থেকে স্কুল,কলেজ, বাজার সবই আছে। আছে গাড়ির একাধিক সার্ভিস সেন্টার। সম্প্রতি এই সড়ককেই বেছে নেওয়া হয়েছে ফ্লাইওভারের জন্য। কিন্তু নির্মাণ কাজের গতি এবং কারিগরি ব্যবস্থায় যাত্রীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। কবে ফ্লাইওভার শেষ হবে এবং রাস্তা সভ্যসমাজের উপযুক্ত হবে তা কেউ জানে না। চরম খারাপ খানা–খন্দে ভরা এই রাস্তায় ঘটছে দুর্ঘটনা প্রতিদিন। রাস্তা, ব্রিজ কর্তৃপক্ষ ও সরকার নাগরিকদের চরম দুর্দশা দেখেও নির্বিকার চিত্ত। যন্ত্রণার অবসান চেয়ে রোজ মানুষের প্রাণ কাঁদছে কিন্তু সকলেই অসহায়।

চিত্ত প্রামাণিক, বজবজ

বীরভূম

কালাদিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫০০, ১০০০ টাকা নোট বাতিলের এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বীরভূম জেলার বিভিন্নপ্রান্তে ৮ নভেম্বর 'কালাদিবস' হিসাবে পালন করল কংগ্রেস এবং তৃণমূল। ৮ নভেম্বর সকালে জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রামপুরহাট স্টেশন থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মিছিল করে কালাদিবস পালন করা হয়। মিছিল শুরুর আগেরদিন রাত্রে রেলস্টেশনে ট্রেন যাত্রীদের উপর আরপিএফের নির্মম লাঠিচার্জের বিরুদ্ধে বক্তব্যের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানান কংগ্রেস নেতা শাহাজাদা হোসেন (কিনু)। রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ডে পথসভায় বক্তব্য রাখেন বীরভূম জেলা কংগ্রেস সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি, জেলা কিষাণ খেত মজদুর কংগ্রেসে চেয়ারম্যান সৈয়দ কাসাফদোজা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। রাজনগর তৃণমূল দলীয় অফিস থেকে রাজনগর ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুকুমার সাধুর নেতৃত্বে এক ধিক্কার মিছিল বের হয়ে চৌরাস্তায় শেষ হয়। আগামী ভিক্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলকে ভোটে জেতানোর ডাক দেওয়া হয়। ৫ হাজার মানুষ প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হয়েছিল বলে তৃণমূলের দাবি।

মাদাম কুরির সার্ধশতবর্ষ পালন

অভীক মিত্র : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ ও ইলামবাজার বিজ্ঞানকেন্দ্রের তরফ থেকে ইলামবাজার উচ্চবিদ্যালয়ে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী মাদাম কুরির জন্মের ১৫০ বছর যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল। মাদাম কুরির জীবনের উপর বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞানমঞ্চ সংগঠক শিক্ষক শুভাশিস গড়াই। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদী মন গড়ে তুলতে হাতে কলমে বিজ্ঞান প্রদর্শন করে দেখান বীরভূম জেলাস্কুলের পদার্থবিদ্যা শিক্ষক দীপঙ্কর মণ্ডল, বিশ্বভারতী অধ্যাপক কামনাশীষ গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন ইলামবাজার পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ আনোয়ার হোসেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ওই স্কুলের শিক্ষক অভিজিৎ রায়। মঙ্গলবার বক্তৃতা এবং কুইজের মাধ্যমে সাড়ম্বরে মাদাম কুরির জন্মের ১৫০ বছর পালিত হল বীরভূম জেলা স্কুলে। বীরভূম জেলার বিজ্ঞানমঞ্চ সংগঠক তথা মাজিগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়ের গণিত শিক্ষক শুভাশিস গড়াই।

আক্রান্ত পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৭ নভেম্বর সকালে টিকুড়ি মোড়ে প্রাতভ্রমণ করার সময় বীরভূম জেলাপরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ কেরিম খানকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও পড়ে গিয়ে জখম হন কেরিম খান। পরে গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে যায় এক দুষ্কৃতী। পুলিশ রুনু শেখ নামে ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। রুনুর বাড়ি আউসগ্রাম এলাকায়। আহত কেরিম খানকে দেখতে যান অনুব্রত মণ্ডল। তদন্তে নানুর থানার পুলিশ। প্রশাসনের তরফ থেকে আক্রান্ত হবার ২৪ ঘন্টার মধ্যে কেরিম খানকে নিরাপত্তারক্ষী দেওয়া হয়।

মৃত্যু ব্যবসায়ীর, পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৯ নভেম্বর দুপুর আড়াইটা নাগাদ গোপালপুর মোড়ে লরির ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মৃত হয় ব্যবসায়ী গোলাম রব্বানি কুরেশি। মৃতের বাড়ি গোপালপুর এলাকায়। পুলিশের তোলাবাজির হাত থেকে রক্ষা পেতে জোরে চালানো লরির ধাক্কায় মারা গিয়েছে ব্যবসায়ী –এই দাবি তুলে প্রায় তিনঘন্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার বাসিন্দারা। জাতীয় সড়কে তোলাবাজির অভিযোগে এসআই মহম্মদ সফি, দুই কনস্টেবল, দুই হোমগার্ড সহ মহম্মদবাজার থানার ৫ পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করলো বীরভূম জেলার পুলিশ সুপার।

মাড়গ্রাম মূর্তি প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ড: মহ: কুদরত–ই–খুদার মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আগামী ১৫ থেকে ১৭ ডিসেম্বর তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে মাড়গ্রামে। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ এবং ড: কুদরত–ই–খুদা গ্রামীণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশকেন্দ্রের সহযোগিতায় মাড়গ্রাম ও মাড়গ্রাম হাইস্কুল প্রাঙ্গণে এই অনুষ্ঠান হবে বলে জানা গিয়েছে। প্রথমদিন ১৫ই ডিসেম্বর সকাল দশটায় কৃষি ও রান্নাঘরে বিজ্ঞান কর্মশালা, দুপুর দুটোয় বিজ্ঞান মেলা শুরু হবে। বিকাল চারটেয় 'বীরভূমের মাটি ও চাষবাস' বিষয়ে সেমিনার এবং সন্ধ্যায় নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। দ্বিতীয়দিন ১৬ই ডিসেম্বর সকাল দশটায় ড: মহ: কুদরত–ই–খুদার মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠান, দুপুর দুটোয় বিজ্ঞানীদের মুখোমুখি, বিকাল চারটেয় 'নিজের ইচ্ছেমতো ওষুধ খাবেন না' বিষয়ে সেমিনার এবং সন্ধ্যায় নাটক, গণজাগৃ 'টেলিস্কোপে আকাশ চেনা' ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। শেষদিন ১৭ই ডিসেম্বর সকাল দশটায় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, বিকাল চারটেয় 'বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ' বিষয়ে সেমিনার এবং সন্ধ্যায় নাটক 'কথা বলা পুতুল', চৌনাচ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হবে। গ্রামবাসী, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্য, বিখ্যাত বিজ্ঞান সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিত থাকার কথা অনুষ্ঠানে। বীরভূম জেলার বিজ্ঞানমঞ্চ সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে।

অজানা জ্বর মৃত্যু গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার শীতলগ্রামে অজানা জ্বরে মৃত্যু হলো এক গৃহবধূর। প্রথমে জ্বর নিয়ে রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে পরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত ৯ই নভেম্বর গভীর রাত্রে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায় দীপিকা মণ্ডল নামে ওই গৃহবধূ। ডেথ সার্টিফিকেটে 'অজানা জ্বর' লেখা হয়ে হয়েছে। পরিবারের দাবি ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে। বাপের বাড়ি কালুহা পঞ্চায়েতের ডাঙাপাড়া গ্রামে। শীতলগ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা জ্বরে ভোগায় এলাকায় বাড়ছে আতঙ্ক।

স্বামীকে খুন, পলাতক স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বামীকে শ্বাসরোধ করে খুন করার পর ঘরে আগুন লাগিয়ে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠলো স্ত্রীর বিরুদ্ধে। ১১ই নভেম্বর রাতে সিউড়ি বড়বাগান পাঁচেরপল্লির ঘটনা। সিউড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতের নাম গণেশ সরকার (৩২)। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, ৮ বছর আগে সিউড়ি বড়বাগান পাঁচেরপল্লির গণেশ সরকারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিলো সিউড়ি পীরতলার করুণা সরকারের। বিয়ের পর থেকে স্বামীর উপর অত্যাচার করতো স্ত্রী করুণা অভিযোগ এলাকাবাসীদের। এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বক্রেশ্বরে অন্নদান ও বস্ত্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বক্রেশ্বর শ্রী উত্তম গিরি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত 'বাণপ্রস্থ আশ্রমে' ৫ই নভেম্বর বিকালে আয়োজিত হলো অন্নসেবা ও বস্ত্রসেবা অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন দুবরাজপুর বিডিও বনমালী রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি রবীন ব্যানাজী, নাট্য ব্যাক্তিত্ব উজ্জ্বল হক। দুর্গেশ গিরি বলেন, 'আগামীদিনে এই অন্নসেবা পরিষেবা আমরা আরও বাড়াতে চাই। সকলের সহযোগিতা চাই।'

চোখে লঙ্কার গুড়ো দিয়ে ধর্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : চোখে লঙ্কার গুড়ো ছিটিয়ে এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠলো যাটপলসা গ্রামে। গৃহবধূকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত স্বামী, শ্বশুর, শ্বাশুড়ি সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনায় গ্রামের ১৫ – ১৬জন অভিযুক্ত। যদিও গ্রামবাসীদের দাবি, গৃহবধূর শ্বশুর শ্বাশুড়ির জমি নিয়ে ঘর তৈরি করেছিলো। সেই অভিযোগ থেকে বাঁচতে গৃহবধূর ধর্ষনের এই মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে বলে দাবি গ্রামবাসীদের।

'শিশু সুরক্ষাঅধিকার সপ্তাহ' পালনে অনীহার অভিযোগ দক্ষিণ ২৪ পরগনায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ক্যানিং: সুন্দরবনের বিভিন্ন গ্রামে চলছে 'শিশু সুরক্ষা অধিকার সপ্তাহ' পালন কর্মসূচি।এই শিশুদের স্বাধীনতা, অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন সমস্তপঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত, আইসিডিএস, গ্রামে গ্রামে কর্মরতস্বাস্থ্যকর্মীএবং নারী ও শিশুস্বার্থ রক্ষার কাজের সঙ্গে যুক্তস্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলিকে সপ্তাহব্যাপী দন গুলি দারিদ্র্যের সঙ্গে পালন করার নির্দেশ দিয়েছিল। সরকারি সংস্থা গুলির সকলেই সেই দায়িত্ব পালন করেনি বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে ব্যতিক্রম ছিল ক্যানিং–২ ব্লকের 'বাগমারি মাদার এন্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট মিশন' নামে নারী ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ক সংগঠনটি। ওই বেসরকারি সংস্থার স্বেচ্ছাসেবক কর্মী ১৪ থেকে শুরু করেছেন এই কর্মসূচি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক ওয়াই রত্নাকর রাও বলেছেন, 'আজকেই দিনে শিশুদের উপর নানাভাবে অত্যাচারের ঘটনা ঘটছে। এই বিষয়ে ব্যাদের আরও সতর্ক এবং শিশুদের তাদের নিজেদের অধিকার কর্তব্য বিষয়ে সচেতন করতে সরকারি সমস্ত দফতর এবং এই কাজের সঙ্গে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলিকে বলা হয়েছে। কেউ কেউ দায়িত্ব নিয়ে সেই সপ্তাহ পালন করছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। অনেকে দায়িত্ব এড়াচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, 'বাগমারি মাদার এন্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট মিশন'–এর কর্মীরা ক্যানিং–২ ব্লকের পাতিখালি, পলপলি, চ্যাংদোনা, গঙ্গাচেরি, সারেঙ্গাবাদ, দেউলিগ্রামের স্কুলে এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরে কম বয়সী ছেলেমেয়েদের ডেকেহেঁকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করছেন। সংগঠনের এক কর্মী অজয় নস্কর বলেন, 'এটা তো সপ্তাহ ব্যাপী সরকারি বিশেষ কর্মসূচি। আমরা সারা বছর ধরে শিশুদের কর্তব্য, অধিকার এবমগ দায়িত্ব বিষয়ে সচেতন করছি। আমরা ছোটদের বোঝাচ্ছি, গ্রামে যাতে কোনও ছেলেমেয়ে স্কুলছুট না হয়ে যায়।

নিয়মিত পড়াশোনা করতে বলছি।কম বয়সে কোথাও বিয়ের ঘটনা ঘটলে প্রতিবাদ করে রুখে দাঁড়াতে হবে, শিশু কেউ শ্রমিক হিসাবে কাজ করাতে দেখলে, শিশুরা নির্যাতিত হলেরুখে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে শেখানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে গ্রামের কেউ বিপদে পড়লে পালিয়ে না গিয়ে ওই বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সর্বত ভাবে সেবা করা একান্ত কর্তব্য। বাদেরও আরও মানবিক হয়ে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।'

উদ্যোক্তা সংস্থার ডিরেক্টর সামসুল আলম খান বলেন, 'শিশুদের ঈশ্বরের দূত। শিশুদের সেবার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ তাঁর আরাধ্য দেবতার সান্নিধ্য লাভ করতে পারেন। তাই শিশুদের প্রতি আমাদের আরও যত্নবান হওয়া দরকার। তাদের স্বাধীন ভাবে বড়ো হওয়ার সুযোগ দেওয়া দরকার। আমরাও অসহায় শিশুদের পাশে থেকে এবং প্রয়োজনের সেই শিশুর পরিবারের পাশে থেকে সাহায্যের কাজ করছি।' সরকারি এই কর্মসূচি চলবে ২১ নভেম্বরপর্যন্ত।

সাংবাদিকতায় উৎকর্ষে জাতীয় পুরস্কার প্রদান উপ–রাষ্ট্রপতি

পিআইবি : ভারতের উপ–রাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু আজ জাতীয় গণমাধ্যম দিবস উপলক্ষ্যে ভারতের প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ভারতের প্রেস কাউন্সিলের সুবর্ণ জয়ন্তী সমারোহের সমাপ্তি উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণে মাননীয় উপ–রাষ্ট্রপতি বলেন, যদিও আমাদের দেশে বিগত বছরগুলিতে সাংবাদিকতার ধরণ–ধারণ বদলে গেছে, তবুও জনমত গঠনে এবং সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় এখনও গণমাধ্যমের বিরাট প্রভাব রয়েছে।

উপ–রাষ্ট্রপতি মুদ্রণ এবং বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের কাজের জায়গায় যেভাবে কিছু বিপজ্জনক প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে সে বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। গণমাধ্যম আগে যে ভূমিকা পালন করত, সেই পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য এইসব প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা উচিৎ বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

এর আগে, অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়ে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার এবং বস্ত্রবয়ন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমতী স্মৃতি ইরানি বলেন, গণমাধ্যমের কণ্ঠ রোধ করা উচি নয় এবং গণমাধ্যম যাতে অবাধে তাদের বক্তব্য প্রকাশ করতে পারে, সংবিধান তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমাদের দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, আজকের দিনে আমাদের নাগরিকরা সামাজিক মাধ্যমের নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে সাংবাদিকতায় আসছেন এবং তাঁরা গণমাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে তাদের দায়িত্ব পালনের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন।

বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রী স্যাম রাজাপ্পা এবং শ্রী শর মিশ্রকে, যৌথভাবে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁদের অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিতে রাজা রামমোহন রায় পুরস্কার' প্রদান করা হয়। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' সংবাদপত্রের সাংবাদিক শ্রীমতী শালিনী নায়ারকে গ্রামীণ সাংবাদিকতা এবং উন্নয়নমূলক প্রতিবেদন'–এর জন্য বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়।

তদন্তমূলক সাংবাদিকতার জন্য মঙ্গলম দৈনিক' সংবাদপত্রের সাংবাদিক শ্রী কে সুজিত এবং ওশীর ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক শ্রীমতী চিত্রাঙ্গদা চৌধুরি পুরস্কার পেয়েছেন। চিত্র সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে দৈনিক চন্দ্রিকা'র শ্রী সি কে থানসির, প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া'র শ্রী বিজয় ভার্মা, মালায়ালা মনোরমা'র শ্রী জে সুরেশ এবং টাইমস অফ ইন্ডিয়া'র শ্রী গিরিশ কুমার শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র কলা বিভাগে পুরস্কার পেয়েছেন।

রেলমন্ত্রীর নির্দেশে সমস্ত স্তরের রেল কর্মীদের মানোন্নতির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

পিআইবি : ভারতীয় রেলের কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতার মানোন্নতির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় রেল ও কয়লা মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েলের নির্দেশে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে প্রজেক্ট সক্ষম'। এটি রেল কর্মীদের সক্ষমতা ও সৃজনশীলতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

এর আওতায় প্রত্যেক অঞ্চলের সমস্ত কর্মীকে পরবর্তী এক বছরের মধ্যে কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাশাপাশি দক্ষতার ওপর জোর দিয়ে এক সপ্তাহের এই প্রশিক্ষণ সূচি তৈরি করা হবে। এই প্রসঙ্গে রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান অশ্বিনী লোহানির পক্ষ থেকে রেলের সমস্ত আঞ্চলিক কেন্দ্র ও উপাদন কেন্দ্র সমূহের জেনারেল ম্যানেজারকে অবহিত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রত্যেক পর্যায়ের কর্মীর জন্য দ্রুত প্রশিক্ষণ প্রদানের অগ্রাধিকারের বিষয় বাছাই করার জন্যও প্রত্যেক অঞ্চলের জেনারেল ম্যানেজারকে উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের বিষয় বাছাইয়ের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সমস্ত অঞ্চলের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ সূচি তৈরির কাজ চলতি বছরের শেষ দিনের মধ্যে সমাধা করতে হবে।

এমনিতে রেলের সুসংহত ভাবনা বা দর্শন ও মানসিকতা অনুযায়ী ক্রমাগত শিখতে থাকা এবং প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয় স্বাভাবিকতার অঙ্গ। কিন্তু একই সঙ্গে সমস্ত স্তরের কর্মীদের সুনির্দিষ্ট বিষয় বাছাই করে সংক্ষিপ্ত সময়ের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপাদনশীলতা ও সক্ষমতার চাহিদা পূর্তি হবে।

রেল পরিষেবার পরিসীমা বাড়ানোর পাশাপাশি আজকের দিনে নতুন ট্রেন, বিভিন্ন রকম উচ্চগুণমানের পরিষেবার বিষয়ও নিয়ে আসছে রেলওয়ে। একই সঙ্গে ভারত সরকারও সর্বোচ্চ মানের এবং নিরাপদ রেল পরিষেবা প্রদানের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যাত্রী সাধারণের পাশাপাশি নিয়মিত রেল পরিষেবা গ্রহণকারী সবারই প্রত্যাশা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সেই প্রত্যাশা ও প্রতিশ্রুতি মোতাবেক কর্মীদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। আর সেই লক্ষ্যপূরণেই প্রশিক্ষণের এই আয়োজন।

রেলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সপ্তাহের পাঁচটি কর্মদিনে সাজানো এই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা বা ক্লাসরুম ট্রেনিংয়ের বিষয় প্রশিক্ষণ ধাঁচ অনুযায়ী নির্দিষ্ট করা হবে। যাই হোক, প্রশিক্ষণ গ্রহনকারী সমস্ত কর্মী এবং তাদের ম্যানেজাররা প্রাক–প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রক্রিয়াসহ সার্বিক প্রশিক্ষণ সম্পাদনের রিপোর্ট রেলওয়ে বোর্ডের কাছে প্রেরণ করবেন। এতে প্রশিক্ষণের প্রাথমিক প্রভাবের ব্যাপারেও উল্লেখ করা হবে। মোট কথা ভারতীয় রেল ব্যবস্থাপনা পরবর্তী ৯ মাসে প্রজেক্ট সক্ষম' এর আওতায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমস্ত বিষয় সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে মানোন্নত দক্ষতার রেল পরিষেবা নিশ্চিত করা সহ সুদূর প্রসারী সুফল সংশ্লিষ্ট সবার জন্য নিয়ে আসতে পারবে, বলাই বাহুল্য।

বিজেপির রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া : পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির চুঁচুড়া মন্ডলের উদ্যোগে এক স্বেচ্ছায়

রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়রবিবার (১২ নভেম্বর) চুঁচুড়ার ঐতিহাসিক ঘড়ির মোড়ের পাশেই এই রক্তদান শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়।এই শিবির উদ্বোধন করেন বীরভূম জেলার ডাকসাইটে বিজেপি নেতা দুধকুমার মণ্ডল এতে রক্ত সংগ্রহ করতে আসেন কলকাতা লায়ন্স ক্লাব। শিবিরে পুরুষ ও মহিলা সহ ৫০ জন রক্তদান করেন। সংগঠনের সহ সভাপতির স্বপন বিশ্বাস বলেন, রক্তদান জীবনদান, মুমূর্ষু রোগীকে রক্তদান করলে নিজেকে বিশেষ ভাবে গর্বিত মনে সরার সুযোগ ঘটে। এই শিবিরে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন চুঁচুড়া মন্ডলের সভাপতি কল্যাণ বোড়েল, হুগলির নবমীর বঙ্গের কনভেনার বরুণ ভট্টাচার্য, যুবমোর্চা সহ সভাপতি সুরেশ সাউ। জেলা কমিটির সহসভাপতি সুবীর নাগ ও গৌতম চ্যাটার্জী, চুঁচুড়া মন্ডলের সম্পাদক আনন্দশীল প্রমুখরা। অন্যতম সংগঠক সুরেশ সাউ বলেন, এখন চারিদিকে ডেঙ্গু চলছে, সেই কারণে রক্তদান শিবির দরকার।

আলিপুর বার্তার গ্রাহক হোন

পদবী পরিবর্তন

আমি রুম্পা পাতলা, স্বামী– সুরজীৎ পাতলা, গ্রাম–চকেৎবাটী, পোঃ বাওয়ালী, থানা– নোদাখালী, দঃ ২৪ পরগনা জেলার বাসিন্দা। গত ১০–১১–২০১৭ তারিখে আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এফিডেভিট বলে রুম্পা পাতলা থেকে রুম্পা রায় হলাম। রুম্পা পাতলা ও রুম্পা রায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

আমি সুজয় পাতলা, পিতা– মৃত কানাইলাল পাতলা, গ্রাম– চকেৎবাটী, পোঃ বাওয়ালী, থানা– নোদাখালী, দঃ ২৪ পরগনা জেলার স্থায়ী বাসিন্দা। গত ১০– ১১–২০১৭ তারিখে আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এফিডেভিট বলে সুজয় পাতলা থেকে সুজয় রায় হলাম। সুজয় পাতলা ও সুজয় রায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

আমি শুভজীৎ পাতলা, পিতা– সুকুমার পাতলা, গ্রাম– চকেৎবাটী, পোঃ বাওয়ালী, থানা– নোদাখালী, দঃ ২৪ পরগনা জেলার স্থায়ী বাসিন্দা। গত ১০–১১– ২০১৭ তারিখে আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এফিডেভিট বলে শুভজীৎ পাতলা থেকে শুভজীৎ রায় হলাম। শুভজীৎ পাতলা ও শুভজীৎ রায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

আমি সুরজীৎ পাতলা, পিতা– সুকুমার পাতলা, গ্রাম–চকেৎবাটী, পোঃ বাওয়ালী, থানা– নোদাখালী, দঃ ২৪ পরগনা জেলার স্থায়ী বাসিন্দা। গত ১০–১১–২০১৭ তারিখে আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এফিডেভিট বলে সুরজীৎ পাতলা থেকে সুরজীৎ রায় হলাম। সুরজীৎ পাতলা ও সুরজীৎ রায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

আমি রেখা রাণী পাতলা, স্বামী– সুকুমার পাতলা, গ্রাম– চকেৎবাটী, পোঃ বাওয়ালী, থানা– নোদাখালী, দঃ ২৪ পরগনা জেলার স্থায়ী বাসিন্দা। গত ১০–১১– ২০১৭ তারিখে আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এফিডেভিট বলে রেখা রাণী পাতলা থেকে রেখা রাণী রায় হলাম। রেখা রাণী পাতলা ও রেখা রাণী রায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

আমি মৌসুমী রায়, স্বামী– সুকুমার রায়, গ্রাম–চকেৎবাটী, পোঃ বাওয়ালী, থানা– নোদাখালী, দঃ ২৪ পরগনা জেলার স্থায়ী বাসিন্দা। আমার জন্ম তারিখ ২–৮–১৯৯১। আমার পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতের অন্য কোনো রাজ্যে আধার কার্ড নেই। গত ৭–১১– ২০১৭ তারিখে আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এফিডেভিট করে সরকারী ভাবে আধার কার্ড পাবার জন্য আবেদন করছি।

ধুঁকছে বেকারি শিল্প

প্রথম পাতার পর

এছাড়াও আবার জুলাই থেকে সমস্ত বেকারি পণ্যে ১৮ শতাংশ জিএসটি কার্যকর হয়েছে। তবে এতো সব সমস্যা সত্ত্বেও এখন ছোটো বেকারি শিল্পকে বেঁচে থাকার একটাই সূত্র হল, ব্র্যান্ডের দিকে নজর দিতে হবে। না হলে বাজারে টিকে থাকা খুবই মুশকিল।

সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে ২৬–২৯ অক্টোবর এবারের 'অ্যানুয়াল বেকার্স মিট–২০১৭'–র আরেকটি মূল আকর্ষণ 'ইন্ডিয়া–বাংলাদেশ–রিলেশনশিপ–ইন–বেকারি' উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাস্থিত 'বাংলাদেশ ব্রেড–বিস্কুট–কনফেকশনারি প্রস্তুতকারক সমিতি'র পক্ষে ৪১ জন সদস্য ও প্রতিনিধিবৃন্দের উজ্জ্বল উপস্থিতি। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলে ছিলেন বাংলাদেশ ব্রেড প্রস্তুতকারক সমিতির সভাপতি মহম্মদ জালালউদ্দিন, সাধারণ সচিব মহম্মদ রেজাউল হক রেজু প্রমুখ। ডেলিগেশন দলের নেতা মহম্মদ জালালউদ্দিন মঞ্চে উপস্থিত সাংসদ ইমরান সাহেবের উদ্দেশ্যে অনুরোধ জানান, আপনি তো এতো বিশাল ধনসম্পদের পরিপূর্ণ ভারতবর্ষের রাজ্যসভার সাংসদ তাহলে আমাদের দুই বাংলার সমস্ত ধরণের ব্যবসায়ীদের ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসা যাওয়াটা আরও সহজ থেকে সহজতর করা, তার একটা ব্যবস্থা করে দিলে আমরা ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবো। সায়েন্স সিটিতে এবারের অ্যানুয়াল বেকার্স মিটে বেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সদস্য আহমেদ হাসান (ইমরান), মহেশতলার সরকারপুলস্থিত লিলি বেকারি ও কনফেকশনারির কর্ণধার নূর হোসেন মালিক, হাওড়ারবাদস্থিত থ্রি–এফ ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেডের (বেকারি সার্ভিস–মিলোমারজারিন) ইস্টার্ন রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার তরুণ ভূষণ চৌধুরি। কোম্পোরেটরিস্থিত অরুণ রেণা বেকারি ছাড়াও বিভিন্ন বেকারি ও কনফেকশনারি শিল্পের কর্ণধার ও কর্মচারিবৃন্দ।

টোটোচালককে মারায় ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেলুড়ে টোটো চালকদের মধ্যে দাদাগিরিতে অবস্থার অবনতি হয় যাত্রী তোলা নামানোকে কেন্দ্র করে। মঙ্গলবার সকালে বেলুড় জেনারেল হাসপাতাল চত্বরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা টোটোগুলির মধ্যে একটি টোটোতে দুই মহিলা গন্তব্যস্থলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ওঠেন। প্রায় আধ ঘন্টা ফাঁকা টোটোয় বসে থাকার পরে পাঁচজন যাত্রী একসঙ্গে এসে পড়ায় টোটো চালক আগে থেকে বসে থাকা দুই মহিলাকে নেমে যেতে বলায় এর তীব্র প্রতিবাদ করেন মহিলারা।

এর প্রতিবাদ করেন পিছনের লাইনে অপেক্ষা করা অপর এক টোটো চালক। প্রতিবাদী টোটো চালক বলেন যে পাঁচজন এসেছেন তাদেরও নিতে হবে এবং যারা আগে থেকে বসে আছেন তাদেরও নিতে হবে। কিন্তু আগের টোটো চালক তার কথা না মেনে দুই মহিলাকে নামিয়ে দিয়ে পরে আসা ৫ যাত্রীকে নিয়েই রওনা দেন।

যাত্রীদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দিয়ে এসে বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতালে টোটোর স্ট্যান্ডে চড়াও হন প্রতিবাদী চালকের উপরে। প্রতিবাদীকে বাঁচান তো দূরের কথা, সঙ্গ দেন কয়েকজন সঙ্গীও। তাকে মাটিতে ফেলে প্রচণ্ড মারধর করা হয় বলে অভিযোগ করেন অপর টোটোর চালকরা। সোমবারের এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে তার পরের দিন মঙ্গলবার সকালে সমস্ত টোটোর চালকরা ব্যানার পোস্টার নিয়ে প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হন এবং অপর অভিযুক্ত টোটো চালককে উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়ে বালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

এমনিতেই বেলুড় জেনারেল হাসপাতালের চত্বরে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে টোটোর স্ট্যান্ড তৈরি করে যাত্রী পরিবহন করার অভিযোগ শোনা যায় স্থানীয়দের কাছ থেকেই। তার ওপরে ওই ধরনের ঘটনা এলাকায় শান্তির পরিবেশ নষ্ট হয়। নষ্ট হয় রোগী যাতায়াতের রাস্তাও।

Office of the Chakmanik Gram Panchayat

Notice Inviting Tender

Sealed tenders are hereby invited from reliable and bonafide suppliers for supplying the following...

Skilled & Semi-skilled Labour, 1st Class Bricks, Bamboo, Silver sand, Empty cement Bag, Nail, Stone chips, Sand, Cement, Mixture machine etc.

For details please enquire at Chakmanik G.P. Office upto 28/11/2017 from 11:30 am to 3:00 pm on all working days.

Prodhan
Chakmanik Gram Panchayat

Chak/180/17/17/11/17

NOTICE

This is to inform that several four wheelers and two wheelers seized by the Excise Department in course of preventive activities have been confiscated by the Collector of Excise, a list of which has been displayed at the office of the Superintendent of Baruipur Excise District, Padmapukur, Baruipur.

Those willing to appeal against the said order may prefer an appeal before the excise Commissioner, West Bengal having office at 32, BB Ganguly Street, Kolkata-700 012, within 30 days from the date of publication of this notice after which necessary action for disposal of the vehicles shall be initiated as per extant Govt. rules and regulations.

Issued by and on behalf the
Addl. District Magistrate (LA)
& Collector of Excise,
South 24-Parganas.

১৬৭৬(২)/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/১৬.১১.১৭

মহানগরে

এশিয়ার বৃহত্তম ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম খড়গপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রায় ৪০ কোটি টাকা খরচ করে নতুন ধরনের সিগন্যালিং ব্যবস্থা হতে চলেছে খড়গপুরে। আরআরআই ১৯৮০ সালে লাগানো হয়েছিল এই স্টেশনে। কিন্তু পুরনো হয়ে যাওয়ায় আরআরআই-কে সরিয়ে ইলেকট্রিক্যাল ইন্টারলকিং আসতে চলেছে। এই অত্যাধুনিক পদ্ধতির দ্বারা বিপদ অনেকটাই মুক্ত হবে দক্ষিণ পূর্ব শাখায়। এই পদ্ধতিতে কমপিউটার সফ্টওয়ারে মাউস ক্লিকের মাধ্যমেই সেরে ফেলা যাবে সিগন্যালিং। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানালেন দক্ষিণপূর্ব রেলের আইআরটিএস সুচিত্ত কুমার দাস। তিনি বলেন, আগে ভুলবশত একই লাইনে দুটি ট্রেন চলে আসত যা মেক্যানিকাল ফল্ট, কিন্তু এই নতুন ব্যবস্থায় তা কোনও মতেই সম্ভব হবে না। অর্থাৎ ট্র্যাকে যদি একটি ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকে বা ট্র্যাক যদি খালি না থাকে তাহলে কোনও মতে কেউ ভুলবশতও ওই লাইনে ট্রেন দিতে পারবে না। কারণ সিস্টেমই নাকচ করে দেবে। এবং ট্র্যাক খালি হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সংকেত দেবে পরের ট্রেনের জন্য। স্টেশনমাস্টারের অনেকটাই খাটনি কমবে। এই প্রযুক্তি সত্যি অনবদ্য। এছাড়াও আগের পদ্ধতিতে অনেক জায়গা লাগত। কিন্তু এখন মাত্র একটি ঘরেই একটি স্ক্রিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এজন্য ৪ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে এই সিগন্যালিং লাগানোর পদ্ধতি শেষ হবে ১৯ নভেম্বর এদিন সকাল ৮ থেকে রাত ৮ অবধি খড়গপুরের ওপর থেকে কোনও ট্রেন যাবে না। সব ট্রেন বন্ধ থাকবে। এর জন্য দফায় দফায় এই কদিন ধরে ট্রেন বাতিল হচ্ছে। ১৭ তারিখ ২৩টা মেল ট্রেন, ৩ স্পেশাল, ১৩ প্যাসেঞ্জার ট্রেন সহ বিভিন্ন ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। ১৮ তারিখ ২২টা মেল ট্রেন, ৪ স্পেশাল ট্রেন, ১৩ প্যাসেঞ্জার ট্রেন সহ আরও বিভিন্ন ট্রেন বাতিল করা হবে এবং ১৯ তারিখ ৪৩টা মেল ট্রেন, ১৩ টা প্যাসেঞ্জার ট্রেন, ১টি স্পেশাল ট্রেন সহ আরও কিছু ট্রেন বাতিল করা হবে। বিস্তারিত জানতে পারা যাবে www.ser.indian-railways.gov.in এই ওয়েব সাইটে। যাত্রীদের এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে এবং কাউন্টার থেকে সঙ্গে সঙ্গে টাকা ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে। যাত্রীদের কিছু অসুবিধা হবে কিন্তু পরবর্তীকালে এর ফল আমরা পাব যাত্রী সুরক্ষার মাধ্যমে জানালেন কর্তারা।

আবর্জনা নিয়ে উত্তপ্ত হল পুর অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা মহানগরস্থিত ব্যক্তিগত মালিকানার অব্যবহৃত জমি, পরিত্যক্ত জমি, কেন্দ্রীয় সরকারের পরিত্যক্ত জমি, রাজ্য সরকারের পরিত্যক্ত জমি, প্রমোটারের অধিগ্রহণ করা জমি মহানগরের এরকম বিভিন্ন ধরণের অব্যবহৃত জমিতে দীর্ঘদিন ধরে আবর্জনা থেকে জঞ্জাল থেকে রাবিশ থার্মোকলের থালা-বাটি থেকে প্লাস্টিকের ও মাটির গ্লাস ভাঁড় জমা হয়ে ছিল। আর সেটাই যে কলকাতায় ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়ার কারণ তা গত ১৫ নভেম্বর কলকাতা পুরসংস্থার অধিবেশনে ৯৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাম পুর প্রতিনিধি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী উত্থাপন করা প্রস্তাবের জবাবি বক্তব্যে পুর জঞ্জাল অপসারণ দফতরের মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদারের কথা থেকেই পরিষ্কার হল। দেবব্রতবাবু বলেন, 'চলতি মাসের প্রথম ১৪ দিনে পুরসংস্থার আবর্জনা পরিষ্কারের সমস্ত ধরনের গাড়িগুলি তাদের স্বাভাবিক ট্রিপের চেয়েও ৯৩৫টি অতিরিক্ত ট্রিপ করে সারা মহানগর থেকে জঞ্জাল সংগ্রহ করা হয়েছে।' একথা থেকেই পরিষ্কার মহানগরের বিভিন্ন স্থলে জঞ্জাল ছিল। তাতে বৃষ্টির জমা হাজার হাজার এডিস ইজিপ্টাই ও অ্যানোফিলিস স্টিফেনসাই প্রজাতির মশার পকেট তৈরি হয়েছিল। আর তার ফলে মহানগরবাসী গত দেড়-দু'মাসে ভয়ঙ্কর সংখ্যার ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হয়েছে ও মৃত্যু হয়েছে। তবে এতো কিছুর পরে একটা ভালো দিক হল যদিও তাতেও কতটা কাজের কাজ হবে তাতেও জোর সন্দেহ আছে সেটি হল, বড়ো রাস্তায় জঞ্জাল পরিষ্কারের পরে ফের কেউ সেখানে ময়লা ফেলে যাচ্ছেন। এবার থেকে সেই ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে গত দেড় মাসের অধিক সময় ধরে মহানগরে ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া প্রকোপ বাড়ায় পুর কর্তৃপক্ষ জোর অস্বস্তিতে রয়েছে। তার মধ্যেই শীত আসার দোরগোড়ায় গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিতে ফের জল জমার হাজার হাজার পকেট তৈরি হবে। পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, মহানগরের ভাইরোলজিস্টরা ঠিকই আশঙ্কা করেছেন, বৃষ্টির জমাজল থেকে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার মশার বংশবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হলে আবার বিপদ বাড়বে। তবে অতীনবাবু জানান, মহানগরের গড় তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রি নীচে থাকলে মশার দাপট কমবে। যদিও পুরসংস্থার মুখ্য পতঙ্গবিদ ড. দেবাশিস বিশ্বাস বলেন, মশা দমনের কাজের সঙ্গে সরাসরিযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মীরা একটি বিষয় অবশ্যই স্মরণে রাখবেন, পরিবেশের তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে না নামলে মশার দেহের ভেতরে ম্যালেরিয়া পরজীবীরা বংশ বিস্তারের প্রক্রিয়াটি কখনও বন্ধ হয় না। দুর্ভাগ্যবশত, কলকাতার মাসিক তাপমাত্রা জানুয়ারি মাসেও থাকে ১৫ ডিগ্রির থেকেও ৪.৬ ডিগ্রি বেশি। আর তাই শীতের মরশুমেও ম্যালেরিয়া-ডেঙ্গুতে ভোগে কলকাতা মহানগরবাসী।

পুরোন্নয়নে সম্পত্তি করের সেলফ অ্যাসেসমেন্ট সিস্টেম

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের শেষ ছ'বছর তৃণমূল সুপ্রিমো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা-মাটি-মানুষের সরকারের জন্য রাজ্যে সুহানা সফর চলছে। উৎকর্ষ আর উন্নতির ইচ্ছাকে পাথেয় করে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাবাসী। তারই আরেকটি দৃষ্টান্ত হল 'নগরোন্নয়ন এবং পুর বিষয়ক'। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ রাজ্যের প্রতিটি শহরের জন্য 'গ্রিন সিটি মিশনে'-র সূচনা করেছে। দীর্ঘস্থায়ী, পরিবেশবান্ধব, বাসযোগ্য, শক্তি-সাশ্রয়কারী, তথ্য প্রযুক্তি-বান্ধব ও নিরাপদ কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের উপযোগী, মেধাবান্ধব ও বিনিয়োগমুখী করে গড়ে তোলাই এই মিশনটির মূল লক্ষ্য। বর্তমান পরিকাঠামোর পরিকল্পিত উন্নয়ন এবং নতুন পর্যটন আকর্ষণ তৈরির জন্য ছ'টি নতুন উন্নয়ন সংস্থা তৈরি করা হয়েছে। উন্নয়ন সংস্থাগুলি এরকম- দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাস্থিত গঙ্গাসাগর-বকখালি উন্নয়ন সংস্থা (স্থাপন : ২০১৩ সালে), হুগলি জেলাস্থিত ফুরফুরা শরিফ উন্নয়ন সংস্থা (স্থাপন : ২০১৫ সালে), বীরভূম জেলাস্থিত তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন সংস্থা (স্থাপন : ২০১৬ সালে), বীরভূম জেলাস্থিত বক্রেশ্বর উন্নয়ন সংস্থা (স্থাপন ২০১৬ সালে), বীরভূম জেলাস্থিত পাথরচাপুড়ি উন্নয়ন সংস্থা (স্থাপন : ২০১৬ সালে) এবং বাঁকুড়া জেলাস্থিত মুকুটমণিপুর উন্নয়ন সংস্থা (স্থাপন : ২০১৭ সালে)। কলকাতা মহানগরের প্রাণকেন্দ্র থেকে বিশ্ববাংলা সরণি পর্যন্ত অবধি যান চলাচল সুনিশ্চিত করতে 'মা' ফ্লাইওভার, ৭.৪ কিলোমিটার দীর্ঘ উচ্চতাবিশিষ্ট সংযোগকারী পথ নির্মাণ করা হয়েছে। কলকাতা মেট্রোপলিটন এরিয়া'তে ১৪টি এবং এর বাইরে ৩৪টি বৃহৎ জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম (কসবা) নির্মাণ, নজরুলমঞ্চ (রবীন্দ্র সরবরাহ) উন্নীতকরণ এবং পুনর্গঠন হয়েছে। নিউ টাউনের বিশ্ববাংলা সরণির পাশে ৪৮০ একর জমির মাঝে ১১২ একর জলরাশিকে ঘিরে প্রকৃতিতীর্থ বাংলার পর্যটন মানচিত্রে সাম্প্রতিকতম সংযোজন 'ইকো ট্যুরিজম পার্ক' গড়ে উঠেছে। বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলির জলা-বেণুবনচ্ছায়া, রবীন্দ্র সরোবরের প্রথম পর্যায়ের পুনর্নবীকরণ ও উন্নয়ন। দীঘায় আলোকসজ্জাসহ অভ্যর্থনা তোরণ নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

সবুজ ও অন্যান্য শ্রেণিভুক্ত গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত 'এফএআর' (ফ্লোর এরিয়া রেশিও) যুক্ত করে 'কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বিল্ডিং রুলস-২০০৯' এবং 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং রুলস- ২০০৭' এর সংশোধন করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই সবুজ শ্রেণিভুক্ত গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ অতিরিক্ত 'এফএআর' এবং গণগৃহ প্রজেক্ট, হাসপাতাল, তথ্যপ্রযুক্তি, বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ অতিরিক্ত 'এফএআর' অনুমোদিত হয়েছে। আবার কলকাতা পুর এলাকায় 'সম্পত্তি করে'র 'ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট' (সেলফ অ্যাসেসমেন্ট অফ প্রপার্টি ট্যাক্স) ভিত্তিক মূল্য নিরূপণ ব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং কেএমসি অ্যাক্টের (১৯৮০) প্রাসঙ্গিক বিভাগ সংশোধন করা হয়েছে এছাড়া এনডিআইটিএ-সহ সকল পুরসভায় 'ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট' (ইউএএ) ভিত্তিক 'সম্পত্তি কর'-এর মূল্য নিরূপণ ব্যবস্থা চালু করার জন্য 'পশ্চিমবঙ্গ পুর আইন ১৯৯৩'এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। রাজ্যের ১২৩টি স্থানীয় নগর প্রশাসনকে (স্থানীয় পুরসভা) উন্নততর পদ্ধতিতে বর্জ্য পদার্থ প্রচুর পরিমাণে বহন করার জন্য ১৮টি বুক লোডারসহ মোট ১৮৬টি চলমান এবং ২২টি স্থানীয় নগর প্রশাসনকে 'স্টেশনারি কম্প্যাক্টর' দেওয়া হয়েছে।

নাগরিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি : রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গঠনে ২২২টি স্বাস্থ্য প্রশাসনিক ইউনিট, ১৭৮১টি সাব-সেন্টার, ৪৮টি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত সম্প্রসারিত বহির্বিভাগ, ৩৫টি প্রসূতি সদন এবং ২৬টি রোগ নির্ণয় কেন্দ্র যথাযথভাবে তাদের কার্যক্রম করে চলেছে। এরই সঙ্গে বর্তমানের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাকে দৃঢ়তর করতে ৫০ হাজার এবং তারও বেশি জনসংখ্যা বিশিষ্ট ৮৮টি স্থানীয় নগর প্রশাসনে 'ন্যাশনাল আর্বান হেলথ মিশন' (এনইউএইচএম) রূপায়িত হয়েছে। এক ইউএইচএম-এর অধীনে ৪৫৮টি ও ৫৯২জন প্যারা মেডিক্যাল স্টাফ নিযুক্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১০-'১১ সালে রাজ্যে এমবিবিএস (ব্যাচেলর অফ মেডিসিন অ্যান্ড ব্যাচেলর অফ সার্জারি) এবং প্যারা-মেডিক্যাল স্টাফ ছিল যথাক্রমে ৬৯৬ লক্ষ এবং ১৫৮ লক্ষ। বর্তমানে ২০১৬-'১৭ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৯৯৫ লক্ষ এবং ৭৫০ লক্ষ। ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধ-নিয়ন্ত্রণে সকল স্থানীয় নগর প্রশাসনে লার্ভানাশক সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে জ্বরের তত্ত্বাবধানের চিহ্নিতকরণ এবং লার্ভার বংশ-বিস্তারের ক্ষেত্রগুলিকে ধ্বংস করার জন্য স্থানীয় নগর প্রশাসনের পক্ষ থেকে সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিষয় সংক্রান্তের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় রাজ্যে স্থানীয় নগর প্রশাসনের সংখ্যা ১২৫টি। এগুলিতে মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ২,৯২৭টি। তাতে মোট নিযুক্ত কর্মী সংখ্যা ৭,০২,৪৮০ জন। তাতে ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষে মোট অর্থ সরবরাহ ১৩১৭.৭২ লক্ষ টাকা। সর্বমোট ১২৫টি পুর এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপকের সংখ্যা চলতি বছরের ১৫ মে পর্যন্ত ছিল ৩৪ লক্ষ পুরবাসী। ২০১১-র ৩১ মার্চে ছিল মার্চে ছিল মাত্র দু'লক্ষ পুরবাসী। ২০১৬-'১৭-তে পরিকল্পনা খাতে বাজেট সংস্থান ছিল ৩০ কোটি টাকা।

কালীঘাট মন্দিরের সংশ্লিষ্ট এলাকা উন্নয়নের জন্য কলকাতা কর্পোরেশনের এক আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুব্রত বক্সী, এমএমআইসি দেবাশিস কুমার, মিউনিসিপাল কমিশনার খলিল আহমেদ ও অন্যান্য সরকারি দফতরের আধিকারিকরা। যার পৌরহিত্য করেন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়

ভলভো বাসে অভিনব রক্তদান

পার্থসারথি গুহ : রক্তদানের কর্মসূচি তো সারাবছর লেগেই থাকে। বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন থেকে রাজনৈতিক দল প্রত্যেকেই রক্তদানের মহৎ উৎসবে শামিল হন ফি বছর। কিন্তু আস্ত একটা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ভলভো বাসের মধ্যে রক্তদান এমন ঘটনা মনে হয় বিরল। আর সেই বিরল অভিজ্ঞতাই বাস্তবে পরিণত হল গত ১২ নভেম্বর, রবিবার কসবা সুইন হো লেন-নিউ বালিগঞ্জের সংযোগস্থল নিউ বালিগঞ্জ ব্যায়াম সমিতি ক্লাব প্রাঙ্গণে। এই অভিনব রক্তদান শিবিরের আয়োজক ছিল কসবা ৬৭ নম্বর ওয়ার্ড ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। কাউন্সিলর বিজনলাল মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই রক্তদান শিবিরকে অলঙ্কৃত করেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার ও বরো চেয়ারম্যান বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে প্রায় বেলা আড়াইটে পর্যন্ত শতাধিক মানুষের যোগদানে এই রক্তদান শিবির একরকম উৎসবে পরিণত হয়েছিল। মন্ত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্টরা ভলভো বাসের মধ্যে এই শিবির পরিদর্শন করেন এবং আয়োজকদের এই অভিনব চিন্তাভাবনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র ও ছাত্রনেতা সায়নদেব চট্টোপাধ্যায়। ডেঙ্গু নিয়ে বিরোধীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে এদিন সভামঞ্চ থেকে রীতিমতো সরব হন বিদ্যুৎমন্ত্রী। তিনি বলেন, ডেঙ্গু মশার আক্রমণ থেকে শুধু বিজেপি বা সিপিএম নয়, রেহাই মিলছে না তৃণমূল সমর্থকদের। তাই শুধুমাত্র সংকীর্ণ রাজনীতি না করে এই মশাবাহিত রোগের বিরুদ্ধে সার্বিক ভাবে পথে নামা উচিত দলমত নির্বিশেষে সব ধর্মের রাজনৈতিক দল ও ক্লাব সংগঠনের। মানুষের অজ্ঞাতে তাঁর বাড়িতে জল জমছে কিনা তা দেখার জন্য সকলকে এগিয়ে আসার আবেদন করেন এই বর্ষীয়ান মন্ত্রী। একই সঙ্গে নিজ নিজ অঞ্চল সাফসুতরো করে তোলার দিকেও জোর দেন তিনি। পুরনো অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন, বাম জমানায় বিভিন্ন মশা বাহিত রোগ থেকে মানুষকে সচেতন করে তুলতে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে জায়গায় জায়গায় শিবির গড়ত তৃণমূলের স্বেচ্ছাসেবক কর্মী সমর্থকরা। অথচ ডেঙ্গু মশা প্রতিরোধে রাজ্যে বিরোধীদের কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। শুধুমাত্র সমালোচনার বেলায় তাঁরা থাকছেন। ৬৭ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের এই রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি এখানে বিনামূল্যে চক্ষু ও অন্যান্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং মরণোত্তর চক্ষুদান কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। কাউন্সিলর তথা ৬৭ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বিজনলাল মুখোপাধ্যায়ের এই উদ্যোগকে সফল করে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন যুব নেতা রঞ্জিত রায়, রূপম জানা, পার্থ নাগ ও লাল্টু সরকার।

এমএসএমই -র শিল্প প্রদর্শনী

প্রিয়ম গুহ : ২২ থেকে ২৪ নভেম্বর অতিক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কলকাতার বরানগর ক্যাম্পাসের এক তিনদিন ব্যাপী জাতীয় স্তরের ভেন্ডার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের তথা শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট এই সংস্থার মূল দায়িত্ব হল অতিক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগীদের বিপণনের জন্য সুবিধা করে দেওয়া। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০টি স্টলের আয়োজন করা হয়েছে যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় রয়েছে ১১টি স্টল এছাড়াও থাকছে ব্যাঙ্গালোর, পুনে, মুম্বাই সহ বিভিন্ন রাজ্যের স্টল এবং ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি শিল্পোদ্যোগীদের জন্য থাকা পরিকল্পনা বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনা সভারও আয়োজন করা হবে। এই কর্মসূচিতে পশ্চিমবাংলার সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারিমন্ত্রক দফতর ও রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা ছাড়া শিল্পে ব্যবহৃত সামগ্রি নির্মাতা বা পরিষেবা প্রদানকারী ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলি অংশ নিচ্ছেন। এমএসএমই-র পক্ষ থেকে ডিরেক্টর অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭ নভেম্বর এ বিষয়ে জানান প্রেস ক্লাবে। সঙ্গে ছিলেন অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর সঞ্জীব আজাদ এবং চিত্রেশ বিশ্বাস।

অজয়বাবু এ বিষয়ে আরও জানান ভারত সরকার ২০১২ সালে ১ এপ্রিল এক সরকারি ক্রয় নীতিতে বলেছেন সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাকে তাদের প্রয়োজনের ২০ শতাংশ নিতে হবে এমএসএমই রেজিস্টার প্রাপ্ত সংস্থার কাছ থেকে। এ নিয়েও বিশদে আলোচনা হবে এই অনুষ্ঠানে এবং নতুন শিল্পোদ্যোগীদেরও এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এই অনুষ্ঠানে। তবে সরকারের এহেন উদ্দেশ্য কতটা প্রয়োজনীয় মানুষের কাছে পৌঁছতে পারবে সে নিয়ে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে কারণ প্রচারের অভাব।

দ্বিশতবর্ষে উইলিয়াম কেরির শ্রীরামপুর কলেজ

রিম্পি ঘোষ : দ্বি-শতবর্ষে পদার্পণ করল শ্রীরামপুর কলেজ। আজ থেকে দুশো বছর আগে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে উইলিয়াম কেরি, জোহুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। সেই সময় শ্রীরামপুর ছিল ডেনমার্কের উপনিবেশ। ডেনিস রাজ ফ্রেভারিক ষষ্ঠ ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ২৩ ফেব্রয়ারি কলেজ নিয়ে একটি রাজকীয় সনদ পেশ করেন। উইলিয়াম কেরি, জোহুয়া মার্শম্যান ও তাঁর পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান প্রথম কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন।

যেখানে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে কেরি রোডে কলেজটি স্থানান্তরিত হয়। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্ক নিজেদের সব ঔপনিবেশিক সম্পত্তি ইংল্যান্ডের কাছে বিক্রি করে দেয়। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি কলেজ পরিচালনা দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেয়। পরের বছর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সদ্য প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই কলেজ স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে বিএ ডিগ্রি স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ৪ ডিসেম্বর স্নাতক স্তরে প্রথম ব্যাচ পাশ করে। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ-১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আরও প্রায় ৬৯ জন স্নাতক হন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল শ্রীরামপুরে কলেজ আইন-১, ২, ৩ ও ৪ পাশ করে। এই কলেজে অধ্যক্ষ পদে উইলিয়াম কেরি ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ-১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ও জোশুয়া মার্শম্যান ১৮৩২-১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বর্তমানে এই কলেজের অধ্যক্ষ হলেন ভ্যানস্যাংগ্লাম ভ্যাংছংগ। কলেজ সূত্রে জানা যায় স্নাতক স্তরে কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য এই তিনটে বিভাগে প্রায় ১৬টি বিষয়ে সাম্মানিক স্নাতক ও মেজর বিষয়ে প্রায় পাঁচটি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়। এছাড়া, ধর্মতত্ব বিভাগে চারটে বিষয় পড়ানো হয়। স্নাতকোত্তর স্তরে প্রাণী বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও শারীরবিদ্যা পড়ানো হয়। স্নাতকোত্তর স্তরে ৬৫ জন, ধর্মতত্ব বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা আছে। সেখানে প্রায় ২৫০ জন আবাসিক থাকেন কলেজে অধ্যাপক-অধ্যাপিকার সংখ্যা প্রায় ৯২ ও অশিক্ষক কর্মীর সংখ্যা প্রায় ৪৬।

কলেজেই রয়েছে বিখ্যাত কেরি লাইব্রেরি। এখানে প্রায় ১৬,০০০ দুর্লভ গ্রন্থ আছে। প্রথাগত শিক্ষাদানের পাশাপাশি এখানে স্বল্পসময়ে পেশাদারী কিছু বিষয়ও পড়ানো হয়। সাংবাদিকতায় ১ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স (আসন সংখ্যা ৪০), অ্যাপ্লায়েড সোসিওলজি (আসন-৩০টি), ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট কোর্স পড়ানো হয়। এছাড়া, আসন্ন ডিসেম্বরে সার্টিফিকেট কোর্স ইংলিশ যার এফেকটিভ কমিউনিকেশন চালু হবে। এটি ৬ মাসের কোর্স এবং আসন সংখ্যা ৪০।

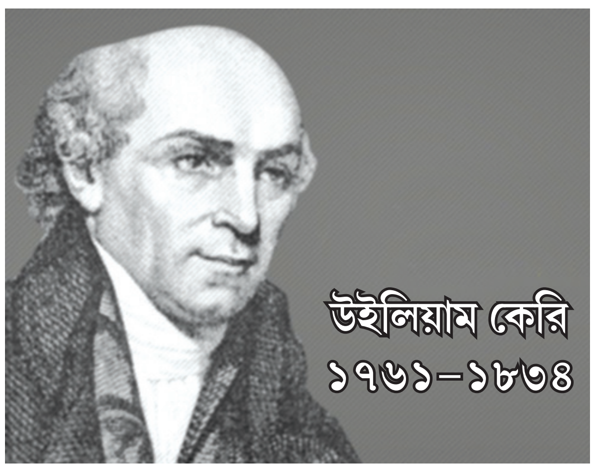

মাঙ্গলিকী

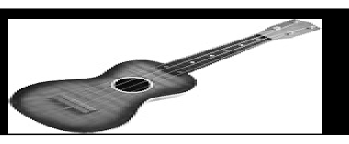

‘নীড় ছোটো আকাশ তো বড়’ সমৃদ্ধ ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা মঞ্চের আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সত্যিই তাই। খুবই অপ্রশস্ত ঘর। সেখানে উপস্থিত জড়ো হয়েছেন ৩১ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত ও বাচিক শিল্পী। সকলেই বয়স্ক। সুতরাং এত অপ্রশস্ত ঘরে এত জন বয়স্ক মানুষের জমায়েত কিছুটা শরীরিক অস্বস্তি সৃষ্টি করে বৈকি। তবে লিটল ম্যাগাজিন জগতের সুধীজনের কাছে এটা কোনও ধর্তব্যের বিষয়ই নয়। তাঁরা মেতে ওঠেন ‘সৃষ্টি সুখের উল্লাসে’ আর সেটাই ঘটল গত ৩রা নভেম্বর ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা মঞ্চের আসরে। (শ্রীমানি মার্কেট অবস্থিত সুভাষ লাইব্রেরি সংলগ্ন সভাঘরে)।

আসরে সকলকে স্বাগত জানালেন সংগঠনের কর্ণধার ঋষিন মিত্র। সাথে রইলেন তাঁর বহু শখের সহযোদ্ধা নিত্যানন্দ দাস। শ্যামল বিশ্বাস গীত ব্রহ্ম সঙ্গীত (‘জীবনে আমার যত আনন্দ পেয়েছি’) দিয়ে আসরের শুরু। পরে গান শুনিয়েছেন কবিকান্ত মণ্ডল, বাসুদেব দাস (ভগিনী নিবেদিতাকে নিয়ে স্বরচিত, স্বসুরাপিত গান), প্রশান্ত দাস (একতারা সহ বাউল গান—অনবদ্য পরিবেশন—অভিনন্দন!), মনোজ কুমার মিত্র, ভক্তি মিত্র (‘চোখের আলোয় দেখেছিলাম’—হৃদয়স্পর্শী পরিবেশন), পৃথা শেঠ (দুটি বিখ্যাত দ্বিজেন্দ্র গীতি পরিবেশন করলেন, সকলের মন ছুঁলো), শ্রীময়ী চক্রবর্তী (‘আমার সকল রসের ধারা’—সবার হৃদয় ছুঁলো), অতি বরিষ্ঠা ঝর্ণা গাঙ্গুলি (‘চাহিয়া দেখা’—অতি হৃদয়স্পর্শী পরিবেশন), চন্দ্রানী কর্মকার (‘তাই তোমার আনন্দ’—হৃদয়স্পর্শী পরিবেশন), কৃষ্ণ পাল (‘এ জীবনে যদি দেখা হয়— বাংলা গানের স্বর্ণ যুগকে সবাইকে মনে করিয়ে দিল) প্রমুখ।

এদিন যাঁদের স্বরচিত কবিতা এই প্রতিবেদকের ভালো লাগল তারা হলেন ঝুনু ভৌমিক (‘অজস্র হারানো ঘুড়ি’), অরুপ বন্দ্যোপাধ্যায় (‘মেঘ ও রৌদ্র’), রীতা দত্ত (‘আজও খুঁজি), নিত্যানন্দ দাস (‘তৃতীয়ার চাঁদ—এছাড়া বৈজ্ঞানিক মোলায়সকে নিয়ে বক্তব্য রাখেন), সঞ্জিত কুমার দুবে (‘আলোর দিশা’), ডরোথি ভট্টাচার্য (‘আর্ত’), প্রিয়জিত ভৌমিক (‘স্বপ্ন’), আরতি দে (‘স্বাধীনতার জয়) প্রমুখ।

এদিন বাচিক শিল্পী হিসাবে মালা চ্যাটার্জির পাঠ মল্লিকা সেন গুপ্তের বিখ্যাত কবিতা ‘আমার দুর্গা’–র পরিবেশন ছিল এককথায় অনবদ্য। তিনি আরও একটি কবিতার পাঠ শোনাতে আগ্রহী ছিলেন কিন্তু সময়ের অভাবের জন্যে সেটা তাঁকে করতে দিতে পারেননি সঞ্চালক কর্ণধার ঋষিণ মিত্র। এটা মালা দেবীও বোঝেন। তবে এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্র এমন একটি মন্তব্য করলেন তা এই প্রতিবেদকের কানে বাজলো—ঋষিণ মিত্র মালা চ্যাটার্জীকে বললেন, ‘এখানে সবাই নিজের লেখা পাঠ করেন, অন্যের নয়।’ তাই কি? তাহলে অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় কি করে পাঠ করলেন রত্নেশ্বর হাজরা ও পি সি সরকার জুনিয়রের কবিতা? অসীম চৌধুরী কি করে পাঠ করলেন অতুল প্রসাদের কবিতা? এদিন যাঁদের গল্প ভালো লাগল তাঁরা হলেন সুজিত দাস, মনোজ কুমার মিত্র, ডাঃ শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। রাণা পাল ত্রিসপ্তকের সুদীর্ঘ কাল ধরে পথ চলার কথা মনোগ্রাহী ভাবে বললেন তাঁর ভাষণে।

আসরের সমাপ্তি টানলেন ঋষিণ মিত্র গান দিয়ে। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাইফোঁটা নিয়ে লেখা কবিতাতে সুর দিয়েই শ্রী মিত্র অনবদ্য সঙ্গীত পরিবেশন করলেন— আসরের সুন্দর সমাপ্তি ঘটল।

যোগাযোগ : ঋষিণ মিত্র, মোবাইল : ৮৬৯৭২৯০৭৬৫।

নিত্যানন্দ দাস, মোবাইল : ৯৮৩০৮৮৯৮৯৭।

গাঁথানি ও মাভৈইয়ের সুরসন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গাঁথানি সঙ্গীত পরিবার শশীভাই গাঁথানিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সুরে সুরে গানে গানে এক সঙ্গীতমূখর সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছিল ১১ নভেম্বর ২০১৭ শনিবার যোগেশ মাইন আকাদেমি হলে বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে। মাভৈইয়ের শিল্পীরা গান, নাচের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সুরের ভেলায় ভাসিয়ে নিয়ে চলে। সলিল চৌধুরির সুর দেওয়া বিভিন্ন গানে এবং নাচে এক গীতি আলেখ্য সকলের মন জয় করেছে। সকল শিল্পীরাই একে অপরকে টেক্কা দিয়েছেন।

অনুষ্ঠানের সমগ্র পরিকল্পনায় ছিল শশীকান্ত গাঁথানি তাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মাভৈ এবং ব্যবস্থাপনায় ছিলেন প্রণব দাস। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন দীপান্বিতা সেন, চন্দন দাস, দয়াময়, শিপ্রা হালদার, অশোক ঘোষ, সুমিত্রা রায় কর্মকার, শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, মুক্তি রায়, জয়শ্রী ভট্টাচার্য, মৌসুমি কর্মকার সহ আরও অনেক শিল্পীরা। এদের সঙ্গে যন্ত্রাংশ সঙ্গীতে সহযোগিতায় ছিলেন তবলায় দেবাশিস সরকার,জাদুমনি দত্তরায়, অরগ্যানে ছিলেন উত্তম মুখার্জি, অক্টাপ্যাডে সীমান্ত রায় মুখার্জি, এবং স্প্যানিশ গিটারে সিদ্ধার্থ ব্যানার্জি।

এদিনের সন্ধ্যায় গাঁথানি ক্যাসেট অ্যান্ড সিডির পক্ষ থেকে মাস্টার সাংকুর শেঠের ইলেকট্রিক গীটারে ৮টি অনবদ্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর ‘আজি শুভ দিনে’ নামক এক সিডির উন্মোচন করা হয়। যার উপদেষ্টা দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় এবং সঙ্গীতায়োজনে রামকৃষ্ণ প্রামাণিক। ইলেকট্রিক গীটারের মাস্টার সাংকুরের সবকটি রবীন্দ্রসঙ্গীতই সকলের মন কাড়বে। যার দাম রাখা হয়েছে ৬৯ টাকা।

নিখিল ভারতের সাপ্তাহিক সভা

শ্রেয়সী ঘোষ : প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে শরৎচন্দ্রের বাসভবনে ‘নিখিল ভারতবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন’ এর দক্ষিণ কলকাতা শাখা এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। সেই মত বৃহস্পতিবার ৯ নভেম্বর যে আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়, তার বিষয় ছিল ‘সাহিত্যের চিত্ররূপ (১ম পর্ব)’। বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। সভাপতির পদটি অলঙ্কৃত করেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. সব্যসাচী ভট্টাচার্য। শঙ্কর ঘোষ তাঁর বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি নিয়ে যে সব ছবিগুলি নির্মিত হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলেন। প্রসঙ্গ সূত্রে এলো সত্যজিৎ রায়ের ‘তিনকন্যা’, ‘চারুলতা’র কথা, তপন সিংহের ‘কাবুলিওয়ালা’, ‘ক্ষুধিত পাষাণ’, ‘অতিথি’র কথা। এছাড়া নির্বাক থেকে সবাক যুগের এ যাবৎ নির্মিত রবীন্দ্র গল্পের চিত্ররূপ নিয়ে তিনি বললেন। বক্তব্যের পর তিনি গেয়ে শোনালেন ‘তার অন্ত নাই গো যে আনন্দ’ (খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন), ‘আমি চিনি গো চিনি’ (চারুলতা), ‘আমার মুক্তি আলোয়’ (অতিথি), ‘না চাহিলে যারে পাওয়া যায়’ (মেঘ ও রৌদ্র), ‘যে রাতে মোর দুয়ারগুলি’ (ক্ষুধিত পাষাণ) প্রভৃতি রবীন্দ্র সঙ্গীতগুলি। দর্শকদের তিনি মুগ্ধ করলেন তাঁর বক্তব্যে ও গানে। সেই কথাই বললেন সব্যসাচী ভট্টাচার্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কাজটি করলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ড. মনোতোষ দাশগুপ্ত। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন দক্ষিণ কলকাতা শাখার সভাপতি প্রদীপ গুহ ঠাকুরতা। প্রতি মাসে এক একেকজন লেখকের লেখার চিত্ররূপ নিয়ে বলবেন ড. শঙ্কর ঘোষ।

কল্যাণী নাট্য অনুশীলনের ভূতের ঘটকালি

সব্যসাচী সান্যাল : শীতের হাল্কা ঠান্ডা অনুভূতি ভোরবেলা ও সন্ধেবেলায় টের পাওয়া যাচ্ছে। এমনিতে কল্যাণী শহরে শীতকালে তাপমাত্রা কলকাতার থেকে দুই ডিগ্রী কম থাকে তাই পড়ন্ত বিকেলে শহরে শীত আসছে জানান দিচ্ছে। সামনের দিনগুলো কল্যাণী সেন্ট্রাল পার্কে বইমেলা ও নানা ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাথে মুখরোচক খাবার আস্বাদনের মধ্যে দিয়ে আশেপাশের অঞ্চলের বাসিন্দাদের সকলের সময় ভালই কাটবে। পুরসভার দেখভাল করার ব্যবস্থা বেশ ভাল। বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাস্তাঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমত হচ্ছে। প্রতিদিন কামান দেগে মশার উৎপাত কমানোর চেষ্টা হচ্ছে অবশ্য কামান থেকে নির্যাতিত ধোঁয়া কতটা কার্যকার তা বলা মুস্কিল। কারণ দেখা যাচ্ছে সন্ধেবেলায় ডেঙ্গু মশা কানের কাছে ভনভন করে বিরক্তি উৎপাদন করে। শহরের রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, খানা, ডোবা প্রায় নেই বললেই চলে। রাজ্যে মৃত্যুহরণকারী ডেঙ্গু মশারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় এবং তার আশেপাশের অঞ্চলে নিজেদের বাসস্থান তৈরি করে মানুষের আতঙ্ক বাড়িয়ে চলেছে। কলকাতার মানুষ অবশ্য নিজেদের সচেতনার অভাব প্রমাণ করে ছোটো ছোটো জায়গায় এখনো জমা জলের ব্যবস্থা করে ডেঙ্গু মশাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। এর সাথে অবশ্য রাজ্য প্রশাসনের ডেঙ্গুর পুন: আত্মপ্রকাশকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে সমস্যা আরও জটিল করে তুলেছে। তা কলকাতা শহরে যাই ঘটুক না কেন আশেপাশের পঞ্চায়েত এলাকায় দু একজন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেলেও এই শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাসিন্দারা সেদিক থেকে বেশ নিশ্চিন্ত। তাই সাংস্কৃতিক শহর কল্যাণীতে শীতকে আহ্বান করে ২২ নভেম্বর থেকে কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্রালয়ের আর্থিক সহযোগিতায় ও কল্যাণী পুরসভার সৌজন্যে সৌপ্তক–এর আয়োজনে ২২ নভেম্বর থেকে ২৬ নভেম্বর রাজ্যের বিভিন্ন নাট্যদলের ঋত্বিক সদন প্রেক্ষাগৃহে প্রতিদিন সন্ধ্যে ৬.৩০ থেকে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর নাটক পরিবেশিত হবে। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন অর্থাৎ ২২ নভেম্বর বুধবার বেলঘরিয়া অভিমুক প্রযোজনায় নাটক ‘কোজাগরী’ নির্দেশনা কৌশিক চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় দিন ২৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার শান্তিপুর সাংস্কৃতিক প্রযোজনায় ‘গুলি’ নাটক নির্দেশনা কৌশিক চট্টোপাধ্যায়। তৃতীয় দিন অর্থাৎ ২৪ নভেম্বর শুক্রবার নান্দীপট এর প্রযোজনায় আরশি নাটক তীর্থঙ্কর চন্দ ও নির্দেশনা প্রকাশ ভট্টাচার্য।

চতুর্থ দিন অর্থাৎ ২৫ নভেম্বর শনিবার দুটি নাটক অনুষ্ঠিত হবে। বীজপুর চতুর্থ সূত্র প্রযোজনায় অমরেন্দ্র চক্রবর্তী অনুসৃত নাটক ডাকাত হীরু, নির্মাণ অয়ন জোয়ারদার আর একটি নাটক সৌপ্তক নাট্যসংস্থার প্রযোজনায় পদ্মপারের পদাবলী, নাটক রচনা জসীমউদ্দিন, সঙ্গীত শুভেন্দু মাইতি আঙ্কিক মধুমিতা পাল নির্মাণ অয়ন জোয়ারদার। ২৬ নভেম্বর অর্থাৎ রবিবার উ: দিনাজপুর বিচিত্রা নাট্যসংস্থার প্রযোজনায়

নাটক টুসুমনি ও নির্দেশনায় ঋষি মুখোপাধ্যায় আর হাওড়া ব্রাত্যজনের প্রযোজনায় ইঁদুর মানুষ মূল কাহিনী জন স্টেইনবেক নাটক ও নির্দেশনা দেবাশীষ বিশ্বাস। কিছুদিন আগে নাট্য অনুশীলন কেন্দ্রের পরিবেশনায় ও সন্দীপ চৌধুরীর যোগ্য নাট্যপরিচালনায়, সাহিত্যিক বিমল চন্দ্র গড়াইর হাসির নাটক ভূতের ঘটকালি গত ২৯ অক্টোবর কল্যাণীর ঋত্বিক সদনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কল্যাণীর পুরপ্রধান নিজে একজন সাংস্কৃতিক সচেতন ব্যক্তি ও নাট্যপ্রেমী হওয়ার সুবাদে স্বল্প ভাষণে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করে প্রেক্ষাগৃহ ভর্তি উপস্থিত দর্শককে নাটক দেখার প্রতি আগ্রহকে উৎসাহিত করেছেন। নাটকের বিষয়বস্তু সাধারণ এবং পুরোপুরি অবাস্তব হওয়া সত্ত্বেও কতগুলি কঠিন সত্যতুলে ধরা হয়েছে। আগেকার দিনে বংশ রক্ষার নামে বহু বিবাহ প্রথা চালু ছিল। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় তা একটু অন্যরকম প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। বাবা মায়ের অবর্তমানে সংসারে সুন্দরী তরুণীদের অর্থলোভী মামীদের মত আত্মীয়াদের ষড়যন্ত্রে এই সমাজে একশ্রেণির দোজবর বৃদ্ধদের পুন:বিবাহের নামে যৌন লালসার স্বীকার হতে হয় এবং এদের অর্থ প্রভাব প্রতিপত্তির কাছে অসহায় হতে হয়। মনুষ্য সমাজে যখন এই কঠিন ব্যাধি সারিয়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না তখন এই ধরনের পটভূমিতে কাল্পনিক ভূতকে নাটকের আকার দিয়ে কল্যাণীর নাট্য অনুশীলন কেন্দ্র তা পরিবেশন করল ভূতের ঘটকালি। নাটকের কাহিনী প্রতিকী ভিলেন ৭০ বছরের দোজবর রমেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে যে মামীর পরিবারে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাপ, মা মরা নাতনীর বয়সী সুন্দরী রুপালীকে বিয়ে করতে চায়।

এরজন্য রুপালীর মামীকে প্রচুর অর্থ দিয়ে হাত করে নেয়। অংশগ্রহণকারী নতুন নাট্যশিল্পীদের মজার কিছু সংলাপ প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণদর্শকরা উপভোগ করেছে। আদরের নাতনী রুপালীকে তার দাদু ভূত হিসাবে প্রকাশ করে যারা এই কাজের সাথে জড়িত তাদের মনে নানা রকম ভীতির সঞ্চার করে বৃদ্ধ রমেন্দ্রনাথ ও তার সাঙ্গ পাঙ্গদের বিয়ের মন্ডপ থেকে পালানোর ব্যবস্থা করে এবং এই ধরণের জঘন্য কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য রুপালীর মামীকে না ভাবে ভয় দেখায়। এমনিতে ভূত সম্বন্ধে মানুষের কৌতুহল থাকে সেখানে মঞ্চে জ্যান্ত ভূত দেখে হল শুদ্ধ লোককে হাসানো সন্দীপ চৌধুরীর পরিচালনায় নাটকের সার্থকতা। অবশেষে ভূতবেশী দাদু যোগা বিয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র জোগাড় করে তার আদরের নাতনীর বিয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে উপস্থিত দর্শকদের নিশ্চিন্ত করে। বিভিন্ন চরিত্রে নাটকের অংশগ্রহণকারীরা ছিল প্রতিমা, অদিতি, পার্থ, বিমল, উত্তম, কানু, বিধান, কেষ্ট, সাগর, সুদীপ্তা, রুপা, পিন্টু, রুপম এবং বাকিরা তাদের চরিত্র যথাযতভাবে ফুটিয়ে তুলে দর্শকদের মনোরঞ্জনে সাহায্য করেছে।

ভগীরথ সময়

নির্মল নিয়োগী

ভগীরথ আছে
ছুটন্ত শতাব্দীর কলসীঘাটে,
মুহ্যমান!
শাপভ্রষ্ট সগর বংশ
জাহ্নবীর তোয়াক্কা করেনি
..... শঙ্খনাদ–ও বিভ্রান্ত।
মন্দাকিনী পথ হারিয়েছে বেতসের বনে
–কখন যে ভগীরথ আসবে
নিয়ে যাবে কপিল আস্তানায়,
সাগরসঙ্গম পুলকিত হবে
পুণ্যতোয়া লিপ্ত হবে কলুষ সংহারে –!

হাতের ঘড়ি আমার
মেপে চলেছে ভগীরথ সময়

(বর্ধমান)

না–কথার দূরত্ব

শমিত কুমার দাস

ক্রমশঃ গড়াচ্ছে রাত
সব কথা শেষ হয়ে গেলে
চুপ করে থাকাই সভ্যতা
অযথা দু–চারটে শব্দ লোফালুফি করে
চিন্তার ট্রাপিজের খেলা
কোথাও নেবে না।

বিনা আয়োজনে চাঁদ আলো ছড়াচ্ছে
এলোমেলো জ্যোতস্নার অপচয়ে
ধুয়ে যাচ্ছে না – কথার সমকালীন দূরত্ব।

(গড়িয়া)

বিকৃত বিবর্তন

পিন্টু অধিকারী

বদল হয়নি রংচ মনের গভীরে,
ক্লান্ত, শ্রান্ত শরীরি অবয়ব শুধু নিয়েছে জন্ম;
দেহ থেকে দেহের জন্মান্তরে,
নির্বাক চেতনা, লোভাতুর জৈবিক সত্বা
আজ মুখ ঢাকে,
বিকৃত আত্মার বিদগ্ধ অন্তরে
পাষাণ হৃদয়, কামনা বাসনার বাহু
প্রসারিত আজ
নির্লজ্জ দেহের প্রাচীরে।
ক্ষমা নেই, শুধু অনাকাঙ্খিত
প্রাণের স্পন্দন প্রতিধ্বনিত
দেহের বিবরে।

(মালিয়া, হুগলী)

জীবনের পথে

বিক্রমজিত ঘোষ

আকাশ–পাতাল চিন্তার মাঝে
মন কখনও দোলা দেয়।
অগুণতি ভালোবাসার মধ্যে
মন দেয় কখনও সে সাড়া।
নিস্তেজ মনে থাকার উপায় নেই,
সব সময়ে ভাবনা আসে মনে।
তারই তাগিদে আমরা ভেসে যাই
অজস্র চিন্তার মাঝে –
আর কখনও বা ঠোক্কর খাই
কোনও টুকরো পাথরে,
যা প্রায়শঃই পড়ে থাকে
জীবনের এগোবার পথে।

(রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া)

কয়লা

দেবকুমার মুখার্জী

আলো থেকে আলো জন্মায়
যেমন অন্ধকার থেকে অন্ধকার
যে, আলো নিয়ে জন্মেছে
সে কখনো অন্ধকার হয় না।
বিপরীতে অন্ধকার থেকেও আলো হয়
উপযুক্ত পরিবেশের চাপে ও তাপে।

(কাটোয়া–নিশানতলা, পূর্ব বর্ধমান)

শেষবারের মতো

ঝুনু ভৌমিক

প্রিয় শরত চলে যায় আপন খেয়ালে
রেখে যায় বসন্তের দুয়ারে – – –।
সায়াহ্নের পড়ন্ত বেলায়
বকুলের পাতাঝরা সবুজের নীচে
মনে পড়ে সঙ্গীর আত্মমগ্ন মুখ।
পালকের উড়ে যাওয়া মন
গেয়ে ওঠে রং দে বাসন্তী।
সামনেই একফালি মধুজন্ম তেষ্টার মাস
চলে চলে ছুটে চলি
ধানক্ষেত, রাঙামাটি, ভুবনডাঙার মাঠ –
হই হই করে খুলে দেব
মনদুয়ারির আবদ্ধ দুয়ার
তুমি ডেকে নিলে
শেষবারের মতো আগুন–পোকা হব।

(সালকিয়া, হাওড়া)

ব্যাথার অবসান

পাপিয়া দে (দাস)

এক নিমেষেই রাত্রি হয় ভোর
তোমায় পাশে দেখি হঠাত আলোয়
অজানা পথে অন্ধকারেই ছিলে
চিরদিনের পরিচয়ের পরশে
হৃদয় মাঝে খুঁজতে খুঁজতে
সব হারানোর মাঝে মিলনেতে।

(বেলগাছিয়া, কলকাতা–৩৭)

সম্পর্ক

শর্মিষ্ঠা মাজি

পাঁচিল পড়ে গেল
ভাগ হয়ে গেল
জ্বলন্ত আগুন
সম্পর্ক ভেঙে খানখান্
সত্বা বিকায় গণতন্ত্র, মিথ্যাচার
দাদা হল দূরের, শ্যালক আপন
বোনের রাখী ঠাকুর ঘরে
ভাবছে বোন কী যে করি !
ভাইপো এসে বলল শোন পিসি,
ঠান্মা এখন বৃদ্ধাশ্রমে,
জেনে রেখো এটা মায়ের ভবিষ্যত।

(বাঘাযতীন, কলকাতা)

জীবন মানে

সতীরঞ্জন আদক

তুমি চুপ থাকবে, কিছু বলবে না
বলব তবে কাকে ?
তবুও খুশীতে পা বাড়াই
দূরে পথের ডাকে।
বুকের মধ্যে উথাল ঢেউ
মাঝি ভাটেল গানে
সোহাগী সুরে তোমাকে খোঁজে
অমৃতের সন্ধানে।
ভালবাসার ভাগ হয় না
থাকলে কাছাকাছি
জীবন মানেই অনেক স্বপ্ন
তুমি আছো আমি আছি

(গুড়েঘর, বিষ্ণুবাটি, পূর্ব বর্ধমান)

হারানো অতীত

সীতারাম ভকত

যেভাবে চলছে বর্তমান
ভবিষ্যত কী সেভাবেই কাটবে !
হবে নাকো কিছু উজ্জ্বল ?
হারানো অতীত ফেরেনাকো কোনদিন
এটা নিশ্চয় !
রাঙতায় মোড়া বুঝি ঝলমলে দিন
ছিল সুখ স্বপ্নে রঙীন
আজ অনেকটা পথ পিছনে ফেলে
দুরন্ত ঝড় কিছু দু–হাতে ঠেলে
শান্ত শীতল এই শীর্ণ কলেবর
মৃত্যুপথযাত্রী – তাই অলস প্রহর গুণবে।
রূপালী চাঁদ আর রূপকথা হয়ে
ঝরে পড়বে না
ঝলসানো রুটির মতোই শুধু
নীলাকাশে দুলে দুলে উঠবে।
তবু মন চায় বারেক অতীতকে ফিরে পেতে
জীবনমরুতে যা সুখস্মৃতি বয়ে আনবে।
আজো তাই ফেরার প্রতীক্ষায়
মনের দরজা খুলে রাখি
কোনদিন যদি মনে পড়ে
ফিরে আসে নীড়ে
অতীতের নীড়–ভাঙা পাখি।

(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

কণা

পার্থসারথি সরকার

এক কণা তুমি
এক কণা আমি
কণায় কণায় মেশে ভাবের অণু
প্রেমের আকাশ গড়ে মনের পরমাণু
এই তুমি নেই
এই আমি নেই
আকাশ লীন হয়ে আসে
কণা মেলায় মহাকাশে
সেই তুমি আর আমি আসি ফিরে ফিরে
এই পৃথিবীর কোন দুটি তীরে
এক কণা তুমি
এক কণা আমি ....।

(পশ্চিম পুটিয়ারী)

বুলবুলির সাজ

চন্দ্রাদিত্য চন্দ্র

আয়রে পাখি বুলবুলি
বঁধে দেব চুলগুলি
নাকে দেব নথ টানা
আয়নায় দেখ মুখ খানা
পাখী তোর হলদে শাড়ী
যাবি কি মামার বাড়ী
তাড়াতাড়ি সেজে নে
মিষ্টি পান খেয়ে নে।
ঠিক চারটেয় আসবে টোটো
বরে নে বাঁধা জুতো
ব্যাগে নে ফোন–টা
গুছিয়ে নে মন–টা।

নলদাঁড়ি ঘাট

মানস চক্রবর্তী

বুড়ুলের নলদাঁড়ি ভারতের গর্ব
জ্ঞানী গুণী দেশপ্রেমী মানে এটা স্বর্গ
জেনে রেখো এই ঘাট বিপ্লবী তীর্থ
বিপ্লবী বন্ধুর তরী হেথা ভিড়ত
এই ঘাটে লেগে আছে সংগ্রামী রক্ত
তাঁদের আত্মত্যাগ হয় নি যে ব্যর্থ
এ ঘাটের ইতিহাস থাকবে না থমকে
যত পড়ি যত জানি তত উঠি চমকে

(বাওয়ালী, দঃ২৪ পরগণা)

রাজার ঢাক

রণজিত কুমার সরকার

স্বর্গরাজ্য গড়বেন রাজা
ক্ষুধার্ত পেট পাক না পাক পূজা
বাজুক বাজুক আনন্দের ঢাক
মনের দরজা খুলি শব্দে
পূজা পার্বণ থাক বা না থাক।

বাজুক স্বর্গ গড়ার ঢাক
তাক ধিনা ধিন তাক,
স্বপ্ন রাজ্য হোক না হোক
বাজুক প্রচারের ঢাক।
(কুশমাণ্ডি, দঃ দিনাজপুর–৭৩৩ ১৩২)

সৈনিক

বিজন চন্দ

সময়ের শেষে বাজে হুইসিল
প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যাচ্ছে স্পেশাল ট্রেন
আমি যে সৈনিক
নিয়েছি মাতৃভূমি রক্ষার দায়
সংসার সীমান্তে পূর্ণচ্ছেদ।
বেদনার সিন্ধু বুকে বয়ে
চলেছি সীমান্ত পাহারায়
তারপর –
পৃথিবী কঁপে ওঠে, দিকে দিকে অশনি সংকেত
সাঁজোয়া গাড়ী, ক্ষিপ্র বিমান হানা
উন্মত্ত জঙ্গীর অবিশ্রান্ত রণ পর্বে
কারফিউ হল জারি –

সীমান্তের কাঁটাতার ছাঁড়ে
ফিরে এলো সৈনিক
উঠল বেজে বিউগল
চমকে উঠে দেখে ছেলে – মাথা নেই কফিনে
সগর্বে মা যে বলে – দিয়েছে দেশের জন্যে

(হরিদেবপুর, কল–৮২)

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

অভিশপ্ত রুশ বিশ্বকাপ থাকছে না ইতালি–হল্যান্ড

অরিঞ্জয় মিত্র

আশ্চর্য হলেও সত্যি আগামী রাশিয়া ওয়ার্ল্ড কাপে থাকছে না ইতালি। মূলপর্বে যাওয়ার ম্যাচে ইতালির প্রয়োজন ছিল সুইডেনের সঙ্গে সরাসরি জয়। আর সুইডেনের দরকার ছিল একটা ড্র। কিন্তু শেষপর্যন্ত ম্যাচ ২–২ ড্র হয়ে যাওয়ায় ৬০ বছর পর এই প্রথম কোনও বিশ্বকাপে থাকছে না ইতালি। ৪ বারের বিশ্বজয়ীদের ছাড়া রাশিয়া বিশ্বকাপের রঙ যে অনেকটাই ফ্যাকাশে হয়ে উঠল তা বলাইবাহুল্য। এর আগে এমনিতেই বিশ্বকাপের টিকিট জোটেনি জোহান ক্রুয়েফের দেশ নেদারল্যান্ডসের। তার ওপর ইতালি না থাকায় জৌলুস একেবারে তলানিতে ঠেকল রুশ ওয়ার্ল্ড কাপের। এছাড়াও আফ্রিকার সিংহ ঘানা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের না থাকাটাও রাশিয়া বিশ্বকাপের গ্ল্যামার অনেকটাই কমিয়ে দিল। তাও দুনিয়ার ফুটবলভক্তরা সবথেকে বেশি হতাশ কাতানিচ্চিও সিস্টেম তথা ডিফেন্সিভ ফুটবলের জনক ইতালি না থাকায়। পাওলো রোসি, রবার্তো বাজ্জিওদের মতো তারকারা একসময় পৃথিবীর ফুটবলভক্তদের হৃদয় জয় করেছেন কালেক্রমে সেই ব্যাটন অন্যদের হাতে গিয়েছে। কিন্তু ইতালির আগে বাঁচো রক্ষণাত্মক নীতি সবার কাছে একটা আলাদা মর্যাদা লাভ করেছে। বিশেষ করে ব্রাজিল–আর্জেন্টিনার স্কিলফুল গেম ও জার্মানির পাওয়ার ফুটবলের পাশাপাশি নীল জার্সিধারীদের এই ঘরানা সমৃদ্ধ করেছে ফুটবলের আভিজাত্যকেই। তাছাড়া ৫ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল, ৪ বারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানির সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে ৪ বার বিশ্বকাপ জিতেছে ইতালিও। ইউরোপের এই দেশটি এমন এক ঘরানা তুলে ধরেছে যা তাদের 'আনপ্রেডিক্টেবল' করে তুলেছে। ১৯৮২ সালে জিকো, সক্রেটিসদের ব্রাজিল যখন দুনিয়া কাঁপাচ্ছে তখন একরকম অখ্যাত পাওলো রোসি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন ইতালিকে বিশ্বকাপ এনে দিয়ে। ২০১০–এও সবাইকে অবাক করে ইতালি বিশ্বকাপ জিতে নেয়। এমনিতে সমর্থকদের নিরিখে যদি দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও জার্মানি সমর্থক থিকথিক করছে সারা বিশ্ব জুড়ে। এমনকি ইংল্যান্ড বা স্পেনেরও কিছু সমর্থক পাওয়া যাবে। সেদিক থেকে ইতালির সমর্থক অত্যন্ত কম। এক্ষেত্রে সমর্থকদের যুক্তি যারা ওরকম বিরক্তিকর ডিফেন্সিভ ফুটবল খেলে তাদের আবার সমর্থন কিসের। তাও সেই টিম তুলনামূলকভাবে কম সমর্থক নিয়েও চার–চারবার বিশ্বকাপ জিতেছে। এটাই হয়তো ইতালিকে আপফ্রন্টে নিয়ে গিয়েছে।

এবারের বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনারও এরকম নকআউট হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। রাশিয়া বিশ্বকাপের আকর্ষণ আরও অর্ধেক হয়ে যেত যদি গতবারের রানার্স আর্জেন্টিনা তাতে সুযোগ না পেত। যদিও যাবতীয় আগ্রহের চাহিদা মিটিয়ে শেষ পর্যন্ত মারাদোনার দেশ জানান দিয়েছেন,আর্জেন্টিনা থাকছে। এটা না হলে বিশ্বের অন্যতম সেরা

তারকা মেসির পক্ষেও তাহলে দেশকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করার স্বপ্ন অধরাই থেকে যেত। কারণ লিওনেলের যা বয়স তাতে ২০২২ বিশ্বকাপ খেলা তার পক্ষে এককথায় অসম্ভব। সেক্ষেত্রে ২০১৮ বিশ্বকাপ তাঁর কাছে 'মরি বাঁচি' চ্যালেঞ্জ। ক্লাবের জার্সি গায়ে সফল, আর দেশের নীল–সাদা জার্সিতে ফ্লপ এই অভিযোগ মিথ্যে করতে একবার অন্তত বিশ্বকাপ আনতেই হবে মেসিকে। তবেই প্রমাণ হবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের। নইলে হাজারো রেকর্ডের পরেও তিনি ব্যর্থতার অন্ধকারেই পর্যবসিত হবেন। বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনকারী রাউন্ডে লাতিন আমেরিকান গ্রুপে আর্জেন্টাইনরা মোটেই স্বস্তিতে ছিল না। তাদের স্থান একসময় গ্রুপের পঞ্চম স্থানে চলে গিয়েছিল। খারাপ পারফরমেন্সের জেরে পুরনো কোচকে বরখাস্ত পর্যন্ত হতে হয়েছিল। নতুন কোচ সাম্পাওলি এসে জোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন ঘুরে দাঁড়াবার। যা পুরোপুরি একশো শতাংশ সাফল্য পেয়েছে।

যার প্রমাণ মিলেছে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে ব্রাজিল–আর্জেন্টিনা ফ্রেন্ডলি ম্যাচে। মেসি বনাম নেইমার লড়াই অবশ্য এবার হয়নি। মেসি আর্জেন্টিনাকে নেতৃত্ব দিলেও নেইমার ছিলেন না ব্রাজিল দলে। সেদিক থেকে খানিকটা অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যাচ্ছে নীল–সাদা জার্সিধারীরা। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ নিয়ে যাই হোক না কেন, বিশ্বকাপের যোগ্যতা পেয়ে যাওয়া আপাতত সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট টিম মেসির কাছে। মারাদোনার দেশ ছাড়া বিশ্বকাপ ভাবাই যায়প্রত্যেকটা ম্যাচ তাই 'ডু অ্যান্ড ডাই' সিকোয়েন্সে পৌঁছে গিয়েছিল। আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষরাও কোনও অংশে কম ছিল না। এদের মধ্যে উরুগুয়ে, পেরু, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডররা যখন তখন ভালো লড়াই দিতে পারে। সাম্পাওলি ভালো মতো টের পাচ্ছেন নতুন দায়িত্ব কাকে বলে। খাদের কিনারা থেকে তিনি যদি আর্জেন্টিনাকে টেনে দাঁড় করাতে পারেন তাহলে সকলে ধন্য ধন্য করবে। না হলে লবডঙ্কা জুটবে।

নেদারল্যান্ডস কিংবা হল্যান্ডের না থাকাও সমর্থকদের দারুণভাবে ব্যাথিত করেছে। কমলা জার্সিধারীরা এর আগে বিশ্বকাপ জেতার মতো অবস্থায় বহুবার পৌঁছেছে। সেমিফাইনাল বা ফাইনালেও উঠেছে একাধিকবার। জোহান ক্রুয়েফ বা পরবর্তীকালে রুড গুলিট, মার্কো ফান বাস্তেন ও ফ্র্যাঙ্ক রাইকার্ডদের দাপটে ইউরো কাপ জেতা গেলেও বিশ্বকাপ অধরাই রয়ে গেছে হল্যান্ডের কাছে। বস্তুত ডাচেদের আক্রমণাত্মক ঘরানা ফুটবল দুনিয়াকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। কমলা জার্সির ঝলকানি একরকম নস্টালজিক করে তোলে সাধারণ মানুষকে।

ক্রীড়া সংবাদ বিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১১ই নভেম্বর বীরভূম জেলায় রাজনগর ডাকবাংলো মাঠে বিদ্যালয় পড়ুয়াদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। রাজনগর ব্লকের ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩টি শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের মোট ২৬০জন প্রতিযোগী ২৮টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছিলো। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ ও বীরভূম জেলা বিজ্ঞানমঞ্চ কমিটি দ্বারা আয়োজিত বিজ্ঞানকর্মী প্রশিক্ষণ শিবির হয়ে গেলো কীর্ণাহারে। উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ রাজ্য সহসম্পাদক অরুনাভ মিশ্র। উপস্থিত ছিলেন শিল্পগুরু অনন্ত মালাকার, বীরভূম বিজ্ঞানমঞ্চ–এর সদস্য দেবাশিস পাল, শিক্ষক শুভাশিস গড়াই, শিক্ষক শ্রীচরন বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ। সারা জেলার ১৩টি বিজ্ঞানকেন্দ্র থেকে ৬০জন প্রশিক্ষণ নেয়। 'বিজ্ঞানের শিক্ষা ও যুক্তির ভূমিকা এবং ভারতের বিজ্ঞানের ইতিহাস ও ঐতিহ্য' বিষয়ে আলোচনায় আলোকপাত করেন শিক্ষক শুভাশিস গড়াই এবং শিক্ষক

শ্রীচরণ বন্দোপাধ্যায়। দেবাশিস পাল বলেন, 'বিগত বছর ধরে সবার দেশ আমাদের দেশ শীর্ষক কর্মসূচি নিয়ে চলেছি এর অঙ্গ হিসাবে। আগামীদিনে বিজ্ঞানকেন্দ্রস্তরে নিয়ে যাওয়ার চিন্তাভাবনা আছে'। বিআইটিএমের সহায়তায় দুইদিনব্যাপী বীরভূম জেলার মাজিগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো একটি ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনীর। প্রথমদিন বিআইটিএমের যে বাসটি এসেছিলো সেটিতে থাকা মোট কুড়িটি মডেল ছাত্র ছাত্রীরা ওনাদের কাছ থেকে শিখে নিয়ে প্রদর্শিত করে। দ্বিতীয়দিন প্রদর্শনীর পাশাপাশি ছাত্র ছাত্রীদের একটি ডিএলপি ক্লাস হয়। গণিত ও বিজ্ঞানের নানা মজার ঘটনা এখানে দেখানো ও কারণ ব্যাখ্যা করা হয়। বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞানমঞ্চের অনুষ্ঠান ঘিরে বীরভূম জেলাবাসীর মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনা ছিলো চোখে পড়ার মতো।

গঙ্গাবক্ষে সাঁতারে মেয়েদের মধ্যে প্রথম বাংলার তিয়াশা

মলয় সুর : সম্ভবনাময় সাঁতারু তিয়াশা মণ্ডল বিহার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত গঙ্গাবক্ষে সারা ভারত সাঁতার প্রতিযোগিতায় সার্বিকভাবে তৃতীয় এবং মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছেন। চলতি মাসের ৫ নভেম্বর বিহারের পাটনার শিবঘাট থেকে গান্ধিঘাট পর্যন্ত ১৩ কিলোমিটার গঙ্গাবক্ষে এই সাঁতার আয়োজিত হয়। এতে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে মোট ৫০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। এই বাংলা থেকে একমাত্র তিয়াশাই অংশ নিয়েছিল। তার এই সাফল্যে খুশি বাবা অভিজিৎ মণ্ডল, মা সবিতা ও দাদা অরিজিৎ। চুঁচুড়া সুইমিং ক্লাবেই তিয়াশার সাঁতারের প্রথম পার্ট শেখা। তখন তার কোচ ছিলেন লক্ষণ ঢেঁকি। স্কুল পর্যায়ে ও জুনিয়র স্তরে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পরিমার্জিত করে ভারতে নিজের জাত চিনিয়েছে। এমন কি সিনিয়র পর্যায়ে নিজের পরিচয় দিয়েছে। পাটনায় ১ ঘন্টা ৩২ মিনিট করে। এখন তার লক্ষ্য ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে ইতিহাসে ঢুকে পড়া। সে চুঁচুড়া বালিকা শিক্ষামন্দিরের দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরতা কলা বিভাগের ছাত্রী। তাদের বাড়ি চুঁচুড়া ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের কনকশালী বোসের ঘাট এলাকায়। সাত–সমুদ্রের একটা ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার জন্য এখন থেকেই শারীরিক ও মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছে। আপাতত চ্যানেল পার হওয়ার জন্য পুরীর সমুদ্রে পুরোদমে প্র্যাকটিস করতে হবে। তার জন্য বিশাল পরিমাণ টাকার প্রয়োজন। তাই ইচ্ছা থাকলেও শেষ পর্যন্ত স্বপ্ন বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। যাতে জিব্রাল্টারের বরফগলা ঠান্ডা সমুদ্রের জলের সঙ্গে ২৬ মাইল সাঁতার কাটতে হবে। তার জন্য পুরীর সমুদ্রের নোনা জলেই একমাত্র ভরসা।

ছেলেবেলা থেকেই প্রচন্ড দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে বেড়ে উঠেছেন। সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করেই এগিয়ে চলেছেন তিয়াশা মণ্ডল। তিয়াশা জানায়, শুরু থেকেই চুঁচুড়া সুইমিং ক্লাব ও প্রশিক্ষকরা আমাকে দারুণভাবে সাহায্য করে চলেছে। সকলের সহযোগিতায় আমি আজ এই সাফল্যের শিখরে পৌঁছতে পেরেছি। তার বাবা অভিজিৎবাবু ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ করেন। তার বাঁধাধরা কোনও কাজ নেই, তাই একার আয় দিয়ে সংসার চালাতেই হিমশিম খেতে হয়। অভিজিৎবাবু বলেন ছেলেবেলা থেকেই সাঁতারের প্রতি মেয়ের ঝোঁক ছিল। তাই চারবছর বয়স থেকে ওকে চুঁচুড়া সুইমিং ক্লাবে ভরতি করে দিই। সেই শুরু। তারপর ২০০৯ সালে গোয়ার পানাজিতে ২৬তম জাতীয় সাব–জুনিয়র সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। তারপর থেকে রাজ্য ও জাতীয় পর্যায় মিলিয়ে ১৮টি উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ২০১০ সালে ব্যাঙ্গালোর জাতীয় সাব–জুনিয়র সাঁতারে বাটার ফ্লাই ও ফ্রি স্টাইল ইভেন্টে প্রথম ২য় তিয়াশা।

তাই রাজ্য অ্যামেচার সাঁতার অ্যাসোসিয়েশন কলকাতা ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে তিয়াশাকে সংবর্ধনা দেয়। বর্তমানে তাদের কোনও সহৃদয় ব্যক্তি যদি আর্থিক সহায়তা দেন তাহলে তাদের মেয়ের স্বপ্নপূরণ হবে। মধ্যবিত্ত পরিবারের লাজুক মেয়েটি অদূর ভবিষ্যতে ইলাপাল, বুলা চৌধুরির মতো সাঁতারু হতে চায়। তিয়াশা চায় নিজের ও বাংলার নাম এবং মান উজ্জ্বল করতে।

ভারত স্কাউট অ্যান্ড গাইড গ্রুপের উত্তরপাড়া –শ্রীরামপুর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসোসিয়েশন সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করে। অ্যাসোসিয়েশনের স্কাউট মাষ্টার তারকনাথ সর্দার ও অন্যান্য সদস্যরা উত্তরপাড়ার বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল, রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের যুগ্ম সম্পাদক দিলীপ যাদব, কোন্নগরের পুরপিতা বাপ্পাদিত্য মুখার্জী, মাদার ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বিশ্বরূপ দাসকে সংস্থার স্কার্ফ ও ফ্ল্যাগ প্রদান করেন।

বাসন্তীতে ফুটবললিগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : –অনুর্দ্ধ১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল শেষ হল কিন্তু বাঙালির মনে প্রাণে সেই রেশ এখনো রয়েই গেছে। বিশ্বকাপে প্রথম গোল, বিশ্ববাংলায় বিশ্ব ফুটবলের সফল আয়োজন বিশ্বমানের পরিকাঠামো তথা সফল সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্ব ফুটবল মানচিত্রে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে। এই ধারাকে অব্যাহত রাখতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় বাঙালির প্রিয় খেলা ফুটবল উন্মাদনাকে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের মানুষের কাছে প্রসারিত করার লক্ষ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের বড়িয়া ফুটবল ফেডারেশন –এর উদ্যোগে ৮ দলের এক বড়িয়া সুপার লিগ ফুটবল খেলার সুচনা হল। রবিবার বাসন্তীর চুনাখালীর বড়িয়া জুনিয়র হাইস্কুল বড়িয়া সুপার লিগ ফুটবল খেলার সূচনা করেন বাসন্তী ব্লকের চুনাখালি গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান নরেশ চন্দ্র নস্কর। প্রতি রবিবার করে খেলা অনুষ্ঠিত হবে। ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৭ জানুয়ারি। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চুনাখালি বিবেকানন্দ ফুটবল আকাদেমির কর্ণধার দেবাশীষ বৈরাগী ,রতন সরদার ,দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা অনুর্ধ ১৭ ফুটবল কোচ অসীম কয়াল,শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষক পবন সরদার সহ বিশিষ্টরা। এদিন ফুটবল লিগের প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় বড়িয়া ইয়ংস্টার ক্লাব ও পুকুরপাড়া মহাপ্রভু আদিবাসী স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যে । বড়িয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি দুলাল মাহাতো,বিশিষ্ট সমাজসেবী অমৃতলাল সরকার,কালিপদ সরদার সহ বিশিষ্ট ব্যাক্তিরা এখানে উপস্থিত ছিলেন।

এমপি কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে আগামী ১ ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে এম পি কাপ ২০১৭। চূড়ান্ত পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৪ ডিসেম্বর ২০১৭।

ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের ৭টি বিধানসভার এবং ৭টি পুরসভার প্রতিটি অঞ্চল ও ওয়ার্ড থেকে একটি করে দল এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে। বয়সের কোনও সীমাবদ্ধতা নেই। ইতিমধ্যেই প্রতিটি বিধানসভা ও পুর এলাকায় এম পি কাপ টুর্নামেন্ট নিয়ে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর চূড়ান্ত পর্বের খেলায় জয়ী দলকে এক লক্ষ টাকা ও ট্রফি দেওয়া হবে। এছাড়াও আরও আকর্ষণীয় পুরস্কার থাকবে।

সামনেই পঞ্চায়েত ভোট, তার আগে এই ফুটবল টুর্নামেন্টের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে জনসংযোগের বন্ধন অটুট করতেই সাংসদের এই উদ্যোগ বলে অনেকেই মনে করছেন। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি শ্রীমন্ত বৈদ্য এই প্রসঙ্গে বলেন, শুধু ভোটের রাজনীতি জন্য এই উদ্যোগ নয়। আমাদের প্রিয় সাংসদ সারা বছর শিক্ষা–সংস্কৃতি ও ক্রীড়ার উন্নতিকল্পে নানা কর্মসূচি নিয়ে থাকেন। প্রসঙ্গত সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম গত ঈদে এবং শারদোৎসবে আর্থিক অনুদান দিয়েছেন বিভিন্ন বিধানসভা এলাকায় সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। ফুটবল টুর্নামেন্ট একটি নবতম উদ্যোগ।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

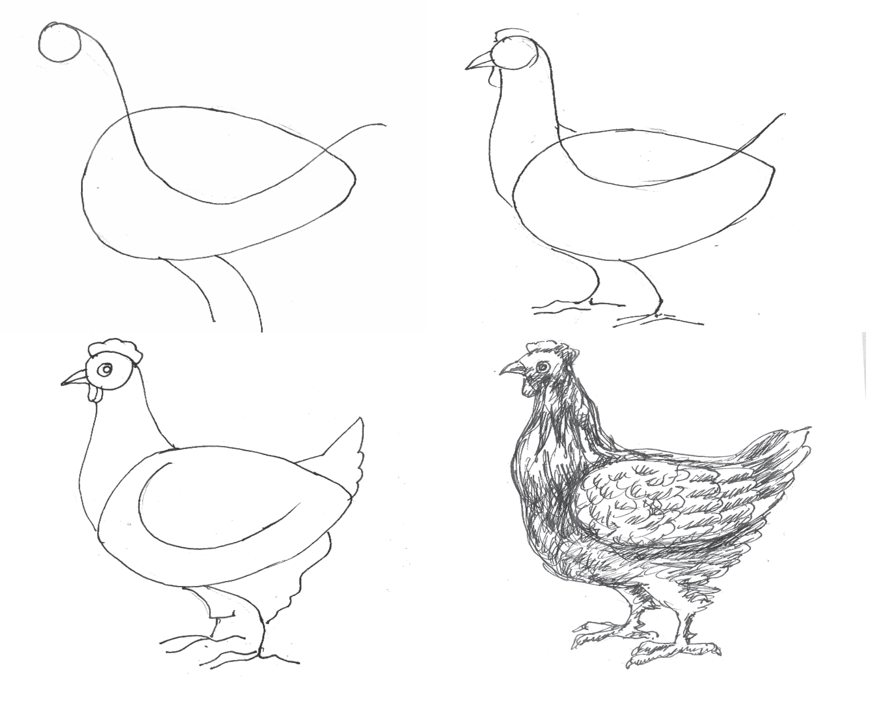

চট জলদি গুণ

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

৪৩x৪৭, ৬২x৬৮, ৭৪x৭৬ গুণ তিনটি করতে হলে ৪০, ৬০ আর ৭০ এর নামতা জানা প্রয়োজন। একটা পদ্ধতির উল্লেখ করছি যার সাহায্যে এই গুণগুলো তাড়াতাড়ি করা সক্ষম।

৪৩x৪৭ উদাহরণটাই প্রথমে নিচ্ছি। এক দুই তিন করে যখন গোনা হয় তখন ৪ এর পর কী আসে? ৪ এরপর আসে ৫। এই উদাহরণের দুটো সংখ্যাতেই দশকের ঘরে আছে ৪, তাহলে প্রথম ধাপে ৪ আর ৫ (যেহেতু ৪ এর পর ৫) গুণ করে ২০ বসাতে হবে। এই ২০ হল নির্ণেয় গুণফলের প্রথম দুটো অঙ্ক। উদাহরণের এককের ঘরে আছে ৩ এবং ৭, যাদের গুণফল ২১। এই সংখ্যাটা হল নির্ণেয় গুণফলের শেষ দুটো অঙ্ক। নির্ণেয় গুণফল ২০২১।

২য় উদাহরণঃ ৬২x৬৮ এক্ষেত্রে ৬x৭=৪২ আর ২x৮=১৬ নির্ণেয় গুণফল ৪২১৬।

৭৪x৭৬ এর ক্ষেত্রে গুণফল হবে ৫৬২৪। কিন্তু, ৭৪x৮৬ বা ৭৪x৭৫ এর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কাজ করে না। প্রথমটিতে দশকের ঘরের অঙ্ক দুটি এক নয় আর ২য় টিতে এককের ঘরের অঙ্ক দুটির সমষ্টি ১০ নয়। এই পদ্ধতি তখনই কাজ করে যখন দশকের ঘরের অঙ্ক দুটি এক এবং এককের ঘরের অঙ্ক দুটির সমষ্টি ১০।

অভিজিৎ তাঁতী, তৃতীয় শ্রেণি, দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com